[BENGALEE.]

বাইবেল শাস্ত্রের অন্তঃপাতি

মার্ককর্তৃক রচিত

মঙ্গল সমাচার নামক

যে খ্রীষ্ট বিষয়ক উপাখ্যান বাক্য, তাহার প্রশ্নোত্তর

ঘটিত টীকা পুস্তক।

তৃতীয় ভাগ।

A

CATECHETICAL EXPOSITION

OF THE

Gospel according to St. Mark,

INTENDED CHIEFLY

FOR THE USE OF SCHOOLS AND NATIVE CONVERTS.

PART III.

Calcutta:

PRINTED FOR THE BENGAL TRACT AND CHRISTIAN BOOK SOCIETY.

1827.

November 1827. 500 *Copies.*

মার্করচিত মঙ্গল সমাচার গ্রন্থের বাক্যের প্রশ্নোত্তর।

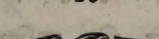

নবম অধ্যায়।

১ পদ অবধি ১৩ পদ পর্য্যন্ত।

তখন তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, সত্য আমি তোমাদিগকে কহি, যে এখানে যাহারা দণ্ডায়মান আছে, তাহাদের মধ্যে কএক জন ঈশ্বরের রাজ্যকে স্বপরাক্রমে আসিতে না দেখিয়া তাহারা মৃত্যুর আস্বাদ পাইবে না। এবং ছয় দিবস পরে য়িশু পিতরকে ওয়াকোবকে ওয়োহনকে ভিন্ন করিয়া এক উচ্চ পর্ব্বতে সঙ্গে লইয়া গেলেন, এবং তাহাদের সাক্ষাতে তিনি অন্যমূর্ত্তি হইলেন, এবং তাঁহার পরিচ্ছদ উজ্জ্বল হিমের সদৃশ অতি শুভ্রবর্ণ হইল, এমত যে জগতের মধ্যে কোন রজক তাঁহার তুল্য শুভ্র করিতে পারে না। এবং এলীয়া ও মোশে তাঁহার নিকটে দেখা দিল, এবং তাহারা য়িশুর সহিত কথোপকথন করিল। তখন পিতর প্রস্তাব করিয়া য়িশুকে কহিল, যে হে গুরো, আমাদের

এখানে থাকা ভাল; আমরা তিন তাম্বু বানাই, একটা আপনকার কারণ, একটা মোশের কারণ, ও একটা এলীয়ার কারণ। কেননা তাহারা বিস্ময়াপন্ন হইল, অতএব কি কহিতে হয় তাহা সে জানিল না। পরে এক মেঘ উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে ছায়া করিল, এবং সে মেঘহইতে এক আকাশবাণী হইল, যে এই আমার প্রিয় পুত্র, তাঁহার কথায় অবধান কর। এবং অকস্মাৎ তাহারা চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি করিয়া আপনাদের সঙ্গে য়িশু ব্যতিরেক আর কাহাকেও দেখিতে পাইল না। পরে পর্ব্বতহইতে নামিতেং তিনি তাহাদিগকে এই আজ্ঞা করিলেন, যে যদবধি মনুষ্যের পুত্র মৃত্যুহইতে উত্থান না করেন, তদবধি কাহাকেও তাহারা যেন এই দর্শনের কথা না কহে। অতএব সেই কথাবলম্বন করিয়া মৃত্যুহইতে উত্থান করার মর্ম্ম কি, তাহারা পরস্পর ইহার বাদানুবাদ করিতে লাগিল। অনন্তর তাহারা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, যে অধ্যাপকেরা তবে কেন কহে, যে প্রথমে এলীয়ার আইসনের আবশ্যক আছে? তিনি তাহাদিগকে উত্তর করিয়া কহিলেন, এলীয়া অবশ্য প্রথমে

আসিবে ও সকল বিষয় সুধারা করিয়া দিবে; তবে মনুষ্য পুত্রের বিষয়ে কেমনে লিপি আছে, যে তাঁহাকে অনেক দুঃখ পাইতে ও তুচ্ছ রূপে ত্যক্ত হইতে হইবে। কিন্তু আমি তোমাদিগকে কহি, যে এলীয়া আসিয়া গিয়াছেন, এবং তাঁহার বিষয়ে যে রূপ লিপি আছে, তদনুসারে তাহারা যাহা ইচ্ছা করিল তাহা তাঁহাকে করিয়াছে।

প্রশ্ন। আত্ম নিকটে দণ্ডায়মান লোকদের বিষয়ে খ্রীষ্ট কি কথা কহিলেন

উত্তর। এই কথা কহিলেন, যে মঙ্গল সমাচার প্রকাশদ্বারা সংস্থাপ্য যে ঈশ্বরের রাজ্য, সে যাবৎ পর্য্যন্ত পরাক্রম পূর্ব্বক সংস্থাপন না করা যায় তাবৎ কাল পর্য্যন্ত এই লোকদের মধ্যে অনেকের মৃত্যু হইবে না।

প্র°। এই কথার ভাব কি?

উ°। ভাব এই, যে য়হুদী লোকেরা খ্রীষ্টের ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচারী হইয়া তদ্রাজ্য স্থাপনের অতিশয় বাধা জন্মাইলেও তাহাদের বাধাতে সে রাজ্য বাধিত হইবে না। ফল, যৎকালে খ্রীষ্টের মুখহইতে এই বাক্য নির্গত হইল, তৎকালে সেই রাজ্য স্থাপনের সময় অতি নিকট ছিল; যে হেতুক যাহারা২ ঐ কথা শুনিতে পাইল তাহাদের অনেক লোক জীবৎমান থাকিতেং সেই রাজ্য সংস্থাপন করা গেল।

প্র°। ভাল, সেই ঈশ্বরীয় রাজ্য কি প্রকারে সংস্থাপিত হইল?

উ°। খ্রীষ্টের শক্তিদ্বারা সংস্থাপিত হইল; যে হেতুক তাঁহার

পুনরুত্থানের পর তৎ স্থাপনার্থে তাঁহার প্রতিজ্ঞানুসারে প্রেরিতদের প্রতি ধর্ম্মাত্মা দেওয়া গেল, এবং তাঁহারাও নানা দেশ দেশান্তরে গিয়া অসংখ্যক লোকদের কাছে মঙ্গল সমাচারের ঘোষণা দিলেন, আর যাহারা২ শুনিল তাহাদের মধ্যে অনেকেই আপনাদের পূর্ব্বকালীন কুতসিতাচার ত্যাগ করিয়া তাঁহার ধর্ম্মাবলম্বি হইল। ফল, খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের পর ত্রিশ বৎসরের মধ্যে ইউরপ ও আসিয়ার অন্তঃপাতি নানা দেশে তাঁহার মণ্ডলী স্থাপিত হইল; অধিকন্তু যাহারা তাঁহার ঐ উক্ত কথা শুনিয়াছিল তাহাদের মধ্যে অনেকের জীবদ্দশার মধ্যেই এই সকল ঘটিল, এই হেতুক তাঁহার ঐ পূর্ব্বোক্ত কথা সর্ব্ব প্রকারে পূর্ণ হইল।

প্রঃ। ইহাতে কি শিক্ষা পাই?

উঃ। এই শিক্ষা পাই, যে ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সকল বিষয়ই খ্রীষ্টের অধীন, যে হেতুক এ কথাদ্বারা এই বোধ হয়, যে কি২ ঘটিবে ও কে বা মরিবে ও কে বা জীবমান থাকিবে, এ সকল বিষয় তিনি জ্ঞাত ছিলেন।

প্রঃ। ভাল, এই কথা কহনের ছয় দিবস পরে খ্রীষ্ট কি করিলেন?

উঃ। তিনি আপন শিষ্যদের মধ্যে তিন জনকে সঙ্গি করত একটা উচ্চ পর্ব্বতে গিয়া তাহাদের সাক্ষাতে অন্যমূর্ত্তি হইলেন।

প্রঃ। সে কি প্রকার মূর্ত্তি?

উঃ। অনুমান হয় যে সেটা স্বর্গীয় লোকদের মত মূর্ত্তি, যে হেতুক স্বর্গবাসী ভূত কালের ভবিষ্যদ্বক্তা মোশা ও এলিয়া আসিয়া তাঁহার সহিত কথোপকথন করিলেন;

কিন্তু শিষ্যরা তাহা দেখিয়া বড় ভীত হইয়া কহিল, যে হে গুরো, এ স্থানে আমাদের থাকা ভাল; আমরা তিনটা তাম্বু বানাই, একটা আপনকার কারণ, ও একটা মোশের কারণ, ও একটা এলিয়ার কারণ।

প্র°। ভাল, তিনি তাহাদের সাক্ষাতে এ রূপে দর্শন দিলেন কেন?

উ°। কারণ এই, যে যখন ইনি শিষ্যদিগকে আপন দুঃখাদির ও মৃত্যুর বিষয় শুনাইলেন, তখন তাহারা তদ্বিষয়ের আবশ্যকতা না জানিয়া আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল; অতএব সেই কথা যেন তাহাদের ঠেষের কিম্বা অবিশ্বাসের বিষয় না হয় এ নিমিত্তে তিনি তাহাদের প্রতি আপনাকে এমন দেখাইলেন। ফল, তদ্দর্শনদ্বারা তাহাদের অবশ্য এই বোধ হইল, যে তাঁহার প্রতি মৃত্যু কিম্বা দুঃখ যদিও ঘটে, তথাপি সে সকল অনিবারিত না হইয়া বরং তাঁহার স্বেচ্ছাধীন, এ প্রযুক্ত ইচ্ছা হইলে তাহা তিনি এড়াইতে পারিতেন।

প্র°। ভাল, তাঁহার সেই স্বর্গীয় রূপ দর্শনেতে কি অনভব হয়?

উ°। তিনটা অনুভব হয়।

প্রথম এই, যে স্বর্গ একটা স্থান নিশ্চয় আছে।

দ্বিতীয়, খ্রীষ্ট যে স্বর্গহইতে আসিয়াছিলেন। শিক্ষা দেওন কালীন তিনি শিষ্যদিগকে এই কথা অনেক বার কহিলেন, অতএব তাঁহার সেই স্বর্গীয় মূর্ত্তি দর্শনে সেই শিক্ষার কথার প্রামাণ্য ও নিশ্চয় সত্য বোধ হয়।

তৃতীয়, খ্রীষ্টের সেই রূপ দর্শনদ্বারা মনুষ্যের শরীর যে পুনরুত্থানের পরে কেমন হবে তাহাও কিঞ্চিৎ

বুঝা যায়। ফল, তাঁহার শরীর সেই কালে যদ্রূপে দৃষ্ট হইল পুনরুত্থানের পরে স্বর্গীয় লোকের শরীর তদ্রূপ গৌরববিশিষ্ট হইবে, অতএব সেই দর্শন হইল পুনরুত্থানের পর স্বর্গীয় লোকদের শরীরের দৃষ্টান্ত স্বরূপ।

প্রঃ। তাঁহার তদ্রূপ হওনের সময়ে আর কোন কিছু ঘটিল?

উঃ। হাঁ, এক মেঘ উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে ছায়া করিল, এবং সেই মেঘহইতে এক আকাশবাণী হইল, যে এই আমার প্রিয় পুত্র যাহাতে আমার পরম সন্তোষ, তাঁহার কথায় অবধান কর।

প্রঃ। ইহাতে কি বোধ হয়?

উঃ। এই বোধ হয়, যে ঈশ্বর যদি খ্রীষ্টকে এমত প্রকাশ রূপে প্রিয় পুত্র করিয়া বলিয়াছেন, তবে আমাদেরও প্রিয় ত্রাণকর্ত্তা করিয়া তাঁহাকে অবশ্য মানা উচিত; ও তদাজ্ঞানুসারে তাঁহার কথাতে মনোনিবেশ করিয়া তদনুরূপ ব্যবহার করাও কর্ত্তব্য।

প্রঃ। ভাল, সেই পর্ব্বতহইতে নামিতেং খ্রীষ্ট শিষ্যদিগকে কি আজ্ঞা করিলেন?

উঃ। যদবধি মনুষ্যের পুত্র মৃত্যুহইতে উত্থান না করেন তদবধি যেন তাহারা এই অদ্ভুত দর্শনের কথা কাহাকেও না কহে, এই আজ্ঞা করিলেন।

প্রঃ। তদ্বিষয় প্রকাশ করিতে বারণের কারণ কি?

উঃ। কারণ এই, যে সেটা উপযুক্ত সময় নয়, কি না সকল লোকদের সাক্ষাতে সম্পূর্ণ রূপে খ্রীষ্টের গৌরব প্রকাশ করিবার উপযুক্ত সময় উপস্থিত ছিল না। ফল, সেই সময় যদি প্রকাশ করা যাইত তবে লোক বড় একটা বিশ্বাস করিত না, কিন্তু তাঁহার পুনরুত্থানের পরে

তাঁহার পূর্ণরূপে গৌরব প্রকাশ করিবার সময় যখন উপস্থিত হইল, তৎ সময়ে সে কথা লোকদের প্রতি প্রকাশিত হইয়া তাহাদের বিশ্বাসজনক হইল।

প্রঃ। ভাল, তিনি যে পুনরুত্থানের কথা কহিলেন তাহার ভাব তাহারা বুঝিল কি না?

উঃ। না, তাঁহার মৃত্যু ও পুনরুত্থান যে নিশ্চয় হইবে এমত না বুঝিয়া সে কথা কেবল কোন একটা ভাবি ঘটনা বিষয়ের দৃষ্টান্ত রূপে জ্ঞান করিয়া তদ্বিষয়ে আপনা আপনি বাদানুবাদ করিতে লাগিল।

প্রঃ। এই কথাতে কি শিক্ষা পাই?

উঃ। এই শিক্ষা পাই, যে বালক কালের কুসংস্কারদ্বারা মানুষের বুদ্ধি মলিন হইয়া যায়। দেখ দেখি, খ্রীষ্ট রাজা হইয়া সাংসারিক বিষয়ে অতিশয় গৌরবন্বিত হইবেন, তাঁহার শিষ্যদের এতদ্রূপ সংস্কার হওয়াতে তাঁহার মৃত্যুর ও দুঃখের কথা শুনিয়াও তাহাদের গ্রাহ্য হইত না।

প্রঃ। ভাল, শিষ্যরা খ্রীষ্টের ঐ কথার ভাব না বুঝিয়া কি করিল?

উঃ। তাহারা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, যে অধ্যাপকেরা তবে কেন কহে, যে প্রথমে এলীয়ার আইসনের আবশ্যক আছে।

প্রঃ। ইহাতে কি শিক্ষা পাই?

উঃ। এই শিক্ষা পাই, যে শাস্ত্রের কোন কথা যদি আমাদের বোধগম্য না হয়, তবে শিষ্যরা যেমন ঐ দুর্ব্বোধ বাক্যের অর্থ খ্রীষ্টকে জিজ্ঞাসা করিল তেমনি তাঁহার নিকটে প্রার্থনাদ্বারা আমাদের জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য।

প্র°। ভাল, তিনি তাহাদের জিজ্ঞাসিত বিষয়ের কি উত্তর দিলেন?

উ°। এই উত্তর দিলেন, যে অধ্যাপকেরা এলিয়ার আগমন বিষয়ে শাস্ত্রের লিখিতানুসারে যে শিক্ষা দেয় সে সত্য বটে, কিন্তু তাঁহার আসিবার আর অপেক্ষা নাই; তিনি আসিয়া গিয়াছেন, কিন্তু সে কালে উহারা তাঁহাকে না চিনিয়া আপনং ইচ্ছানুসারে তাঁহার প্রতি কুব্যবহার করিল।

প্র°। এই কথার ভাব কি?

উ°। ভাব এই, যে ভূতকালের ভবিষ্যদ্বক্তা এলিয়া নামক এক জন ছিলেন, তদ্বিষয়ে বাইবেল শাস্ত্রের প্রথম ভাগে এই রূপ লিখিত আছে, যে জগতের ত্রাণকর্ত্তা অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে সেই এলিয়া আসিবেন। ফল, সেই কথার তাৎপর্য্য এই, যে ত্রাণকর্ত্তার আসিবার পূর্ব্বে ঈশ্বর ঐ এলিয়ার স্বরূপ এমন এক জন বিশেষ দূত জগতে পাঠাইয়া দিবেন। কিন্তু অধ্যাপকেরা এ কথার ভাব না বুঝিয়া লোকদিগকে এমত শিক্ষা দিত, যে সেই এলিয়া আপনি আসিবেন; এ প্রযুক্ত খ্রীষ্ট ঐ পূর্ব্বোক্ত পুনরুত্থানের কথাদ্বারা আপনাকে ত্রাণকর্ত্তা জানাইলে শিষ্যরা হই। বুঝিয়া ঐ এলিয়াকে কোথাও দেখিতে না পাওয়াতে তাহার আসিবার বৃত্তান্ত বিষয়ে খ্রীষ্টকে জিজ্ঞাসা করিল। তখন তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, যে এলিয়ার প্রথম আইসনের আবশ্যক ছিল বটে, কিন্তু শাস্ত্রেতে যে এলিয়ার বিষয় লিখিত আছে সেটা যোহন বাপটাইজক বিষয়ক বাক্য বুঝায়; অতএব তিনিতো আসিয়া গিয়া-

ছেন; তৎকালে অধ্যাপকেরা তাঁহাকে চিনিতে না পারিয়া অগ্রাহ্য করত নানা তাড়নাও অপমান করিল।

প্রঃ। ইহাতে কি কোন শিক্ষা পাই?

উঃ। হাঁ, এই শিক্ষা পাই, যে ঐ য়োহনকে যেমন অধ্যাপকেরা এলিয়া স্বরূপে না জানিয়া অগ্রাহ্য করত তাড়না করিল, এবং তদ্বিষয়ে মূঢ়তা প্রযুক্ত তাহারা আপনং শিক্ষাদ্বারা লোকদেরও নানা ভুল ভ্রান্তি জন্মাইল, তেমনি এক্ষণেও ঐ য়োহনের মত অনেক লোক ঈশ্বরের সত্য প্রেরিত হইয়া নানা দেশে চালিত হইয়াছে, কিন্তু তত্তদ্দেশস্থ অধ্যাপক ও পণ্ডিতের সেং প্রেরিতদিগকে না চিনিয়া অগ্রাহ্য করত তাড়না করে, এবং আপনাদের মন্দ শিক্ষাদ্বারা লোকদের নানা প্রকার ভ্রান্তি জন্মাইয়া সেই প্রেরিতদের উপদেশ যাহারা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে তাহাদিগকেও নিবারণ করে।

প্রঃ। ভাল, কেবা ঈশ্বরের সত্য প্রেরিত হইয়া প্রকৃত উপদেশদাতা, ও কেবা মিথ্যা উপদেশদাতা হইয়া কেবল লোকদের ভ্রম জন্মাইয়া দেয়, ইহা কিসের দ্বারা জানা যায়?

উঃ। উপদেশদ্বারাই জানা যায়, কি না যে যেমন তাহার উপদেশও তেমনি হইবে। ইহার দৃষ্টান্ত স্থল এই, দেখ, পাপ হইয়াছে মহা রোগের স্বরূপ, আর ঈশ্বরের প্রেরিতদের দত্ত উপদেশ হইয়াছে মহৌষধি স্বরূপ, কিন্তু প্রতারকেরা যে উপদেশ দিতেছে সে মিষ্টান্ন স্বরূপ। দেখ দেখি, উত্তম ঔষধ ভোজন করিলে মুখে ভাল লাগে না, কিন্তু খাইলে পর শেষে তদ্দ্বারা রোগ তো দমন হয়; তেমনি ঈশ্বরীয় উপদেশ শুনিতে পাপি লোকদের ভাল লাগে না বটে, কিন্তু শুনিয়া কর্ণপুটে

পান করিলে তদ্দ্বারা পাপ রোগের শান্তি হয়। আর দেখ, মিষ্টান্ন যেমন খাইতে ভাল লাগে তেমনি প্রতারকদের উপদেশ শুনিতে পাপি লোকদের কর্ণে ভাল লাগে; কিন্তু মিষ্টান্ন খাইলে যেমন পীড়িতদের রোগের দমন না হইয়া বরং বৃদ্ধিকে পায়, তেমনি প্রতারকদের উপদেশে পাপের হ্রাসতা না হইয়া বরং বৃদ্ধিকে পায়। এখন এই দৃষ্টান্ত এতদ্দেশস্থ অধ্যাপক পণ্ডিত ইত্যাদি লোকদের উপরে খাটাইলে অনায়াসে জানা যায়, যে তাহারা ঈশ্বরহইতে প্রেরিত কি প্রতারক মাত্র। ফল, উহারা উপদেশ দিয়া যে সকল পূজাদি করিতে লোকদের প্রবৃত্তি জন্মাইতেছে, তদন্তঃপাতি যে নাচ কাচ গীতাদি সে হইয়াছে লোকদের মিষ্টান্ন স্বরূপ, যে হেতুক দেখিতে ও শুনিতে তাহাদের ভাল লাগে, কিন্তু তদ্দ্বারা পাপের দমন হওয়া দূরে থাকুক বরং ইন্দ্রিয়ের বিকার জন্মাইয়া আরো পাপের বৃদ্ধি হয়। অতএব এই সকল কর্ম্ম যে ধর্ম্মের মধ্যে আছে কিম্বা যাহাহইতে বাহির হয়, সেই ধর্ম্ম যে পরংব্রহ্মের আজ্ঞানুসারে এমত কদাচ হইতে পারে না, এবং তদ্ধর্ম্মের পথদর্শক ও তাহাতে প্রবৃত্তিজনক এমত অধ্যাপক ও গুর্ব্বাদি সকল তাহারা ঈশ্বরহইতে প্রেরিত নয়, প্রতারক মাত্র।

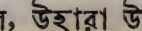

নবম অধ্যায়ের ১৪ পদ অবধি ২৯ পদ পর্য্যন্ত।

তদনন্তর আপন শিষ্যগণের নিকটে আসিয়া তিনি তাহাদের চতুষ্পার্শ্বে বড় লোকারণ্য এবং

অধ্যাপকদিগকে তাহাদের সঙ্গে বাদানুবাদ করিতে দেখিলেন। এবং লোক সকল তাঁহাকে দেখিবামাত্র চমৎকৃত হইল, এবং তাঁহার নিকটে দৌড়িয়া গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। তখন তিনি সে অধ্যাপক গণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যে ইহাদের সঙ্গে তোমরা কিসের বাদানুবাদ করিতেছ? তাহাতে লোকের মধ্যে এক জন উত্তর করিল, যে হে গুরো, আমি আপন পুত্রকে আপনকার নিকটে লইয়া আসিয়াছি; তাহাতে একটা গুঙ্গা ভূত আছে, এবং সে তাহাকে যেখানে২ ধরে সেখানে২ মুচড়াইয়া ফেলে; পরে তাহার মুখেতে ফেণা উঠে, ও সে দন্ত কড়মড় করিতে থাকে, এবং তাহার শরীর ক্ষীণ হইয়া যায়; ইহাতে আমি আপনকার শিষ্যদিগকে তাহা ছাড়াইতে বলিলাম, কিন্তু তাহারা পারিল না। তিনি তাহাকে প্রত্যুত্তর করিলেন, যে আরে অপ্রত্যয়ি লোকেরা, আমি কতকাল তোমাদের সঙ্গে থাকিব? কতকাল তোমাদের প্রতি সহিষ্ণুতা করিব? তাহাকে আমার নিকটে আন। এবং তাহারা তাঁহার নিকটে তাহাকে আনিল, ও তাঁহাকে দেখিবামাত্র সেই ভূত তাহাকে মুচড়াইয়া ফেলিয়া দিল,

এবং সে ভূমিতে পড়িয়া মুখে ফেণা ভাঙ্গিয়া ছটফট করিতে লাগিল। তখন তিনি তাহার পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যে ইহার এমত ভাব কতকাল হইল? সে কহিল, বালক কালাবধি। এবং বারে২ তাহাকে নষ্ট করিবার কারণ, অগ্নিতে ও জলেতে ফেলিয়াছে; কিন্তু আপনি যদি কিছু করিতে পারেন, তবে আমাদের উপর সকরুণ হইয়া আমাদিগের উপকার করুন। য়িশু তাহাকে কহিলেন, যদি তুমি প্রত্যয় করিতে পার, প্রত্যয়ি জনের স্থানে সকলি হইতে পারে। তখন সে বালকের পিতা তৎক্ষণাৎ উচ্চৈঃস্বরে কান্দিতে২ কহিল, হে প্রভো, আমি প্রত্যয় করি, আমার ক্ষীণ প্রত্যয়েতে আপনি সাহায্য করুণ। তখন য়িশু লোকারণ্যকে একত্র ধাইয়া আসিতে দেখিয়া তিনি সে অপবিত্র ভূতকে ধমকাইয়া কহিলেন, ওরে গুঙ্গা ও বধির ভূত, ইহা হইতে ছাড়িয়া যা, ইহার অন্তরে আর কখন প্রবেশ করিস না, ইহা আমি তোকে ভার দিলাম। তখন সে ভূত চীৎকার করিয়া ও তাহাকে বিষম রূপে মুচড়াইয়া তাহাহইতে নির্গত হইল। তাহাতে তাহাকে মৃতবৎ দেখা গেল, এমত যে অনেকে

কহিল, ও মরিয়াছে। কিন্তু যিশু তাহার হাত ধরিয়া তাহাকে উঠাইলেন, এবং সে গাত্রোত্থান করিল। অনন্তর ঘরে আইলে পরে তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহাকে নিভৃতে জিজ্ঞাসা করিল, যে আমরা তাহা ছাড়াইতে পারিলাম না কি জন্যে? তখন তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, যে প্রার্থনা ও উপবাস ব্যতিরেক এই প্রকার আর কিসেতেও ছাড়ান যায় না।

প্রশ্ন। খ্রীষ্ট সেই পর্ব্বতহইতে নামিবামাত্র কি দেখিতে পাইলেন?

উত্তর। আপনার শিষ্যদের সহিত বড় একটা লোকারণ্য ও অধ্যাপকেরা তাহাদের সঙ্গে বাদানুবাদ করিতেছে ইহা দেখিলেন।

প্র°। তাহা দেখিয়া তিনি কি কহিলেন?

উ°। তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যে ইহাদের সহিত তোমরা কিসের বাদানুবাদ করিতেছ? তাহাতে লোকারণ্যের মধ্যে এক জন উত্তর করিল, যে হে গুরো, আমি আপন পুত্রকে আপনকার নিকটে লইয়া আসিয়াছি, তাহাতে একটা গুঙ্গা ভূত আছে, সে তাহাকে নানা দুঃখ দেয়; ইহাতে আপনকার শিষ্যদিগকে তাহা ছাড়াইতে বলিলাম, কিন্তু তাহারা পারিল না।

প্র°। ইহাতে কি বোধ হয়?

উ°। এই বোধ হয়, যে যাহারা কৌশল পূর্ব্বক খ্রীষ্টের শিষ্যগণের সঙ্গে বাদানুবাদ করে, তাহাদিগকেও সে

কর্ম্ম করিবার কারণ তাঁহার নিকটে বলিতে হইবে, অতএব সে কর্ম্ম বিষয়ে সকলের সাবধানে থাকা উচিত; যে হেতুক সেটা পাপের বিষয় প্রযুক্ত তৎ করণেতে তাহাদের অবশ্য মন্দ ঘটিবে।

প্রঃ। সেই ভূত ঐ ছাওয়ালকে পাইয়া কি করিল?

উঃ। তাহাকে যেখানেং ধরিল সেখানেং মুচড়াইয়া ফেলিল, পরে তাহার মুখে ফেণা উঠিয়া দন্ত কড়মড় করিল, এবং ক্রমেং তাহার শরীর ক্ষীণ হইয়া গেল।

প্রঃ। ইহাতে কি শিক্ষা পাই?

উঃ। ভূত তাহার প্রতি যে এমত দৌরাত্ম্য করিত, ইহাতে এই শিক্ষা পাই, যে যাহাদের মনে শয়তান বিরাজমান আছে, সে যে প্রকারে তাহার প্রাণ নষ্ট করিতে পারে এমত চেষ্টা অবশ্য করিবে।

প্রঃ। খ্রীষ্ট সে বালকবিষয়ে ঐ কথা শুনিয়া কি উত্তর করিলেন?

উঃ। কহিলেন, যে আরে অপ্রত্যয়ি লোকেরা, আমি কত কাল তোমাদের সঙ্গে থাকিব? কত কাল বা তোমাদের প্রতি সহিষ্ণুতা করিব? তাহাকে আমার নিকটে আন।

প্রঃ। ইনি কাহাদের প্রতি এ কথা কহিলেন?

উঃ। সকলের প্রতিই করিলেন, যে হেতুক অধ্যাপকদের নিকটেও তিনি অসংখ্য অলৌকিক ক্রিয়া করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহাতে তাহাদের বিশ্বাসের লেশও ছিল না, এবং তাঁহার শিষ্যদের বিশ্বাসের ক্ষীণতা প্রযুক্ত তাহারাও সেই ভূত ছাড়াইতে পারিল না; এবং তাহাদের ন্যায় ঐ শিশুর পিতাও অল্পবিশ্বাসী ছিল।

প্রঃ। ইহাতে কি অনুভব হয়?

উঃ। দুইটা অনুভব হয়।

প্রথম এই, যে প্রত্যয় হইয়াছে সকল ধর্ম্ম কর্ম্মের মূল।

দ্বিতীয়, খ্রীষ্ট যদি অতিশয় সহিষ্ণু না হইতেন, তবে অপ্রত্যয় প্রযুক্ত লোকদের সর্ব্বনাশ অবশ্য ঘটিত।

প্রঃ। ভাল, সেই বালককে খ্রীষ্টের নিকটে আনিবামাত্র ভূত তাহাকে কি করিল?

উঃ। তাহাকে মুচড়াইয়া ফেলিল, এবং সে ভূমিতে পড়িয়া মুখে ফেণা ভাঙ্গিয়া ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল।

প্রঃ। ভূত তাহার প্রতি এমনি করিল কেন?

উঃ। হিংসা প্রযুক্ত এমন করিল, যে হেতুক সে জানিতে পারিল, যে আমাকে ছাড়াইবার সময় উপস্থিত হইল; অতএব ইহাতে এই বোধ হয়, যে শয়তান যদি লোকদের প্রতি বিরাজমান থাকিতে না পারে, তবে সে হিংসা প্রযুক্ত আপন সাধ্যানুসারে তাহাদিগকে যন্ত্রণা দিবে।

প্রঃ। সেই শিশুর ভূত ছাড়াইতে যে তাহার পিতার প্রত্যয়ের আবশ্যকতা ছিল, ইহা কি খ্রীষ্ট তাহাকে কোন ক্রমে জানাইয়া দিলেন?

উঃ। হাঁ, ঐ ব্যক্তি খ্রীষ্টকে কহিল, যে আপনি যদি কিছু করিতে পারেন তবে করুন; উনি ঐ কথাদ্বারা তাহার প্রত্যয়ের ক্ষীণতা বুঝিয়া তাহাকে কহিলেন, যে তুমি যদি প্রত্যয় করিতে পার, তবে সকলি হইতে পারে।

প্রঃ। ভাল, খ্রীষ্টের এ কথা শুনিয়া সে কি উত্তর দিল?

উঃ। উচ্চৈঃস্বরে কান্দিতেং কহিল, যে হে প্রভো, আমি প্রত্যয় করি, আমার ক্ষীণ প্রত্যয়েতে আপনি সাহায্য করুন।

প্রঃ। ইহাতে কি শিক্ষা পাই?

উ°। এই শিক্ষা পাই, যে নানা উত্তম বস্তু পাইবার বাধক হইয়াছে আমাদের ক্ষীণ প্রত্যয়, অতএব যাহারং প্রত্যয়ের ক্ষীণতা আছে তদ্বিষয়ে সাহায্য করিবার নিমিত্তে খ্রীষ্টের নিকটে প্রার্থনা করা তাহাদের কর্ত্তব্য।

প্র°। ঐ ব্যক্তির সেই কথা শুনিয়া খ্রীষ্ট কি করিলেন ?

উ°। তিনি লোকারণ্যকে ধাইয়া আসিতে দেখিয়া সে অপবিত্র ভূতকে ধমকাইয়া কহিলেন, যে ওরে গোঙ্গা ও বধির ভূত, ইহাহইতে ছাড়িয়া যা, ইহার অন্তরে আর কখন প্রবেশ করিস্ না, ইহা আমি তোকে ভার দিলাম।

প্র°। ইহাতে কি বোধ হয় ?

উ°। খ্রীষ্ট ভূতকে বালকের অন্তরে পুনর্ব্বার প্রবেশ করিতে বারণ করাতে এই বোধ হয়, যে তিনি যাহাদেরহইতে পাপ রূপ ভূত বহির্গত করেন তাহাদের অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া আর বিরাজমান হইতে দিবেন না।

প্র°। ভাল, খ্রীষ্টের সে কথা শুনিয়া ভূত কি বাহিরে গেল ?

উ°। হাঁ, চিৎকার করিয়া ও শিশুকে বিষম রূপে মুচড়াইয়া তাহাহইতে নির্গত হইল।

প্র°। ছাড়িবার সময়ে এইং প্রকার করাতে কি বোধ হয় ?

উ°। এই বোধ হয়, যে শয়তানের এমত ইচ্ছা যে লোক সকলকে সর্ব্বদা আপন বশে রাখে। ফল, সে স্বেচ্ছা পূর্ব্বক কখন লোককে ছাড়িয়া যাইবে না, কিন্তু খ্রীষ্ট আজ্ঞা করিলে অনায়াসে তাহাকে ছাড়াইতে পারেন।

প্র°। ভাল, ঘরে গিয়া শিষ্যেরা ঐ বিষয়ের কথা খ্রীষ্টকে কি জিজ্ঞাসিল ?

উ°। উহারা যে ভূত ছাড়াইতে কেন পারিল না, ইহার বৃত্তান্ত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল।

প্র°। তাহাতে তিনি কি উত্তর দিলেন?

উ°। এই উত্তর দিলেন, যে প্রার্থনা ও উপবাস ব্যতিরেকে এই প্রকারে আর কিসেতেও ছাড়ান যায় না।

প্র°। ইহাতে কি শিক্ষা পাই?

উ°। এই শিক্ষা পাই, যে কোন উত্তম কর্ম্ম করিতে গেলে যদি না করিয়া উঠিতে পারে, তবে সেই অপারকতার কারণ কি ইহা আমাদের বিবেচনা করা কর্ত্তব্য, যে হেতুক সেই অপারকতার কারণে অবশ্য আমাদের কোন দোষ থাকিবে; যেমন বিশ্বাসের ক্ষীণতা প্রযুক্ত শিষ্যেরা ঐ ভূত ছাড়াইতে পারিল না, এবং বিশ্বাস-জনক এমত যে প্রার্থনা ও উপবাস তাহা না করাতে সেই তাহাদের বিশ্বাসের ক্ষীণতার কারণ হইল।

প্র°। শিষ্যেরা ঐ ভূতকে ছাড়াইতে না পারিলেও খ্রীষ্ট আসিয়া যে তৎক্ষণাৎ তাহাকে ছাড়াইয়া দিলেন, ইহাতে কি বোধ হয়?

উ°। এই বোধ হয়, যে সকল সৎকর্ম্ম করণের চেষ্টা সফল হইবার জন্যে খ্রীষ্টের শক্তি ও অনুগ্রহ প্রকাশ হওনের অপেক্ষা করে, কি না তাঁহার শিষ্যেরা যাহা করিতে না পারে, তাহা তিনি অনায়াসে করিতে পারেন; অতএব তিনি তাহাদের সহকারী না হইলে তাহাদের সৎ কর্ম্ম করণের কোন চেষ্টা সিদ্ধ হইতে পারে না। দেখ দেখি, তাঁহার ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্যে তিনি আপনার অনেক প্রেরিতকে এ দেশে পাঠাইয়া দিয়াছেন, কিন্তু তাহাদের তদ্ধর্ম্ম সংস্থাপনের চেষ্টার নিজ শক্তিদ্বারা সফলতা না হইলেও অথচ তিনি আপন শক্তি প্রকাশ করিলে অনায়াসে তাহা সিদ্ধ করিয়া স্বধর্ম্ম সংস্থাপন করিতে পারেন। ফল, তিনি

তাহাদিগকে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন তদ্দ্বারা নিশ্চয় জানা যায়, যে কালানুক্রমে তিনি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া তাহাদের সেই চেষ্টাই আপন শক্তির যোগ সহকারে সফল করিবেন, অর্থাৎ এতদ্দেশীয় লোকের সকল দেব পূজাদি ধর্ম্ম ঘুচাইয়া তাহাদিগকে আপনার ধর্ম্মের মধ্যে আনিবেন।

নবম অধ্যায়ের ৩০ পদ অবধি ৫০ পদ পর্য্যন্ত।

পরে তাহারা সেই স্থানহইতে প্রস্থান করিয়া গালিলি দেশে পার হইল, এবং কেহ তাহা জানিতে পায়, তাঁহার এমন ইচ্ছা ছিল না। কেননা তিনি আপন শিষ্যদিগকে অবগত করাইয়া তাহাদিগকে কহিলেন, যে মনুষ্যের পুত্র মনুষ্যদেরহাতে সমর্পিত হইবেন, এবং তাহারা তাঁহাকে বধ করিবে, এবং বধের পরে তৃতীয় দিবসে উত্থান করিবেন। কিন্তু সে কথা তাহারা বুঝিল না, এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে ভয় করিল। অনন্তর তিনি কফরনহমে আইলেন, এবং ঘরে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যে তোমরা পথের মধ্যে অন্যান্যেতে কি বিষয়ের বাদানুবাদ করিতেছিলা? কিন্তু তাহারা চুপ করিয়া থাকিল, কেননা

তাহাদের মধ্যে কে প্রধান ইহাই তাহারা পথের মধ্যে পরস্পর বাদানুবাদ করিয়াছিল। পরে তিনি বসিলেন, এবং দ্বাদশ জনকে ডাকিয়া কহিলেন, যদি কেহ প্রধান হইতে ইচ্ছা করে, তবে সে সকলের শেষও সকলের সেবক হউক। এবং তিনি এক বালককে লইয়া তাহাদের মধ্যস্থানে বসাইয়া দিলেন, ও তাহাকে আপনার কোলে লইয়া তাহাদিগকে কহিলেন, যে কেহ এই মত এক জন বালককে আমার নামেতে অতিথি করে, সে আমাকেই অতিথি করে; ও যে কেহ আমাকে অতিথি করে, সে আমার প্রতি আতিথ্য না করিয়া আমার প্রেরণকর্ত্তাকেই অতিথি করে। তখন য়োহন তাঁহাকে উত্তর করিয়া কহিল, যে হে গুরো, আমরা এক জনকে দেখিলাম যে আমাদের পশ্চাদ্বর্ত্তী না হইয়া তোমার নামেতে ভূত সকল বাহির করিয়া দিতেছিল; অতএব সে আমাদের পশ্চাদ্বর্ত্তী না হওয়াতে আমরা তাহাকে নিষেধ করিলাম। কিন্তু য়িশু কহিলেন, তাহাকে নিষেধ করিও না, কেননা যে জন আমার নামেতে আশ্চর্য্য কর্ম্ম করে, এমন কোন জন হঠাৎ আমাকে মন্দ বলিতে পারিবে না, কেননা যে কেহ আমাদের

বিপক্ষ নহে সে আমাদের স্বপক্ষ আছে। কেননাযে কেহ আমার নামেতে তোমাদিগকে খ্রীষ্টের অনুগত ভাবে ওএক বাটী শীতল জল পান করিতে দেয়, সত্য আমি তোমাদিগকে কহি, সে আপন ফল অপ্রাপ্ত হইবে না। কিন্তু আমাতে বিশ্বাসি এই ক্ষুদ্র প্রাণিদের মধ্যে এক জনেরও যে কেহ বাধা জন্মায়, তবে তাহার গলাতে জাঁতা বান্ধিয়া তাহাকে সমুদ্রের মধ্যে ফেলিয়া দেওয়া বরঞ্চ তাহার ভাগ্যে ভাল। এবং যদি তোমার দক্ষিণ হাত তোমার বাধা জন্মায়, তবে তাহাকে ছেদন করিয়া ফেল; তোমার ভাগ্যে দুই হাত ধরিয়া নরকে অনির্ব্বাণানলে প্রবেশ করা হইতে নুলা হইয়াও জীবনে প্রবেশ করা ভাল। সেই খানে তাহাদের কীট মরে না, ও তাহাদের অগ্নি নিবিয়া যায় না। আর যদি তোমার পা তোমার বাধা জন্মায়, তবে তাহা ছেদন করিয়া ফেল, তোমার ভাগ্যে দুই পা ধরিয়া নরকে অনির্ব্বাণানলে ফেলা যাওনহইতে খোঁড়া হইয়াও জীবনে প্রবেশ করা ভাল। সেই খানে তাহাদের কীট মরে না, ও তাহাদের অগ্নি নিবিয়া যায় না। এবং যদি তোমার চক্ষু তোমার বাধা জন্মায়, তবে তাহা উৎপাটন করিয়া

ফেল; তোমার ভাগ্যে দুই চক্ষুতে নরকানলে ফেলা যাওনহইতে এক চক্ষুতে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করা ভাল। সেইখানে তাহাদের কীট মরে না, ও তাহাদের অগ্নি নিবিয়া যায় না। কেননা অগ্নিতে প্রত্যেক জন লবণাক্ত করা যাইবে, এবং লবণেতে প্রতিবলি আস্বাদযুক্ত হইবে। লবণ তো ভাল; কিন্তু যদি লবণহইতে তাহার স্বাদ হীন হয়, তবে তাহা কিসেতে আস্বাদিত করিবা? তোমরা লবণ-যুক্ত হও, এবং অন্যান্যেতে ঐক্য রাখ।

প্রশ্ন। খ্রীষ্ট সে স্থানহইতে প্রস্থান করিয়া কোথায় গেলেন?

উত্তর। তিনি পার হইয়া গালিলি দেশে গেলেন, কিন্তু তদ্দেশস্থ লোকেরা যেন তাঁহার আগমনের বৃত্তান্ত শুনিতে না পায়, তাঁহার এমত ইচ্ছা ছিল।

প্র। তাঁহার এমত ইচ্ছা কেন হইল?

উ। তাঁহার কৃত যে সকল কর্ম্ম তাহার কারণ আমরা স্থির জানিতে পারি না, এ স্থলেও তদ্রূপ জানিবা; কিন্তু মনেং এই অনুভব হয়, যে তাহার অপ্রকাশে থাকিবার ইচ্ছাতে এই দুইটা কারণ হইতে পারে। প্রথম এই, যে অগ্রে ঐ দেশস্থ লোকদিগকে ঔচিত্য মতে শিক্ষা দিলেও তাহারা তদনুসারে শিক্ষিত না হওয়াতে তিনি তাহাদিগকে পুনঃ শিক্ষা দেওন অবিহিত জানিলেন।

দ্বিতীয়, তৎকালীন তাহার মৃত্যু নিকটবর্ত্তী ছিল, অতএব সেই সময়ে নিজ শিষ্যদিগকে শিক্ষা দেওন

প্রভৃতি বিশেষ কর্ম্ম করিতে তাঁহার ইচ্ছা ছিল, এই হেতুক প্রকাশিত হইয়া অন্য লোকদিগকে শিক্ষা দিতে তাঁহার বড় একটা অবকাশ ছিল না।

প্রঃ। ভাল, তিনি আপন মৃত্যু বিষয়ে শিষ্যদিগকে কি কহিলেন?

উঃ। তাহাদিগকে কহিলেন, যে মনুষ্যের পুত্র মনুষ্যদের হস্তে সমর্পিত হইবেন, এবং তাহারা তাঁহাকে বধ করিবে, এবং তৃতীয় দিবসের পর তিনি উত্থান করিবেন; কিন্তু উহারা তাঁহার সেই কথার ভাব বুঝিতে না পারিলেও তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে ভয় করিল।

প্রঃ। জিজ্ঞাসা করিতে তাহাদের ভয় হইল কেন?

উঃ। কারণ এই, যে তাহাদের অজ্ঞানতা প্রযুক্ত তিনি ধমকাইবেন, ইহা ভাবিয়া তাহারা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে ভয় করিল; যে হেতুক তাঁহার মৃত্যাদি বিষয় তিনি তাহাদিগকে অনেক বার বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, তথাপি তাহাদের দুর্মেধতা প্রযুক্ত বুঝিয়া স্মরণে রাখিতে পারিল না।

প্রঃ। ইহাতে কি বোধ হয়?

উঃ। দুইটী বোধ হয়।

প্রথম এই, যে পারমার্থিক বিষয়ে মনুষ্যের বুদ্ধি বড় মোটা; টাকা কড়ীর হিসাব কিতাব ইত্যাদি সাংসারিক বিষয় যেমন অনায়াসে বুঝিতে পারে, পারমার্থিক বিষয় মাতায় বাড়ী দিয়া বুঝাইলেও তেমত বুঝিতে পারে না।

দ্বিতীয়, পারমার্থিক বিষয়ের কোন কথা শুনিয়া বুঝিতে না পারিলে জিজ্ঞাসা করিলে পাছে আমাদের মূর্খতা প্রকাশ হয়, এমত ভয় না করিয়া বরং

নিগূঢ়ার্থ জিজ্ঞাসা করা আমাদের কর্ত্তব্য, যে হেতুক তাহার সার না বুঝিলে সে কথা ফলদায়িকা কোন প্রকারে হইতে পারিবে না।

প্রঃ। কফরনহমে গিয়া তিনি তাহাদিগকে কি জিজ্ঞাসিলেন?

উঃ। এই জিজ্ঞাসা করিলেন, যে পথের মধ্যে তোমাদের কি বিবাদ হইয়াছিল? যে হেতুক তাহারা আপনাদের মধ্যে কে বড় হইবে এতদ্বিষয়ে বাদানুবাদ করিয়াছিল।

প্রঃ। তাহারা এ কথার কি উত্তর দিল?

উঃ। লজ্জিত হইয়া এ বিষয়ে কিছুই প্রত্যুত্তর না দিয়া চুপ করিয়া রহিল।

প্রঃ। ইহাতে কি শিক্ষা পাই?

উঃ। দুইটী শিক্ষা পাই।

প্রথম এই, যে খ্রীষ্ট অন্তর্যামী, যে হেতুক এই বিষয়ের কোন কথা তাহারা তাঁহাকে না বলিলেও তিনি সকলি জানিতে পারিলেন।

দ্বিতীয়, খ্রীষ্টের শিষ্যদের কোন বিষয়ে বাদানুবাদ করা উচিত নয়, কিন্তু উহারা যদি তাহা করে, তবে উনি তদ্বিষয়ে তাহাদিগকে ধমক করিবেন। ফল, প্রধান হইতে প্রায় সকলেই ইচ্ছা করে, বিশেষতঃ যাহারা অজ্ঞানাগ্রগণ্য তাহারা তচ্চেষ্টাতে সর্ব্বদা থাকে। দেখ, খ্রীষ্টের কথা বুঝিতে তাঁহার শিষ্যেরা কত মূর্খতা প্রকাশ করিয়াছিল, এবং তদর্থ বুঝিতে তাহাদের বড় একটা উদ্যোগ ও ইচ্ছা ছিল না, তাহা থাকিলে তাহাদের জিজ্ঞাসিবার ভয় হইত না।

তাঁহার কথা বুঝিতে না পারিলেও অথচ তাহার রাজ্যে প্রধান হইবার নিমিত্তে সকলের চেষ্টা ছিল।

প্রঃ। তাহাদের প্রধান হইবার বাদানুবাদ বিষয়ে খ্রীষ্ট কি তাহাদিগকে ধমকাইলেন ?

উঃ। হাঁ, তিনি সকলকে ডাকিয়া ধমকাইয়া এই কহিলেন, যে যদি কেহ প্রধান হইতে ইচ্ছা করে, তবে সে সকলের শেষ ও সকলের সেবক হউক।

প্রঃ। এ কথার ভাব কি ?

উঃ। ভাব এই,যে তাহাদের প্রধান হইতে ইচ্ছার কারণ যে অহঙ্কার সেটা অতি মন্দ, এ প্রযুক্ত সেই অহঙ্কারের দমন না হইলে তাহাদের মধ্যে কেহ প্রধান না হইয়া বরং তাঁহার বিচারেতে তাহারা সকলহইতে লঘুতর রূপে গণিত হইবে। ফল, তিনি যাহাকে প্রধান জ্ঞান করিবেন সেই প্রধান হইবে, কিন্তু তিনি অহঙ্কারিদিগকে এমত জ্ঞান না করিয়া বরং নম্র স্বভাব লোকদের প্রতি সুদৃষ্টি করিয়া এতদ্রূপ জ্ঞান করিবেন ; অতএব কেহ যদি আপনাকে সকলের শেষ বুঝিয়া সকলের সেবক হইতে নম্রমনা হয়, তবে সেই ব্যক্তিকে খ্রীষ্ট প্রধান জ্ঞান করিবেন। দেখ, নম্রমনা কেমনে হওয়া কর্ত্তব্য, ইহা শিষ্যদিগকে বুঝাইবার জন্যে ইনি এক জন ক্ষুদ্র বালককে আহ্বান করত তাহাদের মধ্যে রাখিয়া তৎপ্রতি দৃষ্টি করাইয়া কহিলেন, যে কেহ এই মত এক জন বালককে আমার নামেতে অতিথি করে, সে আমাকেই অতিথি করে; ও যে কেহ আমাকে অতিথি করে, সে

আমার প্রতি আতিথ্য না করিয়া আমার প্রেরণ-কর্ত্তাকেই অতিথি করে।

প্রঃ। ভাল, ঐ বালকের দৃষ্টান্তদ্বারা যে তাহাদিগকে উপদেশ দিলেন, ইহার ভাব কি?

উঃ। ইহার ভাব এই, যে ক্ষুদ্র বালক কখন আপনাকে বড় করিয়া জানায় না। অতএব যে কেহ তদনুরূপ নম্রমনা হইয়া আপনাকে ক্ষুদ্র জ্ঞান করে, খ্রীষ্ট তাহাকে সকলহইতে প্রধান জ্ঞান করিবেন; আর কেহ যদি এমত নম্র স্বভাব হইয়া তাঁহার কোন শিষ্যকে অতিথি করে, তবে তিনি সেই অতিথি করণকে আপনার প্রতি আতিথ্য বোধ করিবেন। ফল, ক্ষুদ্র বালক স্বরূপ কি না অতি সামান্য, তাহার কোন এক জন শিষ্যকে খ্রীষ্টাশ্রিত জানিয়া তদ্ভাবে কেহ অতিথি করিলে খ্রীষ্ট সেই কর্ম্ম আপনার প্রতি কৃত স্বরূপ জানিবেন।

প্রঃ। ইহাতে কি শিক্ষা পাই?

উঃ। এই শিক্ষা পাই, যে আমরা যেন অহঙ্কারের বশীভূত না হই, বরং পরম রিপু জ্ঞানে তৎপ্রতি আমাদের সাবধানে থাকা কর্ত্তব্য; যে হেতুক মনুষ্যের মন সর্ব্বদা অহঙ্কারের প্রতি ধাবমান হয়, কিন্তু যে কোন বিষয়ে হউক না কেন, যে লোক তাহার বশীভূত থাকে, সে মনুষ্যের তুচ্ছ ও ঈশ্বরের ত্যাজ্য পাত্র হয়।

প্রঃ। ভাল, শিষ্যেরা তাঁহার তৎকথা শুনিয়া কি কহিল?

উঃ। খ্রীষ্টের নামেতে যে ভূত ছাড়াইতেছিল এমন এক ব্যক্তির সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ হইল, কিন্তু সে তাহাদের পশ্চাৎ গমন না করাতে তাহারা যে

তাহাকে তৎকর্ম্ম করিতে বারণ করিয়াছিল, এই বিষয় খ্রীষ্টকে জ্ঞাত করিল।

প্রঃ। ভাল, তিনি তাহাদের সেই কথা শুনিয়া কি উত্তর করিলেন?

উঃ। এই কহিলেন, যে তাহাকে নিষেধ করিও না, কেননা যে জন আমার নামেতে আশ্চর্য্য কর্ম্ম করে, এমত কোন লোক হঠাৎ আমাকে মন্দ বলিতে পারিবে না; কেননা যে কেহ আমার বিপক্ষ নহে সে আমার স্বপক্ষ আছে।

প্রঃ। ইহাতে কি শিক্ষা পাই?

উঃ। এই শিক্ষা পাই, যে অনেকে আপনং মতেতে বিজাতীয় অনুরাগী আছে: অতএব কেহ ভাল কর্ম্ম করিলেও যদি সে কর্ম্ম তাহাদের মতানুসারে না হয়, তবে তাহারা বারণ করে; কিন্তু আসলথানা ভাল হইলে মতামত কিছুই নয়। ফল, ভাল মন্দ বিবেচনা না করিয়া কেবল মতের প্রতি অনুরাগী হওয়াতে মনুষ্যের নানা দোষ জন্মাইতে পারে। তাহার সাক্ষাৎ প্রমাণ দেখ; ঐ ব্যক্তি ভাল কর্ম্ম করিতেছিল, তথাপি তাহাদের মতানুসারে না হওয়াতে তাহাকে বারণ করিল; কিন্তু সে কর্ম্ম করা প্রযুক্ত খ্রীষ্ট তাহাদিগকে প্রশংসা না করিয়া বরং সেটা তাহাদের দোষের বিষয় বলিয়া পুনর্ব্বার তদনুরূপ কর্ম্ম করিতে নিষেধ করিলেন।

প্রঃ। ভাল, এই কথা কোন লোকের উপর খাটে?

উঃ। এতদ্দেশস্থ লোকদের উপর খাটে, যে হেতুক ইহারা আপনং পিতৃপিতামহদের মতেতেই অত্যন্ত অনুরাগী; কেহ যদি তাহাদিগকে অন্য কোন ধর্ম্মের

কথা শুনায়, সেটা সত্য কি মিথ্যা ইহা কিছুই বিবেচনা না করিয়া স্বমত বিরুদ্ধ বলিয়া তৎক্ষণাৎ সে ধর্ম্মকে অগ্রাহ্য করে। দেখ দেখি, খ্রীষ্টের শিষ্যেরা যে ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল, সে সত্য ও উত্তম হইলে অথচ তাহারা তদ্ধর্ম্মানুযায়ি মতান্তরকে মন্দ জ্ঞান করিয়া স্বমতে কিছু অধিক অনুরাগ থাকা তৎ প্রযুক্ত তাহারা তাঁহার ধর্মকে পড়িল; তবে মিথ্যা ও আসলে কু এমত যে ধর্ম্ম, তাহার প্রতি অনুরাগী হইয়া যাহারা সত্যকে গ্রাহ্য করে না, তাহারা এঁহার ধর্মকে না পড়িয়া বরং সর্ব্বনাশে পড়িবে।

প্রঃ। ভাল, তিনি তদ্বিষয়ে তাহাদিগকে আর কোন কথা কহিলেন কি না?

উঃ। হাঁ, কহিলেন, যে কেহ আমার নামেতে তোমাদিগকে খ্রীষ্টের অনুগতভাবে এক বাটি শীতল জল পান করিতে দেয়, সত্য আমি তোমাদিগকে কহি, সে আপন ফল অপ্রাপ্ত হইবে না।

প্রঃ। এ কথার ভাব কি?

উঃ। ভাব এই, যে কেহ যদি খ্রীষ্টের আশ্রিত কোন এক লোককে এক বাটি শীতল জল পান করিতে দেয়, কি না খ্রীষ্টানুগতভাবে কেহ যদি যে কোন লোকের অত্যল্প উপকারও করে, সে উপকারক আপনার ফল অপ্রাপ্ত হইবে না।

প্রঃ। ইহাতে কি বোধ হয়?

উঃ। এই বোধ হয়, যে শিষ্যেরা ঐ ব্যক্তিকে ভূত ছাড়াইতে নিষেধ করিল, সে কর্ম্ম ভাল করিল না। ফল, তাহাকে বিপক্ষ জ্ঞান না করিয়া বরং তাহাদের স্বপক্ষ জ্ঞান করা উচিত ছিল, যে হেতুক তাহাদের প্রভু যে

খ্রীষ্ট তাহার নামেতেই সে ঐ কর্ম্ম করিতেছিল; অতএব তাহার বিরুদ্ধাচারী না হইয়া বরং খ্রীষ্টানুগত জানিয়া তাহার উপকার করা তাহাদের কর্ত্তব্য ছিল।

প্রঃ। সেই লোককে এমত বিষয়ে নিষেধ করা অকর্ত্তব্য, ইহা বুঝাইবার জন্যে খ্রীষ্ট তাহাদিগকে আর কোন কথা কহিলেন কি না?

উঃ। হাঁ, কহিলেন, যে আমাতে বিশ্বাসী এই ক্ষুদ্র প্রাণিদের মধ্যে এক জনেরও যে কেহ বাধা জন্মায়, তবে তাহার গলাতে জাঁতা বান্ধিয়া তাহাকে সমুদ্রের মধ্যে ফেলিয়া দেওয়া বরঞ্চ তাহার ভাগ্যে ভাল।

প্রঃ। এই কথার ভাব কি?

উঃ। ভাব এই, যে সৎকর্ম্মেতে প্রবৃত্ত ও সরল লোক অনেকে আছে, কিন্তু প্রকৃতরূপে শিক্ষিত না হওয়াতে তাহাদের কোন কর্ম্মের বিষয়ে ত্রুটি হয়; অতএব তন্নিমিত্তে কেহ যদি তাহাদিগকে তাড়না করে, তবে ঈশ্বর সেই তাড়কদের অতিশয় পাপ জানিয়া তদুপযুক্ত প্রতিফল দিবেন। আর সেই প্রতিফল কত বড় হইবে, না তাহা দেওনহইতে বরং তাহার গলাতে জাঁতা বাঁন্ধিয়া সমুদ্রের মধ্যে ফেলিয়া দেওয়া তাহার ভাগ্যে ভাল। ফলতঃ, বোধ হয় যে ভূত ছাড়াইতেছিল যে ঐ ব্যক্তি সে আসলে এক জন বিশ্বাসি লোক ছিল, কিন্তু জ্ঞান বিষয়ে কিম্বা অন্য কোন বিষয়ে তাহার কিঞ্চিৎ ত্রুটি থাকাতে সে ঐ প্রকারের এক জন ক্ষুদ্র প্রাণির স্বরূপ; অতএব তাহার ঐ অল্প ত্রুটি প্রযুক্ত শিষ্যেরা নিষেধদ্বারা তাহার যে বাধা জন্মাইয়াছিল সে বাধা তাহাদের পাপের বিষয়

হইল, খ্রীষ্ট ইহাই তাহাদিগকে বুঝাইবার জন্যে এ কথা কহিলেন।

প্র°। এই কথাতে কি শিক্ষা পাই?

উ°। দুইটি শিক্ষা পাই।

প্রথম এই, যে আমরা যে কিং কর্ম্ম করি, এতদ্বিষয়ে সাবধান থাকা আমাদের কর্ত্তব্য; বিশেষতঃ নিষেধদ্বারা কিম্বা অন্য কোন প্রকারেতে আমরা যেন ধর্ম্মপথাবলম্বিদের ঠেষের বিষয় না হই; কিম্বা কোন মন্দ কর্ম্ম দেখাইয়া পাপের প্রতি তাহাদের প্রবৃত্তিজনক না হই, এতদ্বিষয়ে সাবধান থাকা আমাদের উচিত।

দ্বিতীয়, কুকর্ম্মদ্বারা যাহারা আপনাদিগকে নারকী করে, তাহাদের বড় দুর্ভাগ্য, যে হেতুক সে স্থানে যাওয়াহইতে বরং গলায় জাঁতা বাঁন্ধিয়া সমুদ্রের মধ্যে ফেলিয়া দেওয়া তাহাদের ভাগ্যে ভাল।

প্র°। ভাল, নরকের মূলীভূত যে পাপ, তদ্বিষয়ে সাবধানে থাকা কর্ত্তব্য, ইহা লোকদিগকে বুঝাইবার জন্যে খ্রীষ্ট আর কোন কথা কহিলেন কি না?

উ°। হাঁ, দৃষ্টান্তদ্বারা তাহাদিগকে এই কথা কহিলেন, যে তোমাদের হস্তপাদাদির মধ্যে কোন অঙ্গ যদি বাধা জন্মায়, তবে তাহাকে ছেদন করিয়া ফেল, কেননা সর্ব্বাঙ্গ শুদ্ধা অনির্ব্বাণানল নরকে ফেলা যাওয়াহইতে বরং অঙ্গহীন হইয়া জীবনে প্রবেশ করা তোমাদের ভাগ্যে ভাল, যে হেতুক নরকস্থ লোক যাহারা তাহাদের কীট মরে না, ও আগুণ নিবিয়া যায় না।

প্র°। ভাল, নরকস্থ লোকদের কীট মরে না, এই কথার ভাব কি?

উ°। ভাব এই, যে নারকি লোকদের যে দুঃখ ঘটে, সেই দুঃখ তাহাদের অন্তরে গিয়া পোকার মত কারী করিয়া বইসে; আরও নারকিরা যে কলহ কচ্‌কচীতে পরস্পর দগ্ধ হইতে থাকে, সেই কলহ কচ্‌কচী হইয়াছে অনির্ব্বাণানলস্বরূপ, অর্থাৎ সেই দগ্ধকারক কলহ কচ্‌কচী এক তিলার্দ্ধ কালও নিবৃত্ত হইবে না। ফল, দুষ্ট লোকদিগকে নরক ভোগ করাইতে ঈশ্বরের যে জ্বলন্ত কোপ, সেই হইয়াছে সর্ব্বনাশকও দাহজনক অগ্নির মত। শাস্ত্রেতে ঐ নরককে এমত বর্ণনা করিয়াছেন, যে সেই নরক সগন্ধক জ্বলন্ত অগ্নিহ্রদের মত। এবং তাহাতে যাহারা পড়িবে তাহারা ঈশ্বরের ক্রোধরূপ মদ্যপান করিবে; সেই রাগ তাহাদের প্রতি অনবরত ঢালা যাইবে, অর্থাৎ আর নিবৃত্ত হইবে না। তাহারা ধর্ম্মদূতদের সাক্ষাতে সগন্ধক অগ্নিতে যথোচিত যাতনাভোগ করিবে, ও তাহাদের যাতনারধূম নিত্যং উঠিবে; কি না সেই অনির্ব্বাণানলে দগ্ধ হইয়া তাহারা সর্ব্বদাই চিৎকারধ্বনি করিবে; ফল, নরকস্থ লোকদের দুঃখের সীমা পরিসীমা নাই। অতএব লোক সকল যেন এই কথা মনে স্থান দিয়া তদ্বিষয়ে উপযুক্ত বিবেচনা করে, এই হেতুক খ্রীষ্ট তিন বার কহিলেন, যে সেখানে, কি না নরকেতে, তাহাদের কীট মরে না, ও তাহাদের আগুণ নিবিয়া যায় না।

প্র°। তোমার হস্ত পাদাদি যদি বাধা জন্মায়, তবে নরকে অনির্ব্বাণানলে তোমার প্রবেশ যেন না হয়, এই

হেতুক তাহা কাটিয়া ফেলা ভাল; এই কথা যে খ্রীষ্ট কহিলেন ইহার ভাব কি?

উ°। ভাব এই, যে সর্ব্বশরীর রক্ষার নিমিত্তে একাঙ্গ কাটিয়া ফেলা ভাল, কি না হস্ত পাদাদির মধ্যে মরণের সম্ভাবনাজনক একটা অঙ্গ ক্ষত হইলে সে অঙ্গ ছেদন করিতে অতিশয় ক্লেশ হইলেও অথচ শরীর রক্ষার্থে তাহাকে কাটা উচিত; এই দৃষ্টান্ত স্থলে অঙ্গ পদে অতি প্রিয় কোন পাপ কিম্বা পাপজনক বস্তু বুঝায়। ফল, সেই পাপ কিম্বা পাপজনক-বস্তু ত্যাগ করিতে গেলে অঙ্গচ্ছেদন স্বরূপ ক্লেশ বোধ হইলেও তাহা ত্যাগ করা উচিত; যে হেতুক তাহা না করিলে নিশ্চয় নরকে যাইতে হইবে। এই দৃষ্টান্তের এই একটা স্থূল দেখ, এতদ্দেশস্থ কোন গুরু পুরোহিতাদি যদ্যপি এমত স্থির জানিতে পারে, যে খ্রীষ্টের ধর্ম্ম নিতান্তই সত্য, তবে অবশ্য তাহা গ্রহণ করা উচিত। ফল, গ্রহণ করিলে ক্ষতি হইবে, যে শিষ্য যজমানাদি-দ্বারা, শীতড়ি পার্ব্বণী ইত্যাদির লাভ, সে ক্ষতি অঙ্গ-চ্ছেদন ক্লেশের স্বরূপ বোধ হইলেও অথচ তদ্বিষয়ে বাধিত না হইয়া বরং তৎক্ষণাৎ সে ধর্ম্ম তাহার গ্রাহ্য করা কর্ত্তব্য; যে হেতুক সে যদ্যপি গ্রহণ না করে, তবে শেষেতে নিশ্চয় নরকে গিয়া সর্ব্বনাশে পড়িবে।

প্র°। এই কথাতে কি বোধ হয়?

উ°। দুইটি বিষয় বোধ হয়।

প্রথম এই, যে তোমার হাত যদি তোমার বাধা জন্মায়, এই যে কথা খ্রীষ্ট কহিলেন, তাঁহার ঐ উক্ত কথা, যে তোমার সেই কথার পদার্থে এই বোধ হয়,

যে যে পাপ করে সে আপনিই করে, তাহাকে কেহ করায় না। ফল, এমত যদি না হইত, তবে ঈশ্বর নরক ভোগ করিতে তাহাকে পাঠাইতেন না।

দ্বিতীয়, ইহকালহইতে পরকাল হইয়াছে অতি ভারি বিষয়; অতএব পরকাল রাখিতে গেলে যদি আমরা ইহকালের সর্ব্বস্ব হারাই, তথাপি শেষে আমাদের অসংখ্যক লাভ হইবে।

প্রঃ। ভাল, খ্রীষ্ট ঐ প্রকার আর কোন কথা কহিলেন কি না?

উঃ। হাঁ কহিলেন, যে অগ্নিতে প্রত্যেক জন লবণাক্ত করা যাইবে, এবং লবণেতে প্রতি মনুষ্য স্বাদযুক্ত হইবে।

প্রঃ। এই কথার ভাব কি?

উঃ। ভাব এই, দেখ লবণের এমনি একটা গুণ আছে, যে তাহা যে দ্রব্যেতে দেওয়া যায় সে দ্রব্য না পচিয়া বরং প্রায় টাট্‌কাই থাকে; অতএব দৃষ্টান্তানুসারে এই বোধ হয়, যে নরকানল লবণযুক্ত অগ্নি স্বরূপ, অর্থাৎ কি না যেমন সামান্য অগ্নিতে কোন বস্তু ফেলিয়া দিলে সে তৎক্ষণাৎ পুড়িয়া ভস্ম হয়, তেমন নরকানল দ্বারা নরকস্থ লোকেরা ভস্ম না হইয়া বরং চিরকাল পর্য্যন্ত সেই অগ্নিতে স্থিত হইয়া থাকিবে; অতএব এই কথাদ্বারা নিশ্চয় জানা যায়, যে যাহারা ইন্দ্রিয় দমন করিয়া না রাখে, তাহারা ঈশ্বরের ন্যায় ধর্ম্মের উদ্দেশে বলিস্বরূপে উৎসর্গ করা যাইবে, কি না তাহারা তাঁহার বিচারানুসারে নিশ্চয় নারকিরূপে বিবেচিত হইয়া দণ্ডনীয় হইবে।

প্রঃ। ভাল, এই দৃষ্টান্ত তাঁহার শিষ্যদের প্রতি কোন প্রকারে খাটে কি না?

উ°। না, সেই দৃষ্টান্ত তাহাদের উপর খাটে না, কিন্তু পরে এই রূপ আর এক দৃষ্টান্ত তাহাদের প্রতি দিয়া কহিলেন, যথা" লবণ তো ভাল, কিন্তু যদি লবণহইতে তাহার স্বাদ হীন হয় তবে তাহা কিসেতে আস্বাদিত করিবা?"

প্র°। এ কথার ভাব কি?

উ°। ভাব এই, যে লবণের গুণ সদ্‌গুণ স্বরূপ বুঝায়, অতএব এই কথাতে তিনি শিষ্যদিগকে জানাইয়া দিলেন, যে লবণের মত তাহাদেরও সদ্‌গুণযুক্ত হইবার আবশ্যকতা আছে। ফল, লবণ স্বাদহীন হইলে যেমন কার্য্যোপযুক্ত হয় না, তেমনি খ্রীষ্টের শিষ্যেরা ঐ লবণ স্বরূপ সদ্‌গুণ রহিত হইলে তাহারা তাঁহার বিচারেতে সর্ব্ব প্রকারে অকর্ম্মণ্য হয়।

প্র°। এই কথাতে কি বোধ হয়?

উ°। খ্রীষ্ট যে কহিলেন, প্রত্যেক জন লবণযুক্ত করা যাইবে, এবং লবণেতে প্রতি মনুষ্য স্বাদযুক্ত হইবে, ইহাতে এই বোধ হয়, যে যতং লোক লবণ রূপ সদ্‌গুণেতে আস্বাদিত না হয়, তাহারা লবণাক্ত নরকাগ্নিতে প্রবিষ্ট হইবে; কি না এই দুয়ের মধ্যে কোন একটা অবশ্য হইতে চাহে, হয় লবণ রূপ সদ্‌গুণ বিশিষ্ট, না হয় লবণাক্ত নরকাগুণে প্রবিষ্ট। ফল, পৃথিবীর মধ্যে যতং লোক ঐ লবণ রূপ সদ্‌গুণ প্রাপ্ত না হয়, তাহারা সকলে খ্রীষ্টের ঐ উক্ত কথানুসারে নরকাগ্নিতে লবণাক্ত হইয়া তৎজ্বালাতে চিরকাল পর্য্যন্ত জ্বালাতন হইয়া থাকিবে।

প্র°। ভাল, লবণযুক্ত হও এবং পরস্পর সমভাব রাখ, এই যে কথা তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, ইহাতে কি বোধ হয়?

উ°। এই বোধ হয়, যে যাহারা এতাদৃশ গুণ প্রাপ্ত হয়, তাহারা অন্যান্যে ঐক্য রাখিয়া, কে প্রধান হইবে এতদ্বিষয়ে কদাচ বাদানুবাদ না করিয়া বর° কেটা উত্তম রূপে খ্রীষ্টের সেবা করিতে পারে এই চেষ্টা করিবে।

প্র°। এই সকল কথাতে কি শিক্ষা পাই?

উ°। দুইটী শিক্ষা পাই।

প্রথম এই, যে পৃথিবীতে দোষছাড়া কেহ নাই, যে হেতুক সর্ব্বদা খ্রীষ্টের নিকটে থাকে এমত যে তাঁহার শিষ্যেরা তাহারা তৎকর্ত্তৃক শিক্ষিত হইলেও নানা বিষয়ে দোষী ছিল; অতএব পাপের প্রতি সচেতন থাকিয়া অতি নম্রান্তঃকরণে ঈশ্বর যেন সকল পাপ-হইতে আমাদিগকে রক্ষা করেন, এই প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য।

দ্বিতীয়, ধর্ম্মাত্মাদত্ত সদ্‌গুণকে ঐ লবণ রূপ গুণ বুঝায়, অতএব সেই গুণ পাইবার সর্ব্ব প্রকারে আবশ্যকতা জানিয়া তৎপ্রাপণের নিমিত্তে ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে মন ফিরান পূর্ব্বক মঙ্গল সমাচারে প্রত্যয় করা আমাদের কর্ত্তব্য, যে হেতুক সে আজ্ঞা না মানিলে ধর্ম্মাত্মাও তদ্দত্ত লবণের স্বরূপ যে সদ্‌গুণ তাহা কোন প্রকারে প্রাপ্য হয় না।

দশমাধ্যায়ের ১ পদ অবধি ১৬ পদ পর্য্যন্ত।

অনন্তর তিনি সে স্থানহইতে উঠিয়া য়র্দনের অন্য পার য়িহুদা দেশের অঞ্চলে আইলেন, এবং

পুনশ্চ তাঁহার নিকট লোকের সমাগম হইল, এবং আপন ধারাতে তিনি তাহাদিগকে আরবার শিক্ষা-ইতে লাগিলেন। তাহাতে ফারিশীরা তাঁহার নিকটে আসিয়া পরীক্ষা ভাবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, যে পুরুষের আপন স্ত্রীকে পরিত্যাগ করা উচিত কি না? তখন তিনি তাহাদিগকে উত্তর করিয়া কহিলেন, যে মোশ তোমাদিগকে কি আজ্ঞা দিল? তাহারা কহিল, মোশ এক ত্যাগপত্র লিখিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিতে অনুমতি দিল। তখন য়িশু তাহাদিগকে প্রত্যুত্তর করিলেন, তোমাদের মনের কঠিনতা প্রযুক্ত সে সেই অনুমতি তোমা-দিগকে লিখিয়া দিল। কিন্তু সৃষ্টির আরম্ভহইতে ঈশ্বর তাহাদিগকে পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ করিয়া সৃষ্টি করিলেন। ইহার কারণ পুরুষ আপন মাতা পি-তাকে ছাড়িয়া স্বস্ত্রীতে সংযুক্ত থাকিবে, এবং সেই দুই জনে একাঙ্গ হইবে; অতএব সেই কালহইতে তাহারা আর দুই নহে, কিন্তু একাঙ্গ। এতদর্থে যাহা ঈশ্বর সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন, তাহা কোন মনুষ্য বিভিন্ন না করুক। অনন্তর ঘরেতে তাঁহার

শিষ্যেরা তাঁহাকে পুনর্ব্বার সেই বিষয়ের কথা জিজ্ঞাসা করিল, এবং তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, যে কেহ আপন স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যাকে বিবাহ করে, সে তাহার বিপরীতে পরদার করে; আর যদি কোন স্ত্রী আপন স্বামিকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যের সঙ্গে বিবাহিতা হয়, সেও ব্যভিচারিণী হয়। পরে তাহারা ছোট শিশুদিগকে তাঁহার নিকটে আনিল, যেন তিনি তাহাদিগকে স্পর্শ করেন; কিন্তু যাহারা তাহাদিগকে আনিয়াছিল, তাহাদিগকে শিষ্যেরা ধমকাইল। কিন্তু যিশু তাহা দেখিয়া অতি বিরক্ত হইলেন, ও তাহাদিগকে কহিলেন, যে ছোট শিশুদিগকে আমার নিকটে আসিতে দেও, ও তাহাদিগকে নিষেধ করিও না; কেননা এই মত লোকের ঈশ্বরের রাজ্য হয়। সত্য আমি তোমাদিগকে কহি, যে কেহ ছোট শিশুবৎ হইয়া ঈশ্বরের রাজ্য গ্রহণ না করে, সে তাহাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না। তখন তিনি তাহাদিগকে কোলে করিয়া তাহাদের উপর হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

প্রশ্ন। পূর্ব্বাধ্যায়ে লিখিত ঐ সকল উপদেশ দেওনানন্তর খ্রীষ্ট কিং কর্ম্ম করিতে লাগিলেন?

উত্তর। আপন ধারানুসারে লোকদিগকে শিক্ষাইতে লাগিলেন।

প্রঃ। ইহাতে কি বোধ হয়?

উঃ। এই বোধ হয়, যে এক বার কি দুই বার সৎকর্ম্ম করিয়া ক্ষান্ত হওয়া আমাদের উচিত নয়, বরং চিরকাল পর্য্যন্ত তৎকর্ম্মেতেই রত থাকা কর্ত্তব্য; যে হেতুক লোকদিগকে শিক্ষা দিতে খ্রীষ্টের সেই রীতি ছিল, অর্থাৎ তিনি যে এক বার কি দুই বার শিক্ষা দিয়া ক্ষান্ত হইতেন তাহা নয়, কিন্তু সর্ব্বদা সে কর্ম্মেতে তর ছিলেন।

প্রঃ। তিনি যখন শিক্ষা দিতেছিলেন, তৎকালে কি উপস্থিত হইল?

উঃ। ফারিশীরা তাঁহার নিকটে আসিয়া পরীক্ষা ভাবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসিল, যে পুরুষ আপন স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিতে পারে কি না?

প্রঃ। উহারা পরীক্ষার্থে এই কথা জিজ্ঞাসা করাতে কি বোধ হয়?

উঃ। এই বোধ হয়, যে উত্তম কর্ম্ম করিতে গেলে দুষ্ট লোকেরা তাহাতে অবশ্য প্রতিবন্ধি জন্মাইতে চেষ্টা করিবে, বিশেষতঃ অজ্ঞান লোককে পারমার্থিক বিষয়ের শিক্ষা দিতে গেলে ফারিশীদের মত পুণ্যবান্ রূপে খ্যাত যে কাল্পনিক লোকেরা, তাহারা সেই শিক্ষকদের শিক্ষা দেওনে নানা বাধা লাগাইতে চেষ্টা পাইবে; যে হেতুক সেই শিক্ষা হইয়াছে জ্ঞানাঞ্জনের স্বরূপ, সেটা যদি চলে তবে লোকেরা জোঁয়াইলের

স্বরূপ সেই প্রতারকদের শিক্ষাতে আর কাঁধ দিবে না, এই নিমিত্তে প্রতারকেরা সেই শিক্ষা দেওনের বিরুদ্ধভাবে সর্ব্বদা চলে।

প্রঃ। ভাল, খ্রীষ্ট তাহাদের কথা শুনিয়া কি উত্তর দিলেন?

উঃ। মোশ তাহাদের ব্যবহারার্থে ঈশ্বরাজ্ঞানুযায়ি যে ব্যবস্থা লিখিয়াছিলেন, সেই ব্যবস্থার মধ্যে যাহা লিখিত ছিল, তদ্বিষয়ে তাহাদিগকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন; তাহাতে উহারা উত্তর দিল, যে মোশ পরিত্যাগ করিতে অনুমতি দিয়াছেন।

প্রঃ। ভাল, ইহা শুনিয়া তিনি কি উত্তর দিলেন?

উঃ। এই কহিলেন, যে তোমাদের মনের কঠিনতা প্রযুক্ত মোশ সেই অনুমতি তোমাদিগকে দিয়াছিলেন, কিন্তু সেই অনুমতি সৃষ্টিকালে ঈশ্বরনিযোজিত বিধির বিরুদ্ধ হইল; যে হেতুক আমাদের আদি পুরুষ আদমকে ঈশ্বর যখন সৃষ্টি করিলেন, তখন তাঁহার নিমিত্তে কেবল একটি স্ত্রী সৃষ্টি করিলেন; সেই স্ত্রীকে তিনি যদি পরিত্যাগ করিতেন তবেতো বিবাহ করিবার আর সঙ্গতি ছিল না। ফল, বিবাহিতা স্ত্রী ও পুরুষেতে একাঙ্গ স্বরূপ। অতএব ঈশ্বর যাহাদিগকে এতদ্রূপে একাঙ্গ করিয়াছেন, তাহাদিগকে বিভিন্ন করা মনুষ্যদের অতি অকর্ত্তব্য।

প্রঃ। এই কথাতে কি শিক্ষা পাই?

উঃ। তিনটা শিক্ষা পাই।

প্রথম এই, যে যাহারা অনেক স্ত্রীকে বিবাহ করে তাহারা ঈশ্বরকৃত ব্যবস্থার বিরুদ্ধাচারী, বিশেষতঃ যাহারা কুলীন বলিয়া ব্যবসায়ের ন্যায় বহু বিবাহোপজীবী, তাহারা অতিশয় পাপী; এবং সেই

সকল অন্যায় অত্যাচারকে ঈশ্বর পাপের হিসাবে গণিয়া তাহাদিগকে তদুপযুক্ত প্রতিফল দিবেন।

দ্বিতীয়, ঈশ্বরের ব্যবস্থানুসারে যদি স্ত্রী পুরুষের একাঙ্গতা হইল তবে মনুষ্যের কর্ত্তব্য এই, যে আপন বিবাহিতা স্ত্রীকে আত্মতুল্য জ্ঞান করিয়া তদনুসারে প্রেম করা, কিন্তু অনেক লোক যে অন্তঃকরণের কঠিনতা প্রযুক্ত এ কর্ম্ম করে না, এটা বড় খেদের বিষয়। ফল, এই বিষয়ে এতদ্দেশস্থ লোকেরা অতিশয় দোষী, যে হেতুক উহারা যদি স্বস্ত্রীতে তদনুরূপ প্রেম করিত, তবে তাহাদের সহগমনে প্রবৃত্তি না জন্মাইয়া বরং সেই শয়তানীয় কর্ম্ম হইতে নিবারণ করিতে সর্ব্বসাধ্যেতে চেষ্টা করিত।

তৃতীয়, ফারশীরা খ্রীষ্টকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্তে বার ২ নানা কথা কহিল, কিন্তু তিনি তাহাদের বাক্যের কাল্পনিকতা বুঝিয়া এক বারও ফাঁদে পড়িলেন না। ফল, তাহাদের কথার উত্তর দিয়া জ্ঞানির ন্যায় তিনি যে সকল আশ্চর্য্য কথা কহিলেন, সে সকল হইয়াছে তাঁহার প্রতি আমাদের বিশ্বাস জনকের বিষয় বটে।

প্রঃ। তাঁহার শিষ্যেরা সে কথার ভাব না বুঝিয়া কি করিল?

উঃ। তাহারা ঘরে গিয়া তদ্বিষয়ের তদন্ত তাঁহাকে জিজ্ঞাসিল। পরে তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, যে যে কেহ আপন স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যকে বিবাহ করে সে তাহার বিপরীতে পরদার করে; আর যদি কোন স্ত্রী আপন স্বামিকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যের সঙ্গে বিবাহিতা হয়, সেও ব্যভিচারিণী হয়।

প্র°। ইহাতে কি বোধ হয়?

উ°। এই বোধ হয়, যে পরদার করা হইয়াছে অতি বিজাতীয় পাপ, অতএব কেহ আপন স্ত্রী থাকিতে অন্য একটা স্ত্রীকে বিবাহ করিলে যদি ঈশ্বর তাহাকে অতি পাপী জ্ঞান করিয়া পারদারিকের শাস্তি দিবেন, তবে আপনার স্ত্রী থাকিতে যাহারা পরস্ত্রীতে গমন করে, তাহাদের কি পর্য্যন্ত সাজা হইবে তাহা বলা যায় না।

প্র°। এই সকল কথার পরে কি লিখিত আছে?

উ°। এই লিখিত আছে, যে লোকেরা ছোট শিশুদিগকে খ্রীষ্টের নিকটে আনিল, যেন তিনি তাহাদিগকে স্পর্শ করেন; কিন্তু যাহারা আনিয়াছিল তাঁহার শিষ্যেরা তাহাদিগকে ধমকাইল।

প্র°। খ্রীষ্ট তাহা দেখিয়া কি কহিলেন?

উ°। ইনি বিরক্ত হইয়া কহিলেন, যে ছোট শিশুদিগকে আমার নিকটে আসিতে দেও, উহাদিগকে নিষেধ করিও না।

প্র°। ছোট শিশুদিগকে তাহার নিকটে আনিতে শিষ্যেরা বারণ করিল কেন?

উ°। কারণ এই, যে খ্রীষ্ট ব্যস্ত ছিলেন, আর তিনি যে কর্ম্ম করিতেছিলেন, সে কর্ম্মেতে বালকদের মনোযোগ করা অতি ভারি বিষয় বুঝিয়া তন্নিমিত্তে তাহারা বারণ করিল।

প্র°। ভাল, তিনি শিষ্যদিগকে তৎকর্ম্ম করিতে নিষেধ করিয়া ছোট ছাওয়ালদিগকে আসিতে আজ্ঞা দেওয়াতে কি জ্ঞান পাই?

উ°। এই জ্ঞান পাই, যেঅবশ্য তিনি সকলহইতে অতিশয়

দয়াবান্ এবং তাঁহার শিষ্য কিম্বা অন্য যে কেহ লোককে তাঁহার নিকটে আসিতে বারণ করিলে তিনি তাহাদের প্রতি বিরক্ত হইয়া নিশ্চয় ধমকাইবেন।

প্রঃ। ভাল, তদ্বিষয়ে তিনি তাহাদিগকে আর কোন কথা কহিলেন কিনা?

উঃ। হাঁ কহিলেন, যে ঈশ্বরের রাজ্যস্থ লোকেরা ছোট শিশুর ন্যায় আছে, অতএব যে ছোট বালকের মত হইয়া ঈশ্বরের রাজ্য গ্রহণ না করে, সে তাহাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না।

প্রঃ। এই কথার ভাব কি?

উঃ। ভাব এই, যে ঈশ্বরের স্বর্গরাজ্যেতে প্রবেশ করিবার নিমিত্তে ক্ষুদ্র বালকের ন্যায় নম্রমনা হইবার আবশ্যকতা আছে।

প্রঃ। ভাল, সেই ছোট ছালিয়া তাঁহার নিকটে আনীত হইলে তিনি তাহাদের প্রতি কি করিলেন?

উঃ। তিনি তাহাদিগকে কোলে করিয়া মস্তকে হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

প্রঃ। এই কথাতে কি বোধ হয়?

উঃ। তিনটা বোধ হয়।

প্রথম এই, যে খ্রীষ্ট ঐ ক্ষুদ্র বালককে ক্রোড়ে করাতে এই বোধ হয়, যে তিনিতো অতি নম্রমনা। ফলতঃ, নম্রমনা হইবার বিষয়ে তিনি শিষ্যদিগকে নানা উপদেশ দিয়াছেন, এবং সেই উপদেশানুসারে আপনিও চলিলেন। দেখ, সকল ঈশ্বরীয় উপদেশদাতা যদি এমত করিত, তবেতো বড় ভালর বিষয় হইত; কিন্তু অধিক দুঃখের বিষয় এই, যে অনেক

লোক পরকে ভাল উপদেশ দিতেছে, কিন্তু আপনারা তদুপদেশানুসারে না চলিয়া কদাচারী হয়।

দ্বিতীয়, খ্রীষ্টের কাছে যাহারা আইসে, তাহারা যে বিষয়ের নিমিত্তে আইসে, তাহা কেবল না পাইয়া বরং আরও প্রচুর পাইবে ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখ। সেই লোকদের এই মাত্র প্রার্থনা ছিল, যে তিনি তাহাদের ছাওয়ালদের উপর হস্ত দেন, কিন্তু তিনি কেবল তাহা না করিয়া বাড়ার ভাগে কোলে করিয়া আশীর্ব্বাদও করিলেন।

তৃতীয়, খ্রীষ্টের আশীর্ব্বাদ সর্ব্ব বিষয়ের মঙ্গলজনক, অতএব আপনাদের ও সন্তানদের নিমিত্তে সেই আশীর্ব্বাদ চেষ্টা করা আমাদের কর্ত্তব্য।

দশমাধ্যায়ের ১৭ পদ অবধি ৩১ পদ পর্য্যন্ত।

অনন্তর পথে যাইতে২ এক জন দৌড়িয়া আসিয়া তাঁহার অগ্রে হাঁটু পাড়িয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, যে হে ধার্ম্মিক গুরো, আমি অনন্ত জীবনাধিকার প্রাপ্ত হইবার কারণ কি করিব? য়িশু তাহাকে কহিলেন, আমাকে কেন ধার্ম্মিক করিয়া কহ? ঈশ্বর ব্যতিরেক কেহ ধার্ম্মিক হয় না। তুমি আজ্ঞা সকল জ্ঞাত আছ, যে পরদার করিবা না, বধ করিবা না, চুরি করিবা না, মিথ্যা সাক্ষ্য দিবা না, প্রবঞ্চনা করিবা না, আপনার মাতৃ পিতৃকে

সম্মান করিবা। তখন সে উত্তর করিয়া কহিল, হে গুরো, এ সকল আমি বাল্যকালহইতে পালন করিয়া আসিতেছি। তখন য়িশু তাহাকে একান্ত দৃষ্টি করিয়া স্নেহ করিলেন, এবং তাহাকে কহিলেন, যে তোমার এক কর্ম্ম আবশ্যক আছে; চলিয়া যাও, আপন সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া দরিদ্রদিগকে দান কর, তাহায় তুমি স্বর্গেতে ধন পাইবা। তাহার পরে আইস, ক্রুশ উঠাইয়া লইয়া আমার পশ্চাদ্বর্ত্তী হও। কিন্তু সে কথাতে সেই ব্যক্তি বিষণ্ণ হইল, এবং উদ্বিগ্ন হইয়া চলিয়া গেল; কেননা তাহার অনেক ধন ও সম্পত্তি ছিল। তখন য়িশু চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি করিয়া আপন শিষ্যদিগকে কহিলেন, যে ধনি লোকদের ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করা কেমন কঠিন! এবং তাঁহার কথাতে শিষ্যেরা চমৎকৃত হইল; কিন্তু য়িশু তাহাদিগকে পুনরায় কহিলেন, যে হে বাছারা, যাহারা ধনেতে বিশ্বাস রাখে তাহাদিগের ঈশ্বরের রাজ্যেতে প্রবেশ করা কেমন কঠিন! ঈশ্বরের রাজ্যেতে ধনবানের প্রবেশ করণহইতে সূচির রন্ধ্র দিয়া উটের পার হওয়া বরং সহজ। অতএব তাহারা অত্যন্ত চমৎকৃত

হইয়া পরস্পর বলিল, তবে কাহার পরিত্রাণ হইতে পারিবে? তখন য়িশু তাহাদের উপর দৃষ্টি করিয়া কহিলেন, যে মনুষ্যের তাহা অসাধ্য, কিন্তু ঈশ্বরের এমত নয়; কেননা ঈশ্বরের সকলি সাধ্য আছে। তখন পিতর তাঁহাকে বলিতে লাগিল, যে দেখ, আমরা সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া তোমার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়াছি। য়িশু উত্তর দিয়া কহিলেন, সত্য, আমি তোমাদিগকে কহি, এমন কেহ নাই যে আমার ও মঙ্গল সমাচারের কারণ ঘরকে, কি ভাইকে, কি ভগিনীকে, কি পিতাকে, কি মাতাকে, কি স্ত্রীকে, কি বালককে, কিম্বা ভূমিকে, পরিত্যাগ করিয়া এই কালে তাড়নার সহিত শতগুণে ঘরকে, ও ভগিনীকে, ও মাতাকে, ও বালককে, ও ভূমিকে, এবং পরকালে অনন্ত জীবন পাইবে না। কিন্তু অনেক প্রথম আছে যাহারা শেষ হইবে, এবং অনেক শেষ আছে যাহারা প্রথম হইবে।

প্রশ্ন। পথের মধ্যে যাইতে২ খ্রীষ্টের নিকটে কে আইল?

উত্তর। এক ব্যক্তি দৌড়িয়া আসিয়া তাঁহার অগ্রে হাঁটু পাড়িয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, যে হে ধার্ম্মিক গুরো, আমি অনন্ত জীবনাধিকার প্রাপ্ত হইবার জন্যে কি করিব?

প্র। ইনি তাহাকে কি উত্তর দিলেন?

উ°। এই উত্তর দিলেন, যে আমাকে কেন ধার্ম্মিক করিয়া কহ? ঈশ্বর ব্যতিরেক কেহ ধার্ম্মিক হয় না।

প্র°। খ্রীষ্ট তাহাকে এমত উত্তর দিলেন কেন? যে হেতুক তিনি তো ধার্ম্মিক ছিলেন?

উ°। হাঁ ছিলেন বটে, কিন্তু ঐ ব্যক্তি তাঁহাকে ঈশ্বর জ্ঞান না করিয়া সামান্য মনুষ্য বোধে ধার্ম্মিক করিয়া কহিল; অতএব এই কথাদ্বারা খ্রীষ্ট তাহাকে জানাইয়া দিলেন, যে মনুষ্যের মধ্যে কেহ ধার্ম্মিক নাই। ফল, তিনি ঈশ্বর এ প্রযুক্ত ধার্ম্মিক ছিলেন বটে, কিন্তু তাহাতে ঈশ্বরত্ব না থাকিলে তিনি তো ধার্ম্মিক হইতে পারিতেন না; যে হেতুক মনুষ্যের মধ্যে সম্পূর্ণ ধার্ম্মিক কেহ নাই। অতএব বোধ হয়, যে ধার্ম্মিক কিম্বা ধর্ম্মাবতার বলিয়া যে কাহাকেও সম্বোধন করা সেটা অতি অকর্ত্তব্য।

প্র°। সেই ব্যক্তির খ্রীষ্টের নিকটে আসাতে ও জিজ্ঞাসা করাতে আমরা কি শিক্ষা পাই?

উ°। তিনটা শিক্ষা পাই।

প্রথম এই, যে পরকালের বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকিলে অনন্ত জীবন পাওয়া যায় না। দেখ, তৎপ্রাপ্তির নিমিত্তে ঐ ব্যক্তি কহিল, যে আমাকে কি করিতে হইবে? অতএব উহার মত তদ্বিষয়ে সচেষ্ট থাকা আমাদের কর্ত্তব্য।

দ্বিতীয়, অনন্ত জীবন পাইবার জন্যে কি করা কর্ত্তব্য, ইহা জ্ঞাত হইবার নিমিত্তে ঐ ব্যক্তির মত খ্রীষ্টের নিকটে আমাদের যাওয়া উচিত; যে হেতুক তিনি হইয়াছেন সেই অনন্ত জীবনের দাতা, এবং তৎপ্রাপ্তির নিমিত্তে কি ২ করিতে হইবে ইহা আমরা

কেবল তাঁহার দত্ত শিক্ষাতেই শিক্ষিত হইতে পারি।

তৃতীয়, লেখা আছে, যে সে ব্যক্তি খ্রীষ্টের নিকটে দৌড়িয়া গেল, অতএব আমাদেরও তদনুরূপ করিতে হইবে। ফল, অনন্ত জীবন অতি ভারি জ্ঞান করিয়া দৌড়িয়া, কি না অতি শীঘ্র তাঁহার আছে আমাদের যাওয়া কর্ত্তব্য। আর সে যেমন নম্রমনা হইয়া তাঁহার নিকটে হাঁটু পাড়িল, তদ্রূপমনা হইয়া আমাদেরও যাওয়া উচিত, যে হেতুক নম্রান্তঃকরণ না হইলে তাঁহাহইতে আমরা কিছুই পাইতে পারি না।

প্রঃ। ভাল, খ্রীষ্ট অনন্ত জীবন প্রাপ্তির বিষয়ে তাহাকে কি কহিলেন?

উঃ। ঈশ্বরের সকল আজ্ঞা পালন করিতে কহিলেন।

প্রঃ। ইহাতে কি শিক্ষা পাই?

উঃ। এই শিক্ষা পাই, যে অনন্ত জীবন পাওনে আর ঈশ্বরের আজ্ঞা পালনে এই একটা বিশেষ সম্বন্ধ আছে, যে অনন্ত জীবন প্রাপ্তিতে সকল মনুষ্যেরই তাবৎ আজ্ঞা পালনের অপেক্ষা করে, কি না ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন না করিলে কেহ অনন্ত জীবন পাইতে পারে না।

প্রঃ। ভাল, ঈশ্বরের আজ্ঞা কি?

উঃ। বাইবেল শাস্ত্রের প্রথম ভাগেতে ঈশ্বর দশ প্রধান আজ্ঞা দিয়াছেন; সকল মনুষ্যই সেই আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াছে, কিন্তু খ্রীষ্ট পৃথিবীতে ত্রাণকর্ত্তা স্বরূপে অবতীর্ণ হইয়া প্রতিনিধি রূপে সকলি প্রতিপালন করিয়াছেন; অতএব তাঁহার উপর প্রত্যয় করিলে সেই সকল আজ্ঞা প্রতিপালন করা স্বরূপ আমাদের

প্রতি গণিত হইবে। ফল, অনন্ত জীবন প্রাপ্তি বিষয়ে ঈশ্বরের প্রধান আজ্ঞা এই আছে, যে মন ফিরাও ও মঙ্গল সমাচারে, কি না খ্রীষ্টের উপরে প্রত্যয় কর। যাহারা এই আজ্ঞা পালন করে তাহারা অনন্তজীবন পাইবে; কিন্তু যাহারা পালন না করে তাহারা নরকে যাইয়া নিশ্চয় দণ্ডিত হইবে।

প্রঃ। ভাল, এ কথা শুনিয়া সে ব্যক্তি কি বলিল?

উঃ। বলিল, যে আমি বালক কালাবধি এ সকলি প্রতিপালন করিয়া আসিতেছি।

প্রঃ। ইহাতে কি বোধ হয়?

উঃ। এই বোধ হয়, যে সে বড় অহঙ্কারী ও অজ্ঞান ছিল, হে হেতুক ঈশ্বরের যে সকল আজ্ঞা তাহার পালন কেবল মনুষ্যের হস্ত পাদাদিদ্বারা কর্ম্ম করাতেই নিষ্পন্ন হয় না; মনঃ শুদ্ধিরও আবশ্যকতা আছে, কি না কোন ব্যক্তি বাহ্য ক্রিয়াতে সম্পূর্ণ রূপে ঈশ্বরাজ্ঞা পালন করিলেও যদি মনেতে একটু ত্রুটি হয়, তবে ঈশ্বর তাহাকে কখন আজ্ঞাপালক বলিয়া জ্ঞান করিবেন না। অতএব অন্তঃকরণের শুদ্ধি না হইলে তো ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করা হয় না; সে ব্যক্তি ইহা না জানিয়া কহিল, যে আমি তো সকল আজ্ঞাই পালন করিয়া আসিতেছি। ফল, বাহ্য ক্রিয়াতে তাহার যদিও কোন ত্রুটি না হইত, অথচ অন্তঃকরণে কুচিন্তা থাকাতে তাহার অবশ্য নানা দোষ ছিল, যে হেতুক সে দোষ ছাড়া কেহ নাই।

প্রঃ। ভাল, সে যে সম্পূর্ণ রূপে ঈশ্বরাজ্ঞা পালন করে নাই, ইহা কিসে জানা গেল?

উঃ। সে যখন কহিল, যে আমি সকলি পালন করিয়াছি,

তখন খ্রীষ্ট উত্তর করিয়া বলিলেন, যে তুমি আপন সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া দরিদ্রদিগকে দান কর ; কিন্তু সে বড় ধনবান্ ছিল, এবং সেই ধনের প্রতি মমত্ব প্রযুক্ত তাহা না করিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া চলিয়া গেল। অতএব বোধ হয়, যে ধনের প্রতি তাহার যে মায়া, তন্মায়া প্রযুক্ত সে উচিতানুসারে গরিব লোকদের প্রতি দয়া করিত না। ফল, সে সাংসারিক বিষয়ে যদি আশক্তমনা না হইত, তবে অনন্তজীবন পাইবার নিমিত্তে তদ্বস্তু ত্যাগ করিতে বাধিত না হইয়া বরং তাহার প্রতি যে খ্রীষ্টের ঐ বিশেষ আজ্ঞা, সে আজ্ঞা তৎক্ষণাৎ স্বীকার করিত ; কিন্তু সে মত না করাতে নিশ্চয় জানা যায়, যে নানা বিষয়ে তাহার ত্রুটি ছিল।

প্রঃ। ভাল, অনন্ত জীবন পাইতে খ্রীষ্ট কি তাহাকে আর কোন আজ্ঞা দিলেন?

উঃ। হাঁ কহিলেন, যে আইস, আপন ক্রুশ উঠাইয়া লইয়া আমার পশ্চাদ্বর্ত্তী হও।

প্রঃ। ইহাতে কি বোধ হয়?

উঃ। দুইটি বিষয় বোধ হয়।

প্রথম এই, যে ধন বিতরণ করুক কিম্বা আর কোন উত্তম কর্ম্ম করুক, অথচ খ্রীষ্টের পশ্চাদ্বর্ত্তী না হইলে অনন্ত জীবন পাওয়া যায় না।

দ্বিতীয়, জগৎস্থ তাবদ্বিষয়হইতে অনন্তজীবন বহুমূল্য বস্তু জানিয়া তৎপ্রাপ্তির চেষ্টাতে যদি কোন সাংসারিক বস্তুদ্বারা আমরা বাধিত হই, তবে সে সকলি ত্যাগ করা আমাদের কর্ত্তব্য, যে হেতুক তাহা না করিলে আমরা কদাচ অনন্তজীবন পাইতে পারি না।

প্র°। ঐ কথাতে কি ইহা ছাড়া আর কোন কিছু শিক্ষা পাই ?

উ°। হাঁ, দুইটি শিক্ষা পাই।

প্রথম এই, যে খ্রীষ্ট কাহারও মুখাপেক্ষা করেন না, যে হেতুক সে ব্যক্তি অতি ধনবান্ হইলেও খ্রীষ্ট তাহাকে কোন মন রাখার কথা না কহিয়া, বর° সারোদ্ধার জবাব দিয়া কহিলেন, যে তোমাকে ঈশ্বরের তাবদাজ্ঞা পালন করিতে হইবে; অতএব ইহাদ্বারা জানা যায়, যে অতি বড় ধনি লোক হইলেও ঈশ্বরাজ্ঞা পালন ব্যতিরেকে ত্রাণ পাইতে পারে না।

দ্বিতীয়, পর কালে ভাল হইবার নিমিত্তে বড় মনুষ্যদেরও শিক্ষিবার আবশ্যকতা আছে, যে হেতুক তাহারাও স্বভাবত ক্ষুদ্র লোকদের মত পারমার্থিক জ্ঞান রহিত; এবং তৎশিক্ষাতে ক্ষুদ্র লোকদের মত তাহাদেরও খ্রীষ্টের কাছে যাওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু এই একটা বড় খেদের বিষয়, যে ঐ ব্যক্তির মত ত্রাণ বিষয়ে অত্যল্প লোক জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে। ফল, ভাল মনুষ্য হইতে প্রায় কাহারও চেষ্টা নাই, কিন্তু বড় মানুষ হইতেই সকলে চেষ্টা করে, এই হেতুক যখন তাহাদের নিকটে ধর্ম্মশাস্ত্রের কথা প্রচারিত হয়, তখন তৎপালনার্থে কি করিব? তাহা জিজ্ঞাসা না করিয়া সাংসারিক বিষয়ে লোভপ্রযুক্ত তৎ পালন করিলে কি পাইব? কেবল ইহাই জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে।

প্র°। ভাল, খ্রীষ্ট ঐ ব্যক্তিকে ফিরিয়া যাইতে দেখিয়া কি কহিলেন ?

উ°। শিষ্যদিগকে কহিলেন, যে ধনি লোকদের ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করা কেমন কঠিন !

প্র°। এই কথার ভাব কি?

উ°। ভাব এই, যে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশে ধনতো বাধক নহে, কিন্তু তৎপ্রতি লোকদের যে আত্যন্তিক মায়া, সেই হইয়াছে অতিশয় প্রতিরোধক; অতএব ধনবান্ হইলেই কেহ যে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না এমত নয়, কিন্তু তৎপ্রতি যদি মায়া থাকে তবে কোন প্রকারে পারা যায় না।

প্র°। ভাল, শিষ্যেরা এই কথা শুনিয়া কি ভাবিল?

উ°। বড় চমৎকৃত হইল, যে হেতুক প্রায় সকলে এমত বুঝে, যে ধনি লোকেরা ঈশ্বরের অনুগ্রহপাত্র, এ প্রযুক্ত তাহাদের ত্রাণ অবশ্য হইবে; এবং বোধ হয়, যে খ্রীষ্টের শিষ্যরাও এমত জ্ঞান করিত। অতএব তাহাদের সেই ভ্রান্তি ঘুচাইবার নিমিত্তে খ্রীষ্ট দৃষ্টান্তানুসারে আরো এক কথা কহিলেন, যে ঈশ্বরের রাজ্যেতে ধনবানের প্রবেশ করণহইতে সূচির রন্ধ্র দিয়া উটের পার হওয়া বরং সহজ।

প্র°। এই কথার ভাব কি?

উ°। ভাব এই, যে সূচির ছিদ্র দিয়া উটতো কদাচ প্রবেশ করিতে পারে না বটে, ইহা যদ্যপিও হয় তথাপি ধনবানের যে স্বর্গে যাওয়া সেটা ইহাহইতে আরও বড় কঠিন ব্যাপার, কি না সেটা মনুষ্যেরই অসাধ্য কর্ম্ম, কিন্তু ঈশ্বরের নয়; কেননা ঈশ্বরের সকলি সাধ্য আছে। ফল, তন্মায়া জালেতে সকলেই এমত বদ্ধ আছে, যে ঈশ্বর ব্যতিরেক তদ্বন্ধন কেহ খুলিতে পারে না।

প্র°। এই সকল কথাতে কি শিক্ষা পাই?

উ°। দুইটি শিক্ষা পাই।

প্রথম এই, যে ঐ ব্যক্তির মত ত্রাণ বিষয়ক কথা অনেকে জিজ্ঞাসা করে, কিন্তু শিক্ষিত হইলে তৎপথে চলে না। অতএব শিক্ষা পাওনানন্তর সে পথে না চলাতে তৎ শিক্ষা কেবল তাহাদের অধিক দণ্ডের বিষয় হইবে।

দ্বিতীয়, ধন ও মায়া হইয়াছে সৎপথে চলিবার অতিশয় প্রতিবন্ধক, অতএব তদ্বিষয়ে সচেতন থাকিয়া ঈশ্বর যেন তাহাহইতে আমাদিগকে রক্ষা করেন, এই প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য।

প্রঃ। ভাল, খ্রীষ্টের শিষ্যেরা সে কথা শুনিয়া কি বলিল?

উঃ। বলিল, যে আমরা সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া তোমার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়াছি; ইহাতে ইনি উত্তর করিয়া বলিলেন, যে যাহারা তাঁহার ধর্ম্মের নিমিত্তে কি ধন, কি জ্ঞাতি, কুটুম্ব, ইত্যাদি কোন বিষয় পরিত্যাগ করে, সেটা তাহাদের ক্ষতির বিষয় না হইয়া বরং গড়ে হিসাব করিলে শেষে সেটা তাহাদের অত্যন্ত লাভের বিষয় হইবে।

প্রঃ। ভাল, তৎপ্রযুক্ত তাহাদের কি লাভ হইবে ইহা তিনি কি স্পষ্ট করিয়া কহিলেন?

উঃ। হাঁ, কহিলেন, যে যাহারা যত ধনাদি ত্যাগ করিবে তাহারা একালে তাড়নার সহিত তাহার শত গুণে পাইবে, ও পরকালে অনন্ত জীবন।

প্রঃ। এই কথার ভাব কি?

উঃ। ভাব এই, যে খ্রীষ্টের ধর্ম্ম কেহ গ্রহণ করিলে দুষ্ট লোকহইতে তাহাকে তাড়না সহিতে অবশ্য হয়, এবং সাংসারিক বিষয়ের অনেক ক্ষতিও তাহার হইতে পারে; কিন্তু তদ্ধর্ম্মগ্রহণ প্রযুক্ত তাহার মনেতে

যে প্রবোধ জন্মিবে, সেই প্রবোধ ইহকালে তাবত্ত্যক্ত বিষয়হইতে আরও, কি না শত গুণে অধিক সুখের বিষয় হইবে; এবং পরকালেও সে সেই প্রবোধাতিরিক্ত অনন্ত জীবন প্রাপ্ত হইবে।

প্রঃ। ভাল, ইনি যে কহিলেন, অনেকে প্রথম আছে যাহারা শেষ হইবে, এবং অনেকে শেষ আছে যাহারা প্রথম হইবে, এই কথার ভাব কি?

উঃ। এই কথা বুঝিতে কিছু কঠিন বটে, কিন্তু ইহার ভাব এই হইতে পারে, যে খ্রীষ্টের ধর্ম্মের পথে চলিতে যদবধি ক্ষতি কিম্বা তাড়না না হয়, তদবধি সেই পথে চলিতে কোনং লোক অগ্রগামী হইয়া থাকে; কিন্তু তৎপ্রযুক্ত তাড়না বা দুঃখ উপস্থিত হইলে তাহাদের অন্তঃকরণে ধর্ম্মের মূল না থাকাতে তৎক্ষণাৎ তাহারা পশ্চাৎ হটে। আর দুঃখ ও তাড়না রহিত সময়ে যাহাদিগকে লোকেরা বড় একটা ধার্ম্মিক জ্ঞান করে না, এমত অনেকে আছে, অথচ সেই লোকদের অন্তঃকরণেতে ধর্ম্মের মূল থাকাতে তাহারা সাহসী হইয়া তাড়নাদি সময়ে সকলের অগ্রগামী হয়। ফল, খ্রীষ্টের এই উক্তকথা বিশেষতঃ য়হুদী লোকের উপরে খাটে, কি না যে সময়ে তাঁহার মুখহইতে এই কথা বাহির হইল, সে সময় ঈশ্বরীয় লোক গণনা করিতে গেলে অন্যং দেশীয় লোকহইতে তাহাদিগকে অগ্রগণ্য করা উচিত; কিন্তু পাপ প্রযুক্ত উহারা এইক্ষণে ঈশ্বরের নিগ্রহপাত্র, এবং পূর্ব্বকালে যে ভিন্ন দেশস্থ লোকেরা ঈশ্বরের অনুগ্রহ রহিত ছিল, তাহারা এইক্ষণে সে অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়াছে; অতএব ইদানীন্তন ঈশ্বরীয় লোক গণনা করি-

তে গেলে অগ্রে সে ভিন্ন দেশীয়দের এবং পশ্চাৎ য়হুদীয়দের গণনা করা কর্ত্তব্য, এই প্রকারে প্রথম শেষ ও শেষ প্রথম হয়।

প্র°। ভাল, এই কথাতে কি শিক্ষা পাই?

উ°। এই শিক্ষা পাই, যে যাহারা তাড়না বা সাংসারিক ক্ষতির নিমিত্তে খ্রীষ্টের ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে ভয় করে, তাহারা নিতান্ত অজ্ঞান, যে হেতুক এই সকল ঘটিলেও অথচ তদ্ধর্ম্মের গ্রহণ লোকদের ইহকালের বিশেষতঃ পরকালের লাভের বিষয় অবশ্য হইবে।

[দশমাধ্যায়ের ৩২ পদ অবধি ৪৫ পদ পর্য্যন্ত।]

অনন্তর তাহারা য়িরূশালেমে যাইতে পথের মধ্যে ছিল, ও য়িশু তাহাদের অগ্রগামী হইলেন, এবং তাহারা বিস্মিত হইল, এবং ভীত হইয়া পশ্চাৎ চলিল। পরে তিনি পুনর্ব্বার দ্বাদশকে লইয়া আপনাকে যে সকল ঘটিবে তাহা তাহাদিগকে কহিতে লাগিলেন, যে দেখ, আমরা য়িরূশালেমে যাইতেছি, এবং মনুষ্যের পুত্র প্রধান যাজকদের ও অধ্যাপকগণের স্থানে সমর্পিত হইবেন, ও তাহারা তাঁহার মৃত্যু দণ্ড স্থির করিবে, ও তাঁহাকে ভিন্ন দেশিগণের স্থানে সমর্পণ করিবে, এবং তাঁহাকে পরিহাস করিবে, ও কোড়া মারিবে, ও থুথু দিবে,

ও বধ করিবে, এবং তৃতীয় দিবসে তিনি পুনর্ব্বার উঠিবেন। পরে জবদীর পুত্র য়াকোব ও য়োহন তাঁহার নিকটে আসিয়া কহিল, যে হে গুরো, আমরা যাহা চাহি, তাহা আপনি আমাদের কারণ করিয়া দেন, এই আমরা ইচ্ছা করি। তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা কি চাহ, যে আমি তোমাদের জন্যে করিব? তাহারা তাঁহাকে কহিল, আমাদের এক জনকে আপন দক্ষিণ দিকে, ও অন্য জনকে আপন বাম দিকে, আপনকার বৈভবে বসিতে দেন। কিন্তু য়িশু তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা কি চাহ, তাহা তোমরা জান না। যে বাটীতে আমি পান করি সে বাটীতে না কি তোমরা পান করিতে পার? এবং যে বাপ্‌টিস্মে আমি বাপ্‌টাইজিত হই, তাহায় কি তোমরা বাপ্‌টাইজিত হইতে পার? তাহারা কহিল, আমরা পারি। তখন য়িশু তাহাদিগকে কহিলেন, যে বাটীতে আমি পান করি, সে বাটীতে তোমরাও অবশ্য পান করিবা; ও যে বাপ্‌টিস্মে আমি বাপ্‌টাইজিত হই, তাহাতে তোমরাও বাপ্‌টাইজিত হইবা; কিন্তু যাহাদের কারণ তাহা প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাদের ব্যতিরিক্ত অন্য

কাহাকেও আমার দক্ষিণ দিকেও বাম দিকে বসিতে দেওনে আমার অধিকার নাই। তখন অন্য দশ জনে ইহা শুনিয়া তাহারা যাকোব ও যোহনের প্রতি অতি বিরক্ত হইতে লাগিল। কিন্তু যিশু তাহাদিগকে ডাকিয়া কহিলেন, তোমরা জান, যে ভিন্ন দেশি লোকের উপর যাহারা শাসনকর্ত্তা মানা যায় তাহারা তাহাদের উপর কর্তৃত্ব করে, এবং তাহাদের প্রধান লোক তাহাদের উপর আধিপত্য করে; কিন্তু তোমাদের মধ্যে এমত হইবে না, বরং যে কেহ তোমাদের মধ্যে মহান্ হইতে ইচ্ছা করে, সে তোমাদের সেবক হউক, এবং যে কেহ তোমাদের মধ্যে প্রধান হইতে চাহে, সে সকলের ভৃত্য হউক; কেননা মনুষ্যের পুত্র সেবিত হইতে আইসেন নাই, কিন্তু সেবা করিতে, এবং অনেকের উদ্ধারের মূল্যার্থে আপন প্রাণ দিতে আইলেন।

প্রশ্ন। যিরোশলমে যাইতেং পথের মধ্যে খ্রীষ্ট শিষ্যদের অগ্রগামী হইয়া গেলেন কেন?

উত্তর। সে স্থানের ফারসী ও অধ্যাপক লোকেরা তাঁহার বড় শত্রু জানিয়া তাহারা বিস্মিত ও ভীত ছিল, অতএব তদ্বিষয়ে তাঁহার যে কিছু ভয় নাই, ইহা দেখাইবার নিমিত্তে ও তাহাদের সাহস জন্মাইবার নিমিত্তে তিনি অগ্রগামী হইলেন।

প্র°। ভাল, য়িরোশলমে পৌঁছিলে তাঁহার প্রতি যে কি২ দুঃখ ঘটিবে, তিনি তদ্বিষয়ের কোন কথা তাহাদিগকে কহিলেন কি না?

উ°। হাঁ, সে স্থানে গতমাত্র আপনি যে যাজকদের হস্তে সমর্পিত হইবেন, এবং তাহাদের দ্বারা তাঁহার দুঃখ ও মৃত্যু কি প্রকারে ঘটিবে, ও তৃতীয় দিবসানন্তর তাঁহার যে পুনরুত্থান হইবে, এই সকল বিষয়ে তিনি অতিশয় সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম রূপে তাহাদিগকে বলিয়া দিলেন।

প্র°। ইহাতে কি বোধ হয়?

উ°। দুইটি বিষয় বোধ হয়।

প্রথম এই, যে খ্রীষ্ট আপনার দুঃখ ও মৃত্যু উপস্থিতের পূর্ব্বে যে এত বিশেষ রূপে তাহা নির্ণয় করিলেন ইহাতে এই বোধ হয়, যে তিনি তদ্বিষয় জ্ঞাত হইয়া সেচ্ছাতেই ভোগ করিলেন। ফল, আমাদের হিতের নিমিত্তে তিনি সে সকল ভোগ করিলেন। এই প্রযুক্ত যাহারা ইহা জানিয়াও তাঁহাকে প্রেম না করে, ও তাঁহার ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তন্নিমিত্তক যৎ কিঞ্চিৎ দুঃখ সহিতে না পারে, তাহারা অতিশয় অকৃতজ্ঞ, এবং কদাচ তাহারা তাঁহার দয়াপ্রাপ্ত হইতে পারিবে না।

দ্বিতীয়, খ্রীষ্টের ভক্ত হওয়া প্রযুক্ত দুঃখ উপস্থিত হইলেও আমাদের রক্ষার্থে তিনি যদি অগ্রগামী হন, তবে তদ্বিষয়ে ভীত হইবার আবশ্যকতা নাই।

প্র°। খ্রীষ্ট এ কথা কহিবামাত্র তাঁহার দুই শিষ্য য়াকোব ও য়োহন তাঁহার স্থানে আসিয়া কি চাহিল?

উ°। এই চাহিল, যে তিনি তাহাদিগকে এক জনকে

আপন দক্ষিণ দিকেও অন্য জনকে বাম দিকে আপন বৈভবে বসিতে দেন।

প্রঃ। যে সময়ে তিনি আপন মৃত্যুর কথা কহিতেছিলেন, সেই সময়ে উহারা এমত কথা উপস্থিত করিল কেন?

উঃ। কারণ এই, যে তাঁহার একটা সাংসারিক রাজ্য হইবে, উহারা এমত নিশ্চয় স্থির করিয়াছিল; অতএব তাঁহাকে পুনরুত্থানের কথা কহিতে শুনিয়া তাহারা ঐ মিনতি করিল, যে হেতুক তাহাদের মনে এই ভাব ছিল, যে পুনরুত্থানের পরে তিনি সেই রাজ্যের রাজ সিংহাসনে বসিবেন।

প্রঃ। ভাল, তাহাদের সে কথা শুনিয়া তিনি কি উত্তর দিলেন?

উঃ। এই কহিলেন, যে আমি যে বাটীতে পান করি, সে বাটীতে তোমরা নাকি পান করিতে পার? এবং যে বাপটিস্মে আমি বাপটাইজিত হইব, তাহায় কি তোমরা বাপটাইজিত হইতে পার? তাহারা কহিল, হাঁ, আমরা পারি।

প্রঃ। এই কথার ভাব কি?

উঃ। ভাব এই, যে খ্রীষ্ট কর্তৃক মানুষদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করণসময়ে তাঁহার প্রতি যে সকল দুঃখাদি ঘটিল, সেই সকলকে প্রতি রূপ করিয়া আপন বাপটিস্ম বলিয়া কহিলেন। ফল, সে সকল দুঃখের সীমা পরিসীমা নাই, অতএব উহারা যদি অজ্ঞান ও আত্মশ্লাঘী না হইত, তবে আমরা সেই বাপটিস্মে বাপটাইজিত হইতে পারি, এমত কথা কখন বলিত না। যে হেতুক তাহাদের প্রতি তদ্দুঃখ ঘটিলে মর্দ্দিত হইয়া তাহাদের সর্ব্বনাশ হইত।

প্র°। ভাল, ঐ বাপটিস্মের বিষয়ে তিনি তাহাদিগকে আর কোন কিছু কহিলেন কি না?

উ°। হাঁ কহিলেন, যে আমি যে বাটীতে পান করি সে বাটীতে তোমরাও পান করিবা, এবং যে বাপটিস্মে আমি বাপটাইজিত হইব তাহাতে তোমরাও বাপটাইজিত হইবা?

প্র°। এই কথার ভাব কি?

উ°। ভাব এই, যে তাহারা তাঁহার সেই বিশেষ দুঃখরূপ বাপটিস্মে বাপটাইজিত না হইলেও অথচ তাঁহার দুঃখরূপ বাটীর অংশ উহারা এক প্রকারে পাইবে, কি না দুষ্ট লোকেরা তাঁহাকে যেমন দুঃখ ও তাড়নাদি দিয়াছিল, সেই প্রকারে উহারা তাহাদিগকেও দিবে; ইহা তাহাদিগকে বুঝাইবার নিমিত্তে এ কথা কহিলেন।

প্র°। ইহাতে কি শিক্ষা পাই?

উ°। এই শিক্ষা পাই, যে খ্রীষ্ট দত্ত বৈভব পাইবার পূর্ব্বে দুঃখভোগের অপেক্ষা করে, কি না দুঃখভোগ ছাড়া বৈভব প্রাপ্ত হয় না; অতএব যাহারা দুঃখভোগ ব্যতিরেক বৈভবের চেষ্টায় আছে, তাহাদের সেই চেষ্টা সফল কখন হইবে না।

প্র°। ভাল, তাঁহার দক্ষিণ ও বাম দিকে বসিবার বিষয়ে তিনি তাহাদিগকে কি বলিলেন?

উ°। বলিলেন, যে যাহাদের কারণ সে প্রস্তুত হইয়াছে তাহাদের ব্যতিরেক অন্য কাহাকে দেওয়া যাইবে না।

প্র°। ইহাতে কি বোধ হয়?

উ°। এই বোধ হয়, যে স্বর্গেতে খ্রীষ্টের দক্ষিণ ভাগে ও বাম ভাগে উপবেশন রূপ উন্নতি যদি

কাহার হয়, তবে সেটা অবশ্য তাঁহার প্রতি তাহাদের অধিক প্রেম থাকার ফল, কি না তাঁহার প্রতি যাহার যেমত প্রেম থাকে সে স্বর্গেতে তদনুরূপ উন্নতি পাইয়া তৎসুখপ্রাপ্ত হইবে; অতএব তাঁহার প্রতি আমাদের অধিক প্রেম যেন হয়, এমত চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

প্রঃ। খ্রীষ্টের আরং শিষ্যেরা সেই দুই জনের মিনতি শুনিয়া কি করিল?

উঃ। তাহাদের প্রতি অতিশয় বিরক্ত হইতে লাগিল।

প্রঃ। তাহাদের প্রতি বিরক্ত হইল কেন?

উঃ। সেই দুই জনের মিনতির মূল ছিল অহঙ্কার, অতএব সেটা পাপের বিষয় হইল বটে, কিন্তু এ প্রযুক্ত যে আরং শিষ্যেরা তাহাদের প্রতি বিরক্ত ছিল এমত নয়, বরং প্রত্যেকে সে পদ পাইতে ইচ্ছা করিল এমত বোধ হয়। ফল, অনেকে পরের পাপ দেখিয়া সেই পাপ ও তৎকারকদের প্রতি তাহাদের যে বড় ঘৃণা আছে, লোকদিগকে এমত দেখায়; কিন্তু আপনারা আরবার কেবল সেই প্রকার না করিয়া বরং তাহাহইতে আরো অধিক পাপ করিয়া থাকে।

প্রঃ। খ্রীষ্ট তাহাদিগকে বিরক্ত হইতে দেখিয়া কি কহিলেন?

উঃ। এই কহিলেন, যে রাজা ও শাসনকর্ত্তা তাহাদের প্রজা লোকের উপর যেমত কর্তৃত্ব করে, তোমাদের মধ্যে এমত হইবে না; বরং যে কেহ তোমাদের মধ্যে মহান্ হইতে ইচ্ছা করে সে তোমাদের সেবক হউক, এবং যে কেহ তোমাদের মধ্যে প্রধান হইতে চাহে সে সকলের ভৃত্য হউক।

প্র°। এ কথার ভাব কি?

উ°। ভাব এই, যে পদের বিষয়ে তাহাদের মধ্যে এক জন মহান্ অন্য জন ক্ষুদ্র হইবে তাহা নয়, বরং সকলেই সমান। ফল, যিনি সকলহইতে নম্রমনা তিনি খ্রীষ্টের বিচারে সকলহইতে প্রধান, এই হেতুক তাহাদের অহঙ্কার চূর্ণ করিবার নিমিত্তে, এবং তাহাদের কেমন নম্রমনা হইবার আবশ্যকতা ছিল, ইহা তাহাদিগকে বুঝাইবার জন্য এ কথা কহিলেন।

প্র°। নম্রমনা হইবার যে কেমন আবশ্যকতা, ইহা তিনি তাহাদিগকে বুঝাইবার নিমিত্তে কোন দৃষ্টান্ত কথা কহিলেন কি না?

উ°। হাঁ, আপনার প্রতি দৃষ্টান্ত দিয়া কহিলেন, যে মনুষ্য পুত্র সেবিত হইতে আইসেন নাই, কিন্তু সেবা করিতে, এবং অনেকের উদ্ধারের মূল্যার্থে আপন প্রাণ দিতে আইলেন।

প্র°। এ কথার ভাব কি?

উ°। ভাব এই, যে নম্রমনা হইবার আবশ্যকতা বিষয়ে তিনি আপনি ছিলেন তাহাদের দৃষ্টান্ত স্বরূপ, যে হেতুক তিনি তো ঈশ্বরের পুত্র হইয়া সর্ব্ব প্রধান হইলেও অথচ আপনি সেবিত হইতে আইলেন না, কি না কর্তৃত্ব করিতে আইলেন না, বরং পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপে আপন প্রাণদানদ্বারা সকলের সেবা করিবার নিমিত্তে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলেন।

প্র°। এ কথাতে কি বোধ হয়?

উ°। দুইটা বোধ হয়।

প্রথম এই, যে সুশিক্ষাতে যে মনের মধ্যে স্থান দেওয়া সেটা বড় শক্ত কর্ম্ম, যে হেতুক সে শিক্ষা এক

কাণে প্রবেশ করিয়া অন্য কর্ণ দিয়া বাহির হয়, ইহাতে সাক্ষাৎ প্রমাণ দেখ; খ্রীষ্ট নম্রমনা হইবার আবশ্যকতা বিষয়ে শিষ্যদিগকে কতই বা বলিয়াছিলেন, তথাচ তাহারা তৎ শিক্ষাতে শিক্ষিত না হইয়া সর্ব্বদা অহঙ্কার প্রকাশ করিতেছিল।

দ্বিতীয়, খ্রীষ্টের যে নম্রতা ও আমাদের নিমিত্তে যে দুঃখভোগ তাহা আমরা যদি সর্ব্বদা মনে করিতাম, তবে কখন আমাদের উপর অহঙ্কার রাজত্ব করিতে পারিত না। অতএব সর্ব্বদা তাহা মনে রাখা আমাদের কর্ত্তব্য।

দশম অধ্যায়ের ৪৬ পদ অবধি ৫২ পদ পর্য্যন্ত।

অনন্তর তাহারা য়িরীখোতে পৌঁছিল, এবং তাঁহার স্বশিষ্যগণের ও যথেষ্ট লোকের সঙ্গে য়িরীখোহইতে বাহিরাইয়া যাওন সময়ে টীমায়ের পুত্র অন্ধ বর্টিমায় সড়কের পার্শ্বে ভিক্ষা করিতে বসিয়াছিল। এবং যখন সে শুনিল, যে নাসরীয় য়িশু যান, তখন সে চেঁচাইয়া বলিতে লাগিল, যে হে য়িশু দাউদের সন্তান, আমার প্রতি দয়া করুন। তাহাতে অনেক লোক তাহাকে চুপ করাইতে ধমকাইল, কিন্তু সে ততোধিকে চেঁচাইতে লাগিল, যে হে দাউদের সন্তান, আমার প্রতি দয়া করুন। তখন

য়িশু স্থগিত হইয়া তাহাকে ডাকিয়া আনিতে আজ্ঞা দিলেন; এবং তাহারা তাহাকে ডাকিয়া কহিল, যে স্থির হও, উঠ, তিনি তোমাকে ডাকিতেছেন। তখন সে গাত্রীয় বস্ত্র ছাড়িয়া উঠিয়া য়িশুর নিকটে আইল। এবং য়িশু তাহাকে উত্তর করিয়া কহিলেন, আমি তোমার কারণ কি করিব, তুমি কি চাহ? সে অন্ধ তাঁহাকে বলিল, হে প্রভো, দৃষ্টি যেন পাই। য়িশু তাহাকে কহিলেন, চলিয়া যাও, তোমার বিশ্বাস তোমাকে ভাল করিয়াছে; এবং তৎক্ষণাৎ সে দেখিতে পাইল, ও পথ দিয়া য়িশুর পশ্চাৎ গমন করিল।

প্রশ্ন। খ্রীষ্টের য়িরীখোহইতে যাওন কালীন পথমধ্যে কি ঘটিল?

উত্তর। পথের পার্শ্বে বসিয়া এক জন অন্ধ ভিক্ষা করিতেছিল, ইতোমধ্যে খ্রীষ্ট আসিতেছেন এ কথা শুনিয়া সে তৎক্ষণাৎ ডাকিতে লাগিল, যে হে য়িশু দাউদের সন্তান, আমার প্রতি দয়া করুন।

প্রং। ইহাতে লোক সকল তাহাকে কি বলিতে লাগিল?

উং। তাহারা তাহাকে চুপ করাইবার জন্যে ধমকাইতে লাগিল, কিন্তু সে চুপ না করিয়া ততোধিকে চেঁচাইতে লাগিল, যে হে য়িশু দাউদের সন্তান২ আমার প্রতি দয়া করুন।

প্রং। ইহাতে কি শিক্ষা পাই?

উ°। এই শিক্ষা পাই, যে খ্রীষ্টের নিকটে মনুষ্যেরা জ্ঞান চাহিতে প্রবৃত্ত হইলে অনেকে, অর্থাৎ শয়তান ও ঈশ্বরকে যাহারা প্রেম করে না, তাহারা অবশ্য তাহাদিগকে বারণ করিবে; কিন্তু সেই মানা না শুনিয়া ঐ ব্যক্তি যেমন আরো চেঁচাইয়াছিল, তাহাদেরও তেমনি ক্ষান্ত না হইয়া বরং পুনঃং জ্ঞান যাচ্ঞা করা উচিত।

প্র°। ভাল, ঐ অন্ধ ব্যক্তির সহিত সকল মনুষ্যের কোনং বিষয়ে তুলনা দেওয়া যায় কি না?

উ°। হাঁ, তিনটা বিষয়ে তুলনা দেওয়া যায়।

প্রথমতঃ, সে যেমন অন্ধ ছিল, পরমার্থ বিষয়ে সকল মনুষ্যই তেমনি; কি না জ্ঞানচক্ষু কাহারও নাই।

দ্বিতীয়, সে ব্যক্তি যেমন গরিব ও ভিক্ষা করিত, সকল মনুষ্যও তেমনি গরিব, ও তাহাদের তদনুরূপ ভিক্ষা করণের আবশ্যক আছে। অর্থাৎ পুণ্যরূপ যে ধন তাহা কাহার ও নাই, এই হেতুক তাহা পাইবার জন্যে খ্রীষ্টের কাছে সকলের ভিক্ষা করা উচিত।

তৃতীয়, সে যেমন পথপার্শ্বে বসিয়া রৌদ্র ঝড় বৃষ্টি প্রভৃতি সহিল, পাপি মনুষ্যেরাও তেমনি দুর্দ্দশাগ্রস্ত, কি না ইহ কালে নানা তাপে তাপিত হইতেছে, আরবার পরকালেতেও ঈশ্বরের ক্রোধরূপ মহাঝড়েতে পড়িয়া তাহারা আরো দুঃখিত হইবে।

প্র°। ভাল, খ্রীষ্ট তাহার প্রার্থনা শুনিলেন কি না?

উ°। হাঁ শুনিলেন, ও শুনিবামাত্র স্থগিত হইয়া তাহাকে ডাকিয়া আনিতে আজ্ঞা দিলেন; পরে লোকেরা তাঁহাকে কহিল, যে স্থির হও, উঠ, তিনি তোমাকে ডা-

কিতেছেন; তখন সে উঠিয়া গাত্রবস্ত্র ছাড়িয়াই তাঁহার নিকটে আইল।

প্রঃ। ইহাতে কি শিক্ষা পাই?

উঃ। দুইটি শিক্ষা পাই।

প্রথম এই, যে ঐ ব্যক্তি খ্রীষ্টের নিকটে যাইবার পূর্ব্বে যেমন আপন বস্ত্র ত্যাগ করিল, তেমনি আমাদেরও তাঁহার নিকটে যাইতে গেলে পাপরূপ বস্ত্র ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে। ফল, কাপড় যেমন গাত্রে জড়ান থাকিলে দৌড়িতে গেলে বাধা জন্মায়, তেমনি পাপও মনেতে জড়ান থাকিলে স্বর্গে যাইতে বাধা জন্মায় জানিবা।

দ্বিতীয়, ঐ ব্যক্তির উপকারার্থে খ্রীষ্ট পথে স্থগিত হওয়াতে এই শিক্ষা পাই, যে পরের উপকার করিতে গেলে যদি আমাদের নিজ কার্য্যের কোন ক্ষতি হয়, তথাপি করিতে পারিব না ইহা না বলিয়া বরং আপনার সেই ক্ষতি স্বীকার করিয়া তৎকর্ম্ম করা কর্ত্তব্য।

প্রঃ। ভাল, সে ব্যক্তি খ্রীষ্টের নিকটে উপস্থিত হইলে কি হইল?

উঃ। তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যে তুমি কি চাহ? সে বলিল, যে হে প্রভো, দৃষ্টি যেন পাই। খ্রীষ্ট তখনি মাত্র তাহাকে কহিলেন, চলিয়া যাও, তোমার বিশ্বাস তোকাকে ভাল করিয়াছে; এবং তৎক্ষণাৎ সে দেখিতে পাইল।

প্রঃ। ইহাতে কি শিক্ষা পাই?

উঃ। দুইটা শিক্ষা পাই।

প্রথম এই, যে জগৎস্থ তাবদ্বস্তুহইতে পারমার্থিক দৃষ্টি পরম রত্ন স্বরূপ জ্ঞান করিয়া প্রধান রূপে তচ্চেষ্টা করা আমাদের কর্ত্তব্য।

দ্বিতীয়, সেই দৃষ্টি পাইতে বিশ্বাসের আবশ্যকতা জানিয়া বিশ্বাস পূর্ব্বক খ্রীষ্টের নিকটে যাওয়া আমাদের উচিত।

প্র°। সে ব্যক্তি দৃষ্টি পাইবামাত্র পথ দিয়া খ্রীষ্টের পশ্চাৎ২ চলিল, ইহাতে কি বোধ হয়?

উ°। এই বোধ হয়, যে আমরা খ্রীষ্টহইতে যদি পারমার্থিক জ্ঞান প্রাপ্ত হই, তবে তাহার আচরণের নকলনবিস হওয়া আমাদের কর্ত্তব্য; অর্থাৎ সাধ্যানুসারে তাঁহারি মত সু আচরণে চলা আমাদের উচিত।

প্র°। এই সকল কথাতে কি শিক্ষা পাই?

উ°। দুইটি শিক্ষা পাই।

প্রথম এই, যে খ্রীষ্ট সংস্থাপিত যে ধর্ম্ম সে নিতান্তই সত্য, তাহা না হইলে তাহার প্রামাণ্য করিবার জন্যে এত অলৌকিক কর্ম্ম করা যাইত না। ফল, হিন্দু লোকেরা বলে, যে তাহাদের দেবতারাও নানা অলৌকিক কর্ম্ম করিয়াছেন, কিন্তু উহারা যে নিশ্চয় সেই সকল কর্ম্ম করিয়াছেন, এমত কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। সে যাহা হউক, যদিও করিয়া থাকেন, তথাপি হিন্দু লোকদের ধর্ম্ম যে সত্য ইহার প্রমাণ সে অলৌকিক ক্রিয়াতে কিছুই নাই; যে হেতুক তদ্ধর্ম্মের প্রমাণ্যের নিমিত্তে উহারা সে কর্ম্ম করিল না। কিন্তু খ্রীষ্টের সকল অলৌকিক ক্রিয়া তাঁহার স্থাপিত ধর্ম্মের প্রামাণ্যের নিমিত্তে করা গেল, অতএব তাহার সত্যতার প্রতি ঐ সকল অলৌকিক

ক্রিয়া হইয়াছে অকাট্য প্রমাণ, এ প্রযুক্ত সেই ধর্ম্মই সকলের গ্রহণ করিবার যোগ্য বটে।

দ্বিতীয়, একটা চলন কথা এই আছে, যে দিন থাকিতে ঘর সারিয়া রাখিলে ভাল হয়; এই দৃষ্টান্ত পরকালে ভাল হইবার নিমিত্তে এইক্ষণে আমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্মের বিষয়ে খাটে, কি না বর্ত্তমান কাল হইয়াছে পরকালরূপ ঘর সাজাইবার উপযুক্ত সময়, অর্থাৎ তৎকালোপকারক কর্ম্ম এইক্ষণেই করিতে হইবে, যে হেতুক পরলোকে একবার প্রবেশ করিলে আর কিছুই হইতে পারে না। দেখ দেখি, ঐ অন্ধ মনুষ্য যখন শুনিল, যে খ্রীষ্ট আসিতেছেন, তখন সে যে পর্য্যন্ত উপকৃত না হইল সে পর্য্যন্ত তাঁহাকে ডাকিতে ছাড়িল না; এবং বোধ হয়, যে সে যদি সেই প্রকার না করিত তবে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত অন্ধ থাকিত; কেননা ঐ সময়ের পর খ্রীষ্ট আর কখন য়িরিখু নগরে আইলেন না; অতএব সে যদি ঐ সময়ে উপকৃত না হইত, তবে সে উহার পর আর কখন ভাল হইবার সঙ্গতি পাইত না। তেমনি আমরাও যদি ইদানীন্তন পরকালের বিষয়ে অমনোযোগী হই, তবে আমাদের সর্ব্বনাশ অবশ্য ঘটিবে, যে হেতুক একবার পরলোকে প্রবিষ্ট হইলে উপকারের নিমিত্তে আর আশ্রয়স্থান কদাচ মিলিবে না।

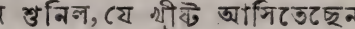

একাদশ অধ্যায়ের ১ পদ অবধি ১০ পদ পর্য্যন্ত।

অনন্তর যখন তাহারা য়িরোশলমের নিকট উপস্থিত হইয়া বেথ্‌ফাগে ও বেথনীয়ায় জৈতুন

পর্ব্বতে আইল, তখন তিনি দুই জন শিষ্যকে এই কথা কহিয়া প্রেরণ করিলেন; যে তোমাদের সম্মুখে যে গ্রাম আছে, তাহাতে চলিয়া যাও, এবং তাহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইবামাত্র, যাহার উপর মনুষ্যের আরোহণ কখন হয় নাই, এমন এক গর্দ্দভের শাবক তোমরা পাইবা; তাহা খুলিয়া আন। আর যদি কেহ তোমাদিগকে কহে, যে তোমরা কেন এমত কর? তবে তোমরা বলিবা, যে ইহাতে প্রভুর আবশ্যক আছে; ইহা কহিবামাত্র সে তাহা এখানে পাঠাইয়া দিবে। অতএব তাহারা গিয়া যেখানে দুই পথের মিলন ছিল, সেই স্থানে সে শাবককে দ্বারের বাহির দিকে বান্ধা পাইয়া খুলিয়া দিল। এবং সে স্থানে যাহারা দাঁড়াইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কএক জন কহিল, তোমরা কি করিতেছ? শাবকটা কেন খুলিতেছ? তখন য়িশু তাহাদিগকে যেমত আজ্ঞা করিয়াছিলেন সেমত তাহারা তাহাদিগকে কহিল; তবে তাহারা তাহাদিগকে যাইতে দিল। এবং তাহারা য়িশুর নিকটে শাবককে লইয়া গিয়া তাহার উপর আপনাদের বস্ত্র বিছাইয়া দিল, ও তিনি তাহার উপর আরোহণ

করিলেন, এবং অনেক লোক পথের মধ্যে আপনাদের পরিচ্ছদ পাতিয়া দিল, ও অন্যেরা বৃক্ষের ডাল কাটিয়া সরাণে ছড়াইয়া দিল, এবং অগ্রগামিরা ও পশ্চাদ্গামিরা চেঁচাইয়া কহিল, যে হোশীয়ানা, ধন্য২ তিনি যিনি ঈশ্বরের নামেতে আসিতেছেন। ধন্য আমাদের পিতৃ দাউদের রাজ্য, যে ঈশ্বরের নামেতে আসিতেছে। সর্ব্বোচ্চেতে হোশীয়ানা।

প্রশ্ন। শিষ্যেরা য়িরোশলমের নিকটে আগত হইলে খ্রীষ্ট তাহাদিগকে কি কহিলেন?

উত্তর। নিকস্থ সম্মুখবর্ত্তি গ্রামহইতে যাহার উপর কখন মনুষ্যের আরোহণ হয় নাই, এমত একটা গর্দ্দভ আনিতে তাহাদিগকে আজ্ঞা করিলেন।

প্র°। সেই গর্দ্দভ আনয়নেতে কেহ বাধক হইলে তাহাকে কি বলিতে আদেশ করিলেন?

উ°। তিনি কহিলেন, যে কেহ কিছু বলিলে তোমরা কহিও, যে এই গর্দ্দভেতে প্রভুর আবশ্যক আছে, তাহাতে সে তোমাদিগকে আনিতে দিবে।

প্র°। ভাল, উহারা তদনুসারে করিল কি না?

উ°। হাঁ করিল, তাহারা সেখানে গিয়া দুই পথের মিলন এমত এক স্থানের বাহিরে বদ্ধ একটা খর পাইয়া খুলিয়া দিল; তাহাতে সে স্থানে দণ্ডায়মান লোকদের মধ্যে কএক জন কহিল, যে তোমরা কি কর? ওটা কেন খুলিতেছ? তখন তাহারা য়িশুর আজ্ঞানুসারে কহাতে উহারা যাইতে দিল। পরে

গর্দ্দভটী তাঁহার নিকটে আনীত হইলে তিনি তাহাতে আরোহণ করিয়া য়িরোশলমে গমন করিলেন।

প্র°। এ সকল ঘটনা কেন ঘটিল?

উ°। খ্রীষ্ট বিষয়ে লিখিত ছিল যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী, তাহা পূর্ণ হইবার জন্যে।

প্র°। ভাল, তদ্বিষয়ে কি ভবিষ্যৎ কথা লিখিত ছিল?

উ°। খ্রীষ্টাবতারের পাঁচ শত দশ বৎসরের পূর্ব্বে জখরীয়া নামে এক জন ভবিষ্যদ্বক্তা এতদ্বিষয়ে এই মত লিখিয়াছিলেন, যথা। "হে শীয়নের কন্যে, তুমি বড় আনন্দ কর, হে য়িরোশলমের কন্যে, তুমি উচ্চৈঃস্বর কর; দেখ, তোমার রাজা তিনিতো মৃদু ও যাথার্থিক ও পরিত্রাণধারী, এবং গর্দ্দভ ও গর্দ্দভের বৎসারোহী হইয়া তোমার নিকটে আসিতেছেন।"

প্র°। ইহাতে কি বোধ হয়?

উ°। ইহাতে এই বোধ হয়, যে অধ্যাপকেরা ও ফারসী বর্গেরা খ্রীষ্টের বিরুদ্ধাচারী হইয়া যে পাপ করিল, সেটা জ্ঞানকৃত পাপ হইল; যে হেতুক ঈশ্বরদত্ত বাইবেল শাস্ত্রে জগতের ত্রাণকর্ত্তার জন্ম কর্ম্ম বিষয়ে যেরূপ লিখিত ছিল, খ্রীষ্টের জন্মকর্ম্মের সহিত সে সকলি মিলিল; অতএব তাহাদের স্থানে সেই শাস্ত্র থাকাতে উহারা বিবেচনা করিলে অবশ্য জানিতে পারিত, যে যাহার বিষয়ে ঐ সকল কথা লিখিত ছিল, ইনি নিশ্চয় সেই ব্যক্তি বটেন। ফল, যত লোক খ্রীষ্টেতে অবিশ্বাস করে তাহাদের যে পাপ সে বাহানা রহিত, যে হেতুক তাঁহার ত্রাণ কর্তৃত্ব বিষয়ে অসংখ্যক প্রমাণ পাওয়া যায়; অতএব লোক সকল যদি একান্ত চিত্তে ও অবিরুদ্ধ ভাবে এই সকল

প্রমাণের উপর বিবেচনা করিত, তবে তিনি সন্দেহের স্থল না হইয়া বরং তাহারা তাঁহার উপরে অবশ্য বিশ্বাস করিত।

প্র°। খ্রীষ্ট অন্য কোন যানারোহণ না করিয়া গর্দ্দভের উপর কেন আরোহণ করিলেন?

উ°। কারণ এই,যে য়িহুদী দেশীয় গর্দ্দভ সকল অতি উত্তম, প্রায় অশ্ব সদৃশ ছিল, এ কারণ সকলেই ঐ পশুতে আরোহণ করিত। ফলতঃ, এতৎ কর্ম্মদ্বারা আমাদিগকে তিনি এই শিক্ষা দিয়াছেন, যে লোকদের নিকটে বড় মানুষী দেখান আমাদের উচিত নয়; বরং নম্রমনা হইয়া সামান্য মনুষ্যের ন্যায় সাংসারিক বিষয়ে আচারী হওয়া ভাল।

প্র°। খ্রীষ্ট ঐ গর্দ্দভের উপর আরোহণ করাতে কি বুঝা যায়?

উ°। এই বুঝা যায়, যে কি মনুষ্য কি পশু সকলি তাঁহার বশবর্ত্তী, যে হেতুক সেই পশু কোথায় মিলিবে ও তাহার কর্ত্তা আনিতে বাধক হইলে কিং বলিলে আনিতে দিবে, ইহা সকলি তিনি জ্ঞাত ছিলেন। বিশেষতঃ যাহার উপর কেহ কখন আরোহণ করে নাই, ও শিক্ষিত না হইলে কদাচ বহিতেও পারে না, এমত পশুর উপর আরোহণ করিয়া তিনি যে তাহাকে বহাইলেন, ইহাতে জানা যায় যে সকলি তাঁহার বশতাপন্ন। ফল, পশু হউক কি মানুষ হউক সকলের প্রতি তাঁহার প্রকাশিত যে কর্তৃত্ব সেই কর্তৃত্ব তাঁহার ঈশ্বরত্ব বোধক প্রমাণ স্বরূপে আমাদের মানা কর্ত্তব্য।

প্র°। য়িরোশলমে যাইতেং পথের মধ্যে কি ঘটিল?

উঃ। অনেক লোক পথের মধ্যে আপনাদের পরিচ্ছদ পাতিয়া দিল, ও কেহং সপল্লব বৃক্ষের ডাল কাটিয়া পথের মধ্যে ছড়াইয়া দিল, এবং অগ্রগামিরা ও পশ্চাদ্গামিরা উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিল, যে হোশীয়ানা, ধন্যং তিনি যিনি ঈশ্বরের নামেতে আসিতেছেন।

প্রঃ। লোকেরা এমত করিল কেন?

উঃ। তাঁহার আইসনের বিষয় তাহারা অজ্ঞাত প্রযুক্ত তাঁহার প্রতি এতদ্রূপ করিবে, পূর্ব্বে এমত স্থির করিতে পারিল না, অতএব বোধ হয় যে তাঁহার পূর্ব্বকৃত অলৌকিক কর্ম্ম দর্শনদ্বারা তাহাদের এই মত প্রবৃত্তি জন্মানেতে উহারা এই মত করিল। ফল, শাস্ত্র লিখিতানুসারে ঐ সকল কর্ম্মদ্বারা তাহারা ত্রাণকর্ত্তা রূপে তাঁহাকে গ্রহণ করিল।

প্রঃ। ত্রাণকর্ত্তার বিষয়ে এমত কি লিখিত ছিল, যে তাহারা ঐ সকল কথা উচ্চৈঃস্বরে বলাতে জানা যায়, যে উহারা তাঁহাকে ত্রাণকর্ত্তা রূপে গ্রাহ্য করিল।

উঃ। খ্রীষ্টাবতারের এক হাজার বিংশতি বৎসরের পূর্ব্বে য়হুদীয় লোকদের মধ্যে দাউদ নামে এক জন ধার্ম্মিক রাজা ছিল, ঈশ্বর ভবিষ্যদ্বক্তাদ্বারা ত্রাণকর্ত্তার বিষয়ে এই লিখিয়াছিলেন, যে তিনি সেই দাউদের রাজ্য পাইবেন; অতএব ঐ সকল কর্ম্মদ্বারা তদ্রাজ্যের রাজা স্বরূপে উহারা তাঁহাকে গ্রহণ করিল; যে হেতুক যখন য়হুদী লোকেরা আপনাদের রাজাকে সিংহাসনোপরি বসাইত, তখন তাহাদের নিয়ম এই ছিল, যে সেই রাজার প্রতি এই প্রকার কর্ম্ম করা যাইবে; আর ধন্য তিনি যিনি ঈশ্বরের নামেতে আসিতেছেন, সর্ব্বোচ্চেতে

হোশীয়ানা, এই যে কথা উহারা কহিল, ইহার স্থূল ভাব এই, যে ধন্য ঈশ্বরের নিয়োজিত অদ্বিত্বীয় ত্রাণ-কর্ত্তা; হে প্রভো, এইক্ষণে ত্রাণ কর, এইক্ষণে ত্রাণ করিয়া আমাদিগকে রক্ষা কর।

প্রঃ। ইহাতে কি শিক্ষা পাই?

উঃ। দুইটী শিক্ষা পাই।

প্রথম এই, যে খ্রীষ্ট ঈশ্বরের নামেতে আসিতেছেন, অতএব ঐ লোকদের মত তাঁহার ধন্যবাদ করিয়া সর্ব্বোচ্চেতে হোশীয়ানা বলিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করা সকলের উচিত, অর্থাৎ হে প্রভো এইক্ষণে আমাদের ত্রাণ করুন, তাঁহার নিকটে আমাদের এই প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য।

দ্বিতীয়, অধ্যাপকেরা ও ফারূশীরা খ্রীষ্টকে গ্রাহ্য না করাতে ও তাঁহার বিরুদ্ধ ভাবে চলাতে তাঁহার রাজ্যের কিছুই ক্ষতি হইবে না; যে হেতুক উহারা তাঁহাকে না মানিলেও আরং লোক অবশ্য তাঁহাকে গ্রাহ্য করিবে; এবং শাস্ত্র লিখিতানুসারে তিনি ত্রাণ কর্ত্তাস্বরূপে চিহ্নিত হইয়া শেষে সকল লোক কর্ত্তৃক গ্রাহ্য হইবেন।

একাদশ অধ্যায়ের ১১ পদ অবধি ২৬ পদ পর্য্যন্ত।

পরে যিশু যিরোশলমে ও মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং চতুর্দ্দিকে সকল বস্তুর উপর দৃষ্টি করিয়া সায়ংকাল উপস্থিত হইলে তিনি দ্বাদশের সঙ্গে বাহিরাইয়া বেথনীয়ায় গেলেন। এবং

রাত্রি প্রভাতে বেথনীয়া ছাড়িলে তিনি ক্ষুধিত হই-
লেন, এবং দূরহইতে এক সপত্র আঞ্জীর বৃক্ষ
দেখিয়া, তাহাতে যদি কিছু পান এই ভাবে তিনি
নিকটে গেলেন; কিন্তু তাহার নিকটে যাইয়া তা-
হার উপর পত্র ব্যতিরেক আর কিছু পাইলেন না,
কেননা তখন আঞ্জীর ফলের সময় নহে। তখন
য়িশু তাহাকে কহিলেন, এই অবধি কোন মনুষ্য
কখনও তোমার ফল যেন খায় না; এবং তাঁহার
শিষ্যেরা ইহা শুনিল। পরে তাহারা য়িরূশালেমে
আইল, এবং য়িশু মন্দিরে যাইয়া মন্দিরের মধ্যে
যাহারা ক্রয় বিক্রয় করিতেছিল, তাহাদিগকে বাহিরে
খেদাইয়া দিতে লাগিলেন, এবং বণিক্‌দের মেজ
ও কপোতব্যাপারিদের আসন সকল উল্‌টাইয়া
ফেলিলেন। এবং মন্দিরের ভিতর দিয়া কাহাকেও
কোন পাত্র লইয়া যাইতে দিলেন না। এবং তিনি
তাহাদিগকে শিক্ষাইয়া কহিলেন, যে লিপি আছে,
যে আমার ঘর সকল লোকের প্রার্থনার ঘর কহা
যাইবে, কিন্তু তোমরা তাহা চোরের গহ্বর করি-
য়াছ। এবং অধ্যাপকেরা ও প্রধান যাজকেরা ইহার
সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে কি রূপে নষ্ট করিতে পারে,

তাহার অনুসন্ধান করিল; কেননা তাঁহার শিক্ষাতে লোক সকল আশ্চর্য্য মানিল, এই নিমিত্তে তাহারা তাঁহাকে ভয় করিল। পরে সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইলে তিনি নগরের বাহিরে গেলেন, এবং প্রাতঃকালে তাহারা সেই পথ দিয়া যাইতে২ দেখিল, যে আঞ্জীর বৃক্ষ সমূলে শুষ্ক হইয়াছে। তখন পিতর স্মরণ করিয়া তাঁহাকে কহিল, হে গুরো, দেখ, যে আঞ্জীর বৃক্ষকে আপনি শাঁপ দিলেন, সে শুকাইয়া গিয়াছে। যিশু তাহাকে উত্তর করিয়া কহিলেন, ঈশ্বরেতে বিশ্বাস রাখ, কেননা সত্য আমি তোমাদিগকে কহি, যে কেহ এই পর্ব্বতকে বলিবে, যে তুমি সরিয়া সমুদ্রেতে পড়, এবং আপন মনেতে নিঃসন্দেহ হইয়া যাহা বলিবে তাহাই হইবে এমন যদি বিশ্বাস করে, তবে তাহার কথানুসারে তাহাকে ঘটিবে। এতদর্থে আমি তোমাদিগকে কহি, যখন তোমরা যে কিছু প্রার্থনা কর, তখন তোমাদের প্রাপ্তি হওয়ার বিশ্বাস কর, তবে তোমরা প্রাপ্ত হইবা। এবং যখন তোমরা প্রার্থনা করিতে প্রবৃত্ত হও, যদি কাহার সঙ্গে তোমাদের কিছু বিষয় থাকে, তখন তাহা ক্ষমা কর; তাহাতে যেন

তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা তোমাদের অপরাধও ক্ষমা করেন। কিন্তু যদি তোমরা ক্ষমা না কর, তবে তোমাদের স্বর্গস্থ পিতাও তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করিবেন না।

প্রশ্ন। খ্রীষ্ট য়িরোশলমে প্রবিষ্ট হইয়া প্রথমতঃ কোন স্থানে গেলেন?

উত্তর। ঈশ্বরের মন্দিরে প্রবেশ করিয়া চতুর্দ্দিকস্থ তাবদ্বস্তুর উপর দৃষ্টি করণান্তর সায়ংকাল উপস্থিত হইলে তিনি দ্বাদশের সঙ্গে বাহিরাইয়া বেথনীয়া নামে নিকটস্থ এক গ্রামে গেলেন।

প্র°। ইহাতে কি বোধ হয়?

উ°। দুইটি বোধ হয়।

প্রথম এই, যে তিনি সে স্থানে গিয়া কোন ধনি লোকের গৃহে না যাইয়া কিম্বা অন্য কোন কর্ম্ম না করিয়া প্রথমতই ঈশ্বরের মন্দিরে গেলেন; অতএব ইহাতে জানা যায়, যে সর্ব্ব কর্ম্মহইতে ঈশ্বরোপাসনাকে প্রধান জ্ঞান করিয়া সর্ব্ব কর্ম্মের অগ্রে তৎকর্ম্ম করা আমাদের কর্ত্তব্য।

দ্বিতীয়, তিনি সে স্থানে গিয়া যেমন তত্রস্থ তাবদ্বস্তুর উপর দৃষ্টি করিলেন, এইক্ষণেও তৎস্থান স্বরূপ যে মনুষ্যের অন্তঃকরণ তাহার প্রতিও তিনি তেমনি দৃষ্টি করিতেছেন; অতএব অন্তঃকরণ রূপ মন্দিরে কখন যেন কোন কিছু মন্দ না ঘটে, তাহাতে সচেতন থাকা আমাদের কর্ত্তব্য।

প্র°। খ্রীষ্টের পর দিন বেথনীয়াহইতে আইসন সময়ে পথের মধ্যে কি ঘটিল ?

উ°। তিনি দূরহইতে সপত্র এক আঞ্জীর বৃক্ষ দেখিয়া ক্ষুধার্ত্ত প্রযুক্ত যদি তাহাতে কিঞ্চিৎ ফল পান, ইহা ভাবিয়া সেই বৃক্ষের নিকটে গেলেন।

প্র°। ইহাতে কি অনুভব হয় ?

উ°। এই অনুভব হয়, যে ঈশ্বরের কর্ম্ম করিতেই তাঁহার একান্ত মন ছিল, যে হেতুক পথি মধ্যে তাঁহার ক্ষুধিত হওয়াতে বোধ হয়, যে তৎকর্ম্ম করণে আশক্তমনা প্রযুক্ত আহার না করিয়াই বাহিরে গিয়াছিলেন; অতএব ঈশ্বরের কর্ম্ম বিষয়ে আমরাও যেন তাঁহার আচারানুযায়ী হই, এই চেষ্টা আমাদের অবশ্য করিতে হইবে।

প্র°। ভাল, তবে কি তিনি সে বৃক্ষের ফলদ্বারা ক্ষুধা নিবৃত্ত করিলেন ?

উ°। না, তন্নিকটে যাইয়া দেখিলেন যে তাহাতে ফল নাই, এই হেতুক তিনি কহিলেন, যে অদ্যাবধি যেন কোন মনুষ্য তোমার ফল না খায়; এবং এই কথা কহনানন্তর সেই বৃক্ষ শুষ্ক হইয়া গেল।

প্র°। ইহাতে কি বোধ হয় ?

উ°। এই বোধ হয়, যে অনেক লোক ঐ রূপ সপত্র বৃক্ষের ন্যায় হইয়া নিষ্ফল আছে, কি না লোক ভুলাইবার জন্যে পত্র স্বরূপ বাহ্যেতে নানা কর্ম্ম করিয়া আপনাদিগকে ফলবান্ বৃক্ষের ন্যায় দেখায়, কিন্তু আসলেতে পুণ্যরূপ ফল তাহাদের কিছুই নাই;

অতএব সে গাছ যেমন খ্রীষ্টের ঐ উক্ত কথাতে শুষ্ক হইল, তেমনি ঐ কাল্পনিক লোকেরাও নিশ্চয় তাঁহার কোপে পড়িয়া বিনষ্ট হইবে।

প্র°। ভাল, য়িরোশলেমের মন্দিরে প্রবেশ করিয়া খ্রীষ্ট কি করিলেন?

উ°। যাহারা তন্মধ্যে ক্রয় বিক্রয় করিতেছিল, তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিতে লাগিলেন, আর বণিক্‌দের মেজ ও কপোতব্যাপারিদের আসন সকল উল্‌টাইয়া ফেলিলেন, এবং মন্দিরের ভিতর দিয়া কাহাকেও কোন পাত্র লইয়া যাইতে দিলেন না।

প্র°। ইহাতে কি বোধ হয়?

উ°। দুইটি বোধ হয়।

প্রথম এই, যে সকলের উপর তাঁহার কর্তৃত্ব আছে, ও তিনি তৎ কর্তৃত্ব প্রকাশ করিলে কেহ কিছু করিতে পারে না।

দ্বিতীয়, তিনি সেই সকল দুষ্ট লোককে বাহির করিয়া তন্মন্দিরের পরিষ্কার করাতে এই শিক্ষা পাই, যে আমাদের অন্তঃকরণরূপ মন্দির পরিষ্কার রাখাই কর্ত্তব্য; এবং যাহারা তদনুরূপ না করে তিনি তাহাদিগকে অবশ্যই শাসন করিবেন।

প্র°। তিনি তাহাদিগকে বাহির করিয়া দিয়া কি কহিলেন?

উ°। কহিলেন, যে লিপি আছে, আমার ঘর সকল লোকের প্রার্থনার ঘর কহা যাইবে, কিন্তু তোমরা তাহা চোরের গহ্বর করিয়াছ।

প্র°। ঈশ্বরের ঘর যে সকল লোকের প্রার্থনার ঘর কহা যাইবে, এ কথা কোথায় লিপি আছে?

উ°। য়িশায়াহ নামে ভবিষ্যদ্বক্তার পুস্তকে লিখিত আছে,

যথা " যাহারা আমার বন্দোবস্তকে দৃঢ় রূপে মানে তাহাদিগকে আমি আপন পবিত্র পর্ব্বতে আনিব, এবং আপন প্রার্থনাগারে তাহাদিগকে আনন্দিত করিব; তাহাদের হোম ও বলিদান আমার যজ্ঞ বেদীর উপরে গৃহীত হইবে; কেননা আমার আলয় সকল লোকের প্রার্থনাগার নামেতে খ্যাত হইবে।"

প্রঃ। ইহাতে কি শিক্ষা পাই?

উঃ। দুইটা শিক্ষা পাই।

প্রথম এই, যে ঈশ্বরের মন্দির যদি তাবৎ লোকের প্রার্থনার ঘর কহা যায়, তবে সেই গৃহস্বরূপ যে খ্রীষ্ট সংস্থাপিত ধর্ম্ম, সেও এক লোক কি দুই লোকের নিমিত্তে এমন নহে, বরং পৃথিবীর তাবৎ লোকের নিমিত্তে সংস্থাপিত হইয়াছে।

দ্বিতীয়, ঈশ্বরের গৃহকে যদি প্রার্থনাগার কহা যায়, তবে যাহারা তদ্‌গৃহস্থ লোক হয় তাহাদের অবশ্যই প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য; কি না যাহারা ঈশ্বরীয় লোক হয় তাহাদের প্রতিদিন অবশ্যই প্রার্থনা করিবার আবশ্যক আছে। ফল, যাহারা প্রার্থনা কখন না করে, তাহারা ঈশ্বরের লোক না হইয়া বরং শয়তানের অধীন আছে।

প্রঃ। ভাল, তোমরা এই ঘরকে চোরের গহ্বর করিয়াছ, খ্রীষ্ট এই কথা কহিলেন কেন?

উঃ। বোধ হয়, যে উহারা সল্লোকদের মত বাণিজ্য না করিয়া কেবল জুয়াচুরি করিত, এপ্রযুক্ত তিনি এ কথা কহিলেন; অতএব ইহাদ্বারা জানা যায়, যে ঈশ্বরের বিচারেতে জুয়াচোরেরা চোররূপে গণিত হইয়া তদনুরূপে প্রতিফল পাইবে।

প্র°। ভাল, অধ্যাপক ও প্রধান যাজকেরা তাঁহার সম্বাদ পাইয়া কি করিতে লাগিল?

উ°। লোকদিগকে তাঁহার শিক্ষাকে আশ্চর্য্য মানিতে দেখিয়া উহাদের ভয় হইল, অতএব কি প্রকারে তাঁহাকে নষ্ট করিতে পারে এমত সুযোগের সন্ধান করিতে লাগিল।

প্র°। ইহাতে কি শিক্ষা পাই?

উ°। এই শিক্ষা পাই, যে যাহারা শয়তানের বশতাপন্ন হইয়া ঈশ্বরকে ভয় করে না, এমত যে দুষ্ট লোক সকল, তাহারা আপনাদের কুমনস্কামনা সিদ্ধি করিবার জন্যে সকল প্রকার কু কর্ম্ম, যে কোন হউক না কেন আবশ্যক হইলে বধ পর্য্যন্ত করিতে প্রস্তুত আছে। ইহার সাক্ষাৎ প্রমাণ দেখ, খ্রীষ্ট ঐ লোকদিগকে কু শিক্ষা দিলেন, এ জন্যে ঐ অধ্যাপকাদি তাঁহাকে নষ্ট করিতে চাহিল তাহা নয়, বরং তাঁহার উত্তম শিক্ষা দেওয়াতে লোকদের নিকটে তাহাদের মানের হ্রাসতা হইতে লাগিল এপ্রযুক্ত ঐ অতি বিজাতীয় দুষ্ক্রিয়া করিতে প্রবৃত্ত হইল।

প্র°। খ্রীষ্ট এবং শিষ্যেরা প্রাতঃকালে যাইতেং প্রথমতঃ গন্তব্য পথমধ্যে কি দেখিতে পাইল?

উ°। যে আঞ্জীর বৃক্ষ সমূলে শুষ্ক হইয়াছিল তাহা দেখিল, তখন পিতর স্মরণ করিয়া তাঁহাকে কহিল, হে গুরো, দেখ, যে আঞ্জীর বৃক্ষকে আপনি শাঁপ দিলেন, সে শুকাইয়া গিয়াছে।

প্র°। ইহাতে কি বোধ হয়?

উ°। এই বোধ হয়, যে যাহারা খ্রীষ্টের শাপেতে পড়ে তাহাদের সর্ব্বনাশ হয়, ইহার সাক্ষী দেখ। য়ুহুদী

লোকেরা ঐ ফল রহিত বৃক্ষের স্বরূপ ছিল, অতএব তাহাদিগকে এতদ্বিষয় শিক্ষাইবার জন্যে সেই গাছকে তিনি শাপ দিলেন, কিন্তু ইহাতেও তাহারা শিক্ষিত না হওয়াতে অল্প দিনের মধ্যেই তাহাদের প্রতি তদনুরূপ ঘটিল, কি না খ্রীষ্ট ক্রোধ করত তাহাদের রাজ্য নাশ করিয়া পৈতৃক অধিকারহইতে তাহাদিগকে বহিষ্কৃত করিলেন। ফল, যাহারা খ্রীষ্টকে অগ্রাহ্য করে তাহারা ঐ আঞ্জীর বৃক্ষের ন্যায় শুষ্ক হইয়া যাইবে, এবং লোক সকল যেমন শুষ্ক বৃক্ষকে পোড়াইয়া ফেলে, তেমনি তিনিও তাহাদিগকে নরক রূপ অগ্নিতে ফেলিয়া দগ্ধ করিবেন।

প্রঃ। গাছ শুষ্ক হইয়াছে, শিষ্যেরা এ কথা কহিলে তিনি কি উত্তর দিলেন?

উঃ। কহিলেন, যে ঈশ্বরেতে বিশ্বাস রাখ, কেননা সত্য আমি তোমাদিগকে কহি, যে কেহ এই পর্ব্বতকে বলিবে যে তুমি সরিয়া সমুদ্রেতে পড়, এবং আপন মনেতে নিঃসন্দেহ হইয়া যাহা বলিবে তাহাই হইবে এমত যদি বিশ্বাস করে, তবে তাহার কথানুসারে তাহাকে ঘটিবে।

প্রঃ। তোমরা যদি বিশ্বাস কর, তবে এই পর্ব্বতকে সমুদ্রে পড় বলিলে সে পড়িবে, এই কথার ভাব কি?

উঃ। যে পর্ব্বতের উপর উহারা দাঁড়াইয়াছিল, তিনি সেই জৈতুন নামক পর্ব্বতকে উপলক্ষ মাত্র করিয়া এ কথা কহিলেন; সে কহনের ভাব এই, যে সকল ধর্ম্মের মূল হইয়াছে বিশ্বাস। ফল, যে কর্ম্ম পর্ব্বত সমাণের স্বরূপ কঠিন বোধ হয়, ও তৎ কঠিনতা প্রযুক্ত মনুষ্যদের শক্তিতে কোন প্রকারে করা যায় না, সেই দুঃসাধ্য কর্ম্ম

ঈশ্বরেচ্ছার বিরুদ্ধ যদি না হয় তবে খ্রীষ্টের শিষ্যেরা সদ্ভাব ও বিশ্বাস পূর্ব্বক তাঁহার নামে তৎকর্ম্ম করিতে চেষ্টা পাইলে তিনি তাহাদের সেই চেষ্টার সহিত আপন শক্তি যোগাইয়া সফল করিবেন।

প্রঃ। ভাল, বিশ্বাসের আবশ্যকতা বিষয়ে তিনি তাহাদিগকে আর কোন কথা কহিলেন কি না?

উঃ। হাঁ কহিলেন, যে তোমরা যখন যে কিছু প্রার্থনা কর, তখন তোমাদের তৎ প্রাপ্তি হওয়ার বিশ্বাস কর, তবে তোমরা প্রাপ্ত হইবা।

প্রঃ। এ কথার ভাব কি?

উঃ। ভাব এই, যে প্রার্থনীয় বস্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহদ্বারা অবশ্য পাইবে, প্রার্থক ব্যক্তির প্রার্থনার সময়ে এই বিশ্বাস করা উচিত।

প্রঃ। ইহাতে কি বোধ হয়?

উঃ। এই বোধ হয়, যে বিশ্বাস ব্যতিরেক কেহ ঈশ্বরের কাছে কিছুই পাইতে পারে না, অতএব বিশ্বাসের জনক হইয়াছে যে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের সত্যত্ব বোধক প্রমাণ, সেই প্রমাণে মনোযোগী হইয়া সর্ব্বশক্তিদ্বারা একান্তভাবে তৎ প্রতি বিবেচনা করা আমাদের কর্ত্তব্য।

প্রঃ। প্রার্থনা সফল করিবার জন্যে বিশ্বাস বিনা আর কিছু চাই?

উঃ। হাঁ চাই। পরের প্রতি ক্ষমারূপ গুণ ধারণ না করিলে প্রার্থনা সফলা হইতে পারে না, কি না যে লোকেরা আমাদের প্রতি বিরুদ্ধাচরণ করে আমরা তাহাদের সে সকল দোষের ক্ষমা যদি না করি, তবে পাপ প্রযুক্ত ঈশ্বরের নিকটে আমাদের যে সকল অপরাধ তাহাও আমরা ক্ষমা পাইতে পারিব না; খ্রীষ্ট ইহা

তাহাদিগকে বুঝাইবার জন্যে স্পষ্ট করিয়া কহিলেন,যে যখন তোমরা প্রার্থনা করিতে প্রবৃত্ত হও, যদি কাহার সঙ্গে তোমাদের কিছু বিষয় থাকে তখন তাহা ক্ষমা কর; তাহাতে যেন তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা তোমাদের অপরাধও ক্ষমা করেন; কিন্তু যদি তোমরা ক্ষমা না কর তবে তোমাদের স্বর্গস্থ পিতাও তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করিবেন না।

প্র°। এই সকল কথাতে আমরা কি কোন শিক্ষা পাই?

উ°। হাঁ পাই। দেখ, যে কোন কথা উপস্থিত হইলে খ্রীষ্ট সেই কথাকে উপলক্ষ করিয়া শিষ্যদিগকে প্রায় সর্ব্বদা পারমার্থিক বিষয়ের উপদেশ দেওনের খেই ধরাইলেন; কি না সাংসারিক বিষয়ের কোন কথা উপস্থিত হইলে সেই কথাকে দৃষ্টান্ত স্বরূপ করিয়া পারমার্থিক বিষয়ের কোন একটা কথা কহিলেন। ইহার একটা সাক্ষাৎ প্রমাণ এই দেখ, যে প্রার্থনা, ও বিশ্বাস, ও ক্ষমা, এই স্থানে লিখিত ইত্যাদি যে সকল কথা পারমার্থিক বিষয়ে তিনি কহিলেন, সে সকলের মূল হইয়াছে একটা আঞ্জীর বৃক্ষ, কি না শিষ্যদিগকে ঐ গাছের বিষয় জিজ্ঞাসা করা উপলক্ষ করিয়া এই সকল কথা উপস্থিত করিয়া কহিলেন; অতএব ইহাতে এই শিক্ষা পাই, যে পারমার্থিক উপদেশ দেওনদ্বারা পরের উপকার যেন করিতে পারি, এই বিষয়ে সর্ব্বদা সচেতন থাকিয়া উপস্থিতানুক্রমে যেই পাইলে লোকদের কাছে তদুপদেশ দেওয়া আমাদের কর্ত্তব্য।

তদনন্তর তাহারা যিরূশালমে পুনর্ব্বার আইল, এবং তিনি মন্দিরে ইতস্ততো গমন করিতে২ প্রধান যাজকেরা ও অধ্যাপকেরা ও প্রাচীন লোকেরা তাঁহার নিকটে আসিয়া বলিল, যে তুমি কি যোগ্যতায় এ সকল করিতেছ? এবং এ সকল করিতে কে তোমাকে এমন যোগ্যতা দিল? তখন যিশু তাহাদিগকে উত্তর করিলেন, যে আমিও তোমাদিগকে এক কথা জিজ্ঞাসা করি, পরে তোমরা তাহার উত্তর দিলে আমি কি যোগ্যতায় এ সকল করিতেছি, তাহা তোমাদিগকে কহিব। যোহনের বাপটিস্ম যে সে কি স্বর্গহইতে কিম্বা মনুষ্যহইতে হইয়াছিল? ইহার উত্তর আমাকে দেও। তখন তাহারা আপনাদের মধ্যে বিবেচনা করিয়া কহিল, যদি আমরা বলি যে স্বর্গহইতে, তবে সে কহিবে, যে তোমরা তবে কি জন্যে তাহাকে প্রত্যয় করিলা না? কিন্তু যদি আমরা বলি যে মনুষ্যহইতে, তবে লোকদিগেরহইতে আমাদের ভয় আছে; কেননা সকল লোক যোহনকে ভবিষ্যদ্বক্তা করিয়া নিতান্ত মানিত। তখন তাহারা যিশুকে উত্তর করিল, যে আমরা

বলিতে পারি না। এবং যিশু তাহাদিগকে প্রত্যুত্তর করিলেন, তবে আমি কি যোগ্যতায় এ সকল করিতেছি তাহা তোমাদিগকেও কহিব না।

প্রশ্ন। খ্রীষ্ট পুনরায় যিরোলমে আসিলে কি ঘটিল?

উত্তর। তিনি মন্দিরের ইতস্ততো গমন করিতেছিলেন, ইতোমধ্যে প্রধান যাজকেরা ও অধ্যাপকেরা ও প্রাচীন লোকেরা তাহার নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসিল, যে তুমি কি যোগ্যতায় এ সকল কর্ম্ম করিতেছ? এবং এ সকল করিতে কে তোমাকে এ যোগ্যতা দিল?

প্র°। উহারা এ কথা জিজ্ঞাসা করিল কেন?

উ°। বিস্তর লোক তাঁহার কথা শুনিয়া সন্তুষ্ট হওয়াতে তাঁহার প্রতি উহাদের দ্বেষভাব উপস্থিত হইলে কোনক্রমে তাঁহার উপর দোষ বর্ত্তাইতে পারে এ জন্যে এ কথা জিজ্ঞাসিল। ফলতঃ, উহারা অধ্যাপক এ প্রযুক্ত আপনাদিগকে মন্দিরের কর্ত্তাস্বরূপ বুঝিল, এবং তিনি যে কর্ম্ম করিতেছিলেন সে কর্ম্ম তাহাদের অনুমতি ব্যতিরেক কাহার করা উচিত নয়, এমত ভাবিয়া ঐ কথা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল।

প্র°। ভাল, তিনি তাহাদের সে কথা শুনিয়া কি উত্তর দিলেন?

উ°। কহিলেন, যে আমিও তোমাদিগকে এক কথা জিজ্ঞাসা করি, তোমরা তাহার উত্তর দিলে আমি কি যোগ্যতায় এ সকল করিতেছি তাহা তোমাদিগকে কহিব; য়োহনের বাপটিস্ম যে সে কি স্বর্গহইতে কিম্বা মনুষ্যহইতে হইয়াছিল, ইহার উত্তর আমাকে দেও।

প্রঃ। তিনি স্পষ্ট রূপে উত্তর না দিয়া ঐ কথা জিজ্ঞাসিলেন কেন?

উঃ। কারণ এই, যে তাহাদের যে মন্দিরের প্রতি তাঁহা-হইতে অধিক কর্তৃত্ব ছিল, তাহা তিনি কিছুই স্বীকার না করিয়া আপন কর্তৃত্বে এই সকল কর্ম্ম করিলেন; এ প্রযুক্ত তাহাদের ঐ সকল জিজ্ঞাসার কোন স্পষ্ট উত্তর না দিয়া ঐরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন।

প্রঃ। ভাল, উহারা তবে তাঁহাকে কি উত্তর দিল?

উঃ। আপনারা মনেং বিবেচনা করিল, যে যদি আমরা বলি, যে যোহনের বাপটিস্ম স্বর্গহইতে, তবে সে কহিবে, যে তোমরা তবে কি জন্যে তাহাকে প্রত্যয় করিলা না? কিন্তু যদি আমরা বলি, যে মনুষ্য-হইতে, তবে কি জানি লোকেরা আমাদিগকে পাতর মারিবে; আমাদের এই ভয় আছে, কেননা সকল লোক যোহনকে ভবিষ্যদ্বক্তা করিয়া নিতান্ত মানিত। তখন তাহারা যিশুকে উত্তর করিল, যে আমরা বলিতে পারি না।

প্রঃ। ইহাতে কি বোধ হয়?

উঃ। এই বোধ হয়, যে খ্রীষ্টের প্রজ্ঞা অতিশয়, যে হেতুক অধ্যাপকেরা বিস্তর চেষ্টা পাইলেও অথচ তাঁহার কথাতে কোন ছিদ্র ধরিতে পারিল না, এবং তাঁহার কোন জিজ্ঞাসাতেও উহাদের উত্তর দিবার শক্তি হইল না; বরং কৌশল ক্রমে তাঁহার উপর কোন দোষ বর্ত্তাইবার কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে জিজ্ঞাসা শেষে আপনাদের মানের হানির বিষয় প্রায় সর্ব্বদা হইল। অতএব ইহাদ্বারা আমরা নিশ্চয় জানিতে পারি, যে যাহারা খ্রীষ্টের সহিত বাদানুবাদ করে,

তাহাতে তাহাদের বলবত্তা কিম্বা জ্ঞানপ্রকাশ না হইয়া কেবল তাহাদের লজ্জাস্পদের বিষয় হইবে।

প্রঃ। ইহাতে কি শিক্ষা পাই?

উঃ এই শিক্ষা পাই, যে দুষ্ট লোকেরা ঈশ্বরহইতে মানুষকে অধিক ভয় করে। দেখদেখি, ঐ অধ্যাপকেরা মনুষ্যহইতে ভয় মাত্র রাখিত, কিন্তু তাহাদের ঐশ্বরিক ভয় যৎকিঞ্চিৎও ছিল না, তাহা না হইলে উহারা মিথ্যা কথা কহিত না; কেননা উহারা যে কহিল, য়োহনের বাপটিস্ম কোথাহইতে হইল তাহা আমরা জানি না, এটাতো মিথ্যা বোধ হয়, যেহেতুক তাহাদের বুঝিবার নানা উপায় ছিল; অতএব সকলে না জানিলেও কেহ না কেহ অবশ্য জ্ঞাত ছিল, যে সেটা স্বর্গহইতে হইয়াছে; কিন্তু কেবল কাল্পনিকতা ও দুষ্টতা প্রযুক্ত স্বীকার করিল না।

প্রঃ। ভাল, তবে তাহার পর তিনি কি উত্তর দিলেন?

উঃ। এই উত্তর দিলেন, যে আমি কি যোগ্যতায় এ সকল করিতেছি তাহা তোমাদিগকে কহিব না।

প্রঃ। ইহাতে কি জানা যায়?

উঃ। দুইটি জানা যায়।

প্রথম এই, যে খ্রীষ্ট যে সকল কর্ম্ম করিলেন তাহার কারণ কাহার নিকটে তাঁহার কহিবার আবশ্যক নাই, কিন্তু জগৎস্থ তাবল্লোক যে সকল কর্ম্ম করিতেছে তাহার কারণ সকলকেই তাঁহার নিকটে বলিতে হইবে; এবং সকলের কর্ম্মানুসারে তিনি প্রতিফল দিবেন।

দ্বিতীয়, ঐ অধ্যাপকেরা য়োহনের বাপটিস্ম যে স্বর্গহইতে হইয়াছিল তাহা স্বীকার করিল না, যে

হেতুক তাহাদের এই একটা ভয় ছিল, যে যদি আমরা স্বীকার করি তবে ইনি বলিবেন, যে তোমরা কেন তাহাকে প্রত্যয় করিলা না? এবং তাহারা আপনাদের অপ্রত্যয়ের কোন কারণ দেখাইতে পারিবে না, এই হেতুক তাহা স্বীকার করিল না; অতএব ইহাতে বোধ হয়, যে সকলকেই অবশ্য আপন২ অবিশ্বাসের কারণ খ্রীষ্টের নিকটে কহিতে হইবে, কি না এমন সময় আসিবে, যে যে সকল লোক খ্রীষ্টের প্রতি অবিশ্বাস করিতেছে, তাহার কারণ তাহাদিগকে সেই সময়ে তাঁহাকে অবশ্য বলিতে হইবে; এবং তৎ কালে যাহারা আপনাদের অবিশ্বাসের কোন কারণ দেখাইতে না পারিবে, তাহারা নরকে নিশ্চয় দণ্ডনীয় হইবে।

দ্বাদশ অধ্যায়ের ১ পদ অবধি ১২ পদ পর্য্যন্ত।

পরে তিনি দৃষ্টান্ত কথাতে তাহাদিগকে কহিতে লাগিলেন, যে এক মনুষ্য এক দ্রাক্ষাবাগান রোপণ করিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে বেড়া দিল, ও দ্রাক্ষাফল পুতিল ও মঞ্চ বানাইল, এবং কৃষকদিগকে তাহা গচ্ছিত করিয়া দূর দেশে গমন করিল। পরে সময়ানুক্রমে সেই কৃষকদের স্থানে আপন দ্রাক্ষাবাগানের ফল পাইবার কারণ এক ভৃত্যকে তাহাদের নিকট পাঠাইল। কিন্তু তাহারা

তাহাকে ধরিয়া প্রহার করিয়া শূন্য হাতে বিদায় করিল। পরে সে পুনরায় আর এক জনকে তাহাদের নিকট পাঠাইয়া দিল, এবং কৃষকেরা পাতর ফেলিয়া তাহার মস্তক ঘাইল করিয়া অপমানে বিদায় করিল। এবং পুনর্ব্বার সে আর এক জনকে পাঠাইল, তাহাকেও তাহারা বধ করিল; এবং কাহাকেও প্রহার ও কাহাকেও বধ করিল, এই মত অনেককে করিল। পরে তাহার পরম প্রিয় একটী পুত্র ছিল, তাহাকেও সে অবশেষে প্রেরণ করিল; ভাবিল, যে আমার পুত্রকে তাহারা অবশ্য সমাদর করিবে। কিন্তু সে কৃষকেরা পরস্পর বলিল, যে এইটা উত্তরাধিকারী, আইস আমরা ইহাকে বধ করি, তবে অধিকার আমাদিগের হইবে। অতএব তাহারা তাহাকে ধরিয়া বধ করিয়া দ্রাক্ষাবাগানের বাহিরে ফেলিয়া দিল। অতএব সে দ্রাক্ষাবাগানের অধিকারী কি করিবে? সে আসিয়া সেই কৃষকদিগকে নষ্ট করিয়া দ্রাক্ষাবাগান অন্যদিগকে দিবে। এবং এই গ্রন্থ তোমরা কখন পাঠ কর নাই, গাঁথকেরা যে প্রস্তর ত্যাগ করিয়াছিল, সে কোণের মূলাধার হইয়াছে; এই ঈশ্বরের কর্ম্ম, এবং

আমাদের দৃষ্টিতে অদ্ভুত। তখন তাহারা তাঁহাকে ধরিয়া লইতে চেষ্টা করিল, কেননা তাহারা জানিল, যে তিনি তাহাদের বিরুদ্ধে সেই দৃষ্টান্ত কহিলেন; কিন্তু লোকদিগকে ভয় করিল। পরে তাঁহাকে ছাড়িয়া তাহারা চলিয়া গেল।

প্রশ্ন। খ্রীষ্ট কি প্রকার কথাদ্বারা লোকদিগকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন?

উত্তর। তিনি উপমা কথাতে সকলকে শিক্ষা দিবার নিমিত্তে কহিলেন, যে এক ব্যক্তি একটা দ্রাক্ষাক্ষেত্র করিয়া কৃষক লোকদের কাছে গচ্ছিত করিলেন। সময়ানুক্রমে তিনি ফল পাইবার কারণ এক ভৃত্যকে পাঠাইলেন; কিন্তু উহারা তাহাকে কিছু ফল না দিয়া প্রহার করিয়া ফিরাইয়া পাঠাইল। এই মত তিনি দুই তিন বার আপন চাকর লোকদিগকে পাঠাইয়া দিলেন; তাহাতেও কৃষকেরা কিছু ফল না দিয়া কাহাকে প্রহার ও কাহাকে বধ করিল। পরে তাহার একটি অতি প্রিয় পুত্র ছিল, অতএব ইহাকে তাহাদের নিকট পাঠাইলে তাহারা অবশ্য সমাদর করিবে, ইহা ভাবিয়া তিনি তাহাদের কাছে তাহাকে পাঠাইয়া দিলেন; কিন্তু সে কৃষকেরা পরস্পর বলিল, যে এইটা উত্তরাধিকারী, আইস আমরা ইহাকে বধ করি, তবে অধিকার আমাদের হইবে; অতএব তাহারা তাহাকে ধরিয়া বধ করিয়া দ্রাক্ষাবাগানের বাহিরে ফেলিয়া দিল।

প্র। এই যে দৃষ্টান্ত ইহার ভাব কি?

উ°। ভাব এই, যে দ্রাক্ষারোপক মনুষ্য পদে ঈশ্বরকে বুঝায়, আর ঐ দ্রাক্ষাক্ষেত্র পদ য়হুদী লোকদের মণ্ডলীর জ্ঞাপক, এবং সেই বাগানের কৃষক হইয়াছে য়হুদী লোকদের অধ্যাপক ও যাজক গণ; আর ফলের জন্যে তিনি যে ভৃত্য সকলকে পাঠাইলেন, ইহার অর্থ য়হুদী লোকদের নিকটে ঈশ্বরপ্রেরিত ভবিষ্যদ্বক্তারা; যে হেতুক য়হুদী লোকেরা পূর্ব্ব কালে তাহাদের প্রতি এই দৃষ্টান্তানুযায়ী কর্ম্ম করিয়াছিল।

প্র°। তাহারা কি ঈশ্বরপ্রেরিত ভবিষ্যদ্বক্তাদিগকে এই রূপ দৌরাত্ম্য করিয়া বধ করিয়াছিল?

উ°। হাঁ, ঈশ্বর তাহাদের পূর্ব্ব পুরুষের নিকটে যে সকল ভবিষ্যদ্বক্তাদিগকে পাঠাইয়াছিলেন, তাহারা তাহাদের প্রতি ঠিক এই উক্ত মতে করিয়াছিল, কাহাকেও বা খুন, কাহাকেও বা তাড়না, কাহাকেও বা কয়েদ, ইত্যাদি কু ব্যবহার প্রায় সকলের প্রতি করিয়াছিল।

প্র°। ভাল, লেখা আছে, যে শেষে তিনি আপন পরম প্রিয় পুত্রকে তাহাদের নিকটে পাঠাইলেন, তাঁহার সেই প্রিয় পুত্র পদে কাহাকে বুঝায়?

উ° এই প্রিয় পুত্র পদে খ্রীষ্টকেই বুঝায়। ফল, যৎকালে ইনি এই দৃষ্টান্ত কহিলেন, তৎকালে উহারা তাঁহার প্রতি এমত কর্ম্ম না করিলেও তাহারা নিশ্চয় এই রূপ করিবে, ইনি ইহা জানিয়া সে কথা কহিলেন।

প্র°। আমার পুত্রকে উহারা অবশ্য সমাদর করিবে, ইহা ভাবিয়া দ্রাক্ষাক্ষেত্রের কর্ত্তা কৃষকদের নিকটে তাহাকে পাঠাইলেন, এ কথাতে কি বোধ হয়?

উ°। এই বোধ হয়, যে ঈশ্বর যাহারং নিকটে আপন পুত্রের কথা প্রকাশ করাইতেছেন, তাহাদের কর্ত্তব্য এই, যে উহারা সেই কথা শুনিয়া তাঁহাকে সমাদর করে, যে হেতুক সেই আশয়েতে ঈশ্বর তাঁহাকে পাঠাইয়া দিতেছেন; এবং যাহারা না করিবে তাহারা য়হুদী লোকদের মত অবশ্য বিনষ্ট হইবে।

প্র°। ভাল, এই দৃষ্টান্ত কথাতে আমরা কি শিক্ষা পাই?

উ°। দুইটী শিক্ষা পাই।

প্রথম এই, যে ঐ বাগানের কর্ত্তা আপন ক্ষেত্রে অনেক কৃষি কর্ম্ম করাণেতে তাঁহার ফল পাইবার ভরসা ছিল, অতএব ইহাতে এই বোধ হয়, যে ঈশ্বর লোক সকলকে শাস্ত্রদ্বারা কিম্বা প্রেরিতদের দ্বারাইবা হউক, পারমার্থিক বিষয়ে যেমতং শিক্ষা করাইয়াছেন, তিনি তাহাদের স্থানে তদনুরূপ ফল পাইবার সম্ভাবনা করিতেছেন; অতএব শিক্ষা পাইয়াও যাহারা তদনুসারে ফল না ধরায় ঈশ্বরের বিচারেতে তাহাদের দোষের অতিশয় বাহুল্য হইবে।

দ্বিতীয়, ঈশ্বরের দয়া আর যে মনুষ্যেদের দুষ্টতা এই দুইটা অতি আশ্চর্য্য বিষয়। দেখ দেখি, ঈশ্বর ঐ কৃষকদের প্রতি দয়া করিয়া ভবিষ্যদ্বক্তৃগণকে পাঠাইয়া দিলেন, কিন্তু উহারা তাহাদের কথাতে বিশ্বাস না করিয়া বরং তাহাদের প্রতি কেবল তাড়নাদি করিল; তথাপি তিনি ক্ষান্ত না হইয়া কোন ক্রমে তাহাদের মন যেন ফিরে এই নিমিত্তে একের পর আর আরের পর অন্য এই রূপে নানা ভবিষ্যদ্বক্তাকে তাহাদের উপকারার্থে পাঠাইলেন, ইহাতে তাঁহার যে দয়া সে অতিশয় আশ্চর্য্য বিষয় বটে। আর উহারা যে সেই

ঈশ্বরের প্রেরিত ভবিষ্যদ্বক্তাদিগকে এতদ্রূপ পুনঃং তাড়না করিল, ইহাতে তাহাদের দুষ্টতা অতি অসম্ভবের বিষয় ছিল। ফল, আজি পর্য্যন্ত দুষ্ট লোকেরা যদি এই রূপ ব্যবহার না করিত, তবে আমাদের বোধ হইত না, যে পৃথিবীতে পূর্ব্বে এমত কুব্যবহারী লোক ছিল।

প্রঃ। ভাল, তবেতো বোধ হয়, যে এ তদ্দেশস্থ লোকেরা য়হুদীয় লোকহইতে অতিশয় ভাল, যে হেতুক ইহারা আপনং গুরু ও অধ্যাপক লোকদিগকে ঈশ্বরীয় লোক জানিয়া তাহাদের প্রতি এমত না করিয়া অতি সমাদর পূর্ব্বক নমস্কারাদি করে।

উঃ। এ তদ্দেশস্থ লোকেরা যে আপনং গুরু পুরোহিতাদিকে এই মত সমাদর করে, ইহাদ্বারাতেই বোধ হয় যে ঐ গুর্ব্বাদি কদাচ ঈশ্বরীয় প্রেরিত নয়, যে হেতুক লোকেরা যে তাহাদিগকে এতদ্রূপ সম্ভ্রম করে সেটা কেবল তাহাদের প্রতারকতাদ্বারাই হয়। ফল, আদি পুরুষের পতনকাল অবধি সকলি বিপরীত হইয়া গিয়াছে, কি না ঈশ্বরের প্রেরিতেরা সমাদর না পাইয়া কেবল তাড়না পাইতেছে; আর প্রতারকেরা তাড়না না পাইয়া কেবল তাহাদের সম্মান বাড়াইতেছে। য়হুদী লোকদের আচরণ হইয়াছে ইহার সাক্ষাৎ প্রমাণ, কেননা ঈশ্বরের প্রেরিত ভবিষ্যদ্বক্তাদিগকে উহারা তাড়না করিয়া বধ করিল, কিন্তু প্রতারক যে ফারসী ও অধ্যাপক লোকেরা তাহাদের উপদেশ দ্বারা ভ্রান্ত হইয়া তাহাদিগকে বড় সম্মান করিত। আর যুক্ত্যনুসারে ও বোধ হয়, যে ঈশ্বরীয় লোকেরা দুষ্টদের কর্ত্তৃক অবশ্য ঐমত তা-

ড়িত হইবে। দেখ দেখি, কোন জজ্ সাহেব যদি এক দল ডাকাইত লোকদিগকে সু উপদেশ দিবার জন্যে এক জন লোককে পাঠায়, তবে সে দুষ্ট লোকেরা সেই জজের প্রতি দ্বেষ ভাব থাকা প্রযুক্ত অবশ্য তাহার লোককে সমাদর না করিয়া সঙ্গতি পাইলে তাড়নাদি করিবে; তেমনি পাপেতে পতিত প্রযুক্ত মনুষ্যেরা ঐ ডাকাইতের স্বরূপ হইয়া ঈশ্বরের প্রতি দ্বেষ ভাব রাখে; অতএব কু স্বভাব ঘুচিয়া সু স্বভাব না হইলে ঈশ্বরের প্রেরিতদিগকে গ্রাহ্য করিয়া কদাচ সমাদর করিবে না।

প্রঃ। ভাল, সেই দুষ্ট কৃষকেরা যে কি প্রতিফল পাইবে ইহা তাহাদিগকে বুঝাইবার নিমিত্তে খ্রীষ্ট কি কোন কথা কহিলেন?

উঃ। হাঁ, কহিলেন, যে দ্রাক্ষাবাগানের অধিকারী আসিয়া সেই কৃষকদিগকে নষ্ট করিয়া দ্রাক্ষাবাগান অন্য-দিগকে দিবেন।

প্রঃ। এই কথার ভাব কি?

উঃ। ভাব এই, যে ঈশ্বর য়হুদী লোকদের দুষ্কর্ম্মজন্যে তাহাদিগকে বিনষ্ট করিয়া ও আপনার মণ্ডলী তাহা-দেরহইতে কাড়িয়া লইয়া অন্যের মধ্যে, কি না ভিন্ন দেশি লোকদের মধ্যে, স্থাপন করিবেন।

প্রঃ। ভাল, খ্রীষ্টের ঐ উক্ত কথানুসারে য়হুদী লোকদের প্রতি ঘটিয়াছে কি না?

উঃ। হাঁ, ঠিক তদ্রূপ ঘটিয়াছে, যে হেতুক উহারা ঈশ্বরের কোপেতে পড়িয়া তাহার মণ্ডলীহইতে বহির্ভূত হইয়া দেশ দেশান্তরে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে। ফল, খ্রীষ্ট যখন এ কথা কহিয়াছিলেন, তৎকালে য়হুদী

লোক ছাড়া জগৎস্থ প্রায় তাবল্লোক দেবপূজক ছিল; এইক্ষণে তাহাদের মধ্যে অনেকং দেশস্থ লোক আত্মপৈতৃক ব্যবহার দেবপূজাদি ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের মণ্ডলীর মধ্যে আনীত হইয়াছে; এবং য়হুদী লোকেরা এইক্ষণে প্রায় দুই হাজার বৎসর এতদ্রূপ ছিন্ন ভিন্ন হইলেও অথচ অদ্যাবধি উহারা ঈশ্বরের কোপাধীন আছে, এ প্রযুক্ত আপনাদের পৈতৃক বসতিস্থান পরের হস্তহইতে স্বাধিকারে আনিতে পারে নাই, অতএব খ্রীষ্টের ঐ উক্ত কথা সর্ব্ব প্রকারে পূর্ণ হইয়াছে।

প্রঃ। ইহাতে কি শিক্ষা পাই?

উঃ। এই শিক্ষা পাই, যে যাহারা ঈশ্বরপ্রকাশিত অনুগ্রহকে হেয় জ্ঞান করে, বিশেষতঃ যাহারা তাঁহার প্রেরিতদিগকে তাড়নাদি করে, তাহারা আপনাদের দুষ্টতার প্রতিফল অবশ্য পাইবে।

প্রঃ। ঐ অধ্যাপকাদি এই দৃষ্টান্ত কথার ভাব যেন স্পষ্ট রূপে বুঝিতে পারে, এ জন্যে খ্রীষ্ট কি আর কোন কথা তাহাদিগকে কহিলেন?

উঃ। হাঁ, কহিলেন, যে এই গ্রন্থ কি তোমরা কখন পাঠ কর নাই, যে গাঁথকেরা যে প্রস্তর ত্যাগ করিয়াছিল, সে কোণের মূলাধার হইয়াছে; এই ঈশ্বরের কর্ম্ম, এবং আমাদের দৃষ্টিতে অদ্ভুত?

প্রঃ। এই কথা কোথায় লেখা আছে, এবং ইহার ভাব বা কি?

উঃ। পূর্ব্ব কালে তাহাদের রাজা ছিলেন যে দাউদ, তাহার গীত পুস্তকে ঐ কথা লেখা আছে, এবং সেটা খ্রীষ্টের উপরে খাটে; কি না ঐ ফারসী অধ্যাপকেরা হইয়াছে

গাঁথক স্বরূপ, এবং যে প্রস্তর তাহাদের কর্ত্তৃক ত্যাক্ত হইয়া শেষে কোণের মূলাধার হইয়াছিল, ইহার অর্থ খ্রীষ্ট,কি না তিনি এই কথাদ্বারা তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন, যে উহারা তাঁহার বিরুদ্ধে চলিলেও অবশ্য তাঁহার মণ্ডলী সংস্থাপন করা যাইবে,এবং তন্মণ্ডলীতে তিনি কাদি ক্ষান্ত স্বরূপ হইয়া সর্ব্ব বিষয়ে সর্ব্ব প্রধান হইলেন।

প্রঃ। ভাল, উহারা সে কথার ভাব বুঝিল কি না?

উঃ। হাঁ, তাহারা তাঁহার সেই কথার এই ভাব বুঝিল, যে ইনি আমাদের প্রতি কটাক্ষ করিয়া এ কথা কহিতেছেন এই হেতুক তাঁহাকে ধরিয়া লইতে চেষ্টা করিল; কিন্তু লোকভয় প্রযুক্ত তৎকালে তাহা করিতে না পারাতে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

প্রঃ। এই কথাতে কি শিক্ষা পাই?

উঃ। এই শিক্ষা পাই, যে দুষ্ট লোকদের নিকটে ধর্ম্ম বিষয়ক কোন ঈশ্বরীয় ভয়ানক কথা কহিলে তাহাতে তাহাদের ভয় না জন্মিয়া কথকদের প্রতি কেবল অধিক ঈর্ষাভাব জন্মে। দেখ দেখি,খ্রীষ্ট ঐ অধ্যাপকদিগকে যে কথা কহিলেন সে অতি কঠিন, ও তাহাদের ভয়ানক বটে; অতএব উহারা যদি শয়তানীয় লোক না হইত, তবে ঐ কথাতে অতিশয় ভয় পাইয়া সচেতন হইত; কিন্তু তাহা না হইয়া তাহারা কেবল তাহাদের ঈর্ষামাত্র জন্মাইল।

অনন্তর তাঁহার কথার ছিদ্র ধরিবার কারণ তাহারা কএক জন ফারিশীকে ও হেরোদীয়দিগকে তাঁহার নিকটে পাঠাইল। এবং তাহারা আসিয়া তাঁহাকে বলিল, যে হে গুরো, আমরা জানি, যে আপনি সত্যবাদী ও কাহার উপরোধ রাখেন না, কেননা আপনি মনুষ্যদের মুখাপেক্ষা করেন না, কিন্তু ঈশ্বরের পথ সত্যেতে শিখান; অতএব কেসরকে রাজস্ব দেওয়া কর্ত্তব্য কি না? আমরা দিব কি না দিব? কিন্তু তিনি তাহাদের কাপট্য জানিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা কেন আমার পরীক্ষা কর? আমার দেখিবার জন্যে একটা সিকি আন, এবং তাহারা তাহা আনিল। তখন তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, যে এই মূর্ত্তি ও লেখা কাহার? তাহারা কহিল, যে কেসরের। তখন যিশু তাহাদিগকে প্রত্যুত্তর করিয়া কহিলেন, কেসরের বস্তু কেসরকে দেও, এবং ঈশ্বরের বস্তু ঈশ্বরকে দেও। এবং তাঁহার কথাতে তাহারা আশ্চর্য্য মানিল। তখন সাদুকীরা যাহারা বলে যে পুনরুত্থান হয় না, তাহারা তাঁহার নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,

যে হে গুরো, মোশ আমাদের প্রতি এই লিখিল, যে যদি কাহার ভাই স্ত্রীকে ছাড়িয়া নিঃসন্তানে মরে, তবে তাহার ভ্রাতা তাহার স্ত্রীকে গ্রহণ করিয়া আপন ভ্রাতার কারণ বংশোদ্ভব করিবে। কিন্তু সাত ভাই ছিল, এবং প্রথম জন স্ত্রীগ্রহণ করিয়া বংশ রহিত মরিল। পরে দ্বিতীয় ভাই সেই স্ত্রীকে গ্রহণ করিয়া সেও নিঃসন্তানে মরিল, এবং তৃতীয় জনও তদনুরূপ হইল। পরে ক্রমে২ সাত জনেই সেই স্ত্রীকে গ্রহণ করিয়া সন্তান রহিত মরিল। অতএব পুনরুত্থান সময়ে যখন সেই জনেরা উঠিবে, তখন তাহাদের মধ্যে কাহার সে স্ত্রী হইবে, কেননা সাত জনেই তাহাকে স্বস্ত্রী করিয়া রাখিয়াছিল। তখন যিশু তাহাদিগকে উত্তর করিলেন, তোমরা না কি গ্রন্থের কথা এবং ঈশ্বরের শক্তি না জানিয়া ভ্রান্ত আছ; কেননা যখন তাহারা মৃত্যুহইতে উত্থান করে, তখন তাহারা বিবাহ করে না, বিবাহিতও হয় না; কিন্তু স্বর্গীয় দূতগণের তুল্য হয়। কিন্তু মৃত লোকের পুনরুত্থান করার বিষয়ে কি তোমরা মোশের পুস্তকে পাঠ কর নাই? যে ঈশ্বর ঝোপের মধ্যে থাকিয়া তাহাকে কি পুকার কহিলেন, যে

আমি আব্রাহামের ঈশ্বর, ও ইস্হাকের ঈশ্বর, ও যাকোবের ঈশ্বর; তিনি মৃত লোকের ঈশ্বর নহেন, কিন্তু জীবিতের ঈশ্বর; অতএব তোমরা অতি ভ্রান্ত আছ।

প্রশ্ন। পূর্ব্ব লিখিত বৃত্তান্তের পরে খ্রীষ্টের নিকটে কোন লোক আইল?

উত্তর। তাঁহার কথাতে ছিদ্র ধরিবার জন্যে অধ্যাপক ও প্রধান যাজক কএক জন ফারূসীদিগকে ও হেরোদীয়দিগকে তাঁহার নিকটে পাঠাইল।

প্রঃ। তাঁহার কথাতে দোষ ধরিবার জন্যে উহারা তাঁহাকে কি জিজ্ঞাসা করিল?

উঃ। এই জিজ্ঞাসা করিল, যে হে গুরো, আমরা জানি যে আপনি সত্যবাদী ও কাহার উপরোধ রাখেন না, কেননা আপনি মনুষ্যদের মুখাপেক্ষা করেন না, কিন্তু ঈশ্বরের পথ সত্যেতে শিক্ষান; অতএব কাইসরকে রাজস্ব দেওয়া কর্ত্তব্য কি না, আমরা দিব কি না দিব?

প্রঃ। ভাল, এই জিজ্ঞাসাদ্বারা তাঁহার কথাতে কি ছিদ্র ধরিতে তাহারা মনস্থ করিল?

উঃ। সেই সময়ে যদ্যপিও য়ুহুদী লোকেরা দেবপূজক রুমী লোকদের বশীভূত ছিল, তথাপি আপনাদিগকে ঈশ্বরের লোক জ্ঞান করাতে মনে২ এই স্থির করিল, যে রুমী লোকদের রাজা কাইসরকে আমাদের কর দেওয়া অকর্ত্তব্য; অতএব খ্রীষ্ট যদি তাহাদের কথার উত্তর দিয়া বলিতেন, যে তাহাকে রাজস্ব

দেওয়া উচিত, তবে ঐ কথা সকলকে শুনাইয়া তৎ-কথা কহন প্রযুক্ত তাঁহার প্রতি তত্রস্থ তাবৎ লোক-দের হিংসা জন্মাইতে চেষ্টা পাইত; আর উনি যদি বলিতেন, যে কাইসরকে কর দেওয়া কর্ত্তব্য নয়, তবে রাজপ্রতিনিধি তদ্দেশাধ্যক্ষকে সেই কথা জানাইয়া অপরাধী করিবে, তাহাদের এই মনস্থ ছিল।

প্রঃ। ইহাতে কি শিক্ষা পাই?

উঃ। দুইটি শিক্ষা পাই।

প্রথম এই, যে দুষ্ট লোকদের মুখহইতেও কখনং উত্তম ও সত্য কথা বাহির হয়, কিন্তু উহারা সত্য-বাদী ও শ্রেষ্ঠ লোকদের মত ফল কখন পাইবে না। দেখদেখি, ঐ লোকেরা যে খ্রীষ্টকে ঈশ্বরের সত্যপথ শিক্ষক করিয়া বলিল, সেটা সত্য বাক্য হইলেও তা-হারা কাল্পনিক ভাবে সে কথা কহাতে সদ্ভাবে কথন-দ্বারা জন্মে যে উত্তম ফল, তাহা তাহারা প্রাপ্ত না হইয়া বরং সেই কথা কহনের প্রয়োজক যে কাল্পনিক মতি তদনুসারে প্রতিফল পাইবে।

দ্বিতীয়, দুষ্ট লোকেরা কাহার দ্বারা কোন মন্দ কর্ম্ম করিতে মনস্থ করিলে তৎকর্ম্ম যে করিবে এমত লোকের অভাব হয় না; তাহার সাক্ষী দেখ, অধ্যাপ-কেরা ও যাজকেরা খ্রীষ্টের কথাতে ছিদ্র ধরিতে স্থির করিল, অথচ উহারা যে নিজে সে কর্ম্ম করিবে না মনেং ইহা নিশ্চয় করিলেও ফারসী ও হেরোদীয়-দিগকে অনায়াসে পাইয়া তৎকর্ম্ম করিতে তাহা-দিগকে পাঠাইয়া দিল।

প্রঃ। ভাল, তিনি তাহাদের জিজ্ঞাসাতে কি উত্তর দিলেন?

উ°। তাহাদের কাল্পনিকতা জানিয়া কহিলেন, যে একটা সিকী আমাকে দেখাও। পরে উহারা তাঁহাকে তাহা দেখাইল,তাহার মধ্যে কাইসরের মূর্ত্তিলেখা দেখিয়া তিনি কহিলেন, যে ঐ মূর্ত্তি কাহার? উহারা কহিল, যে কাইসরের। পরে তিনি উত্তর দিলেন, যে কাইসরের বস্তু কাইসরকে দেও, ও ঈশ্বরের বস্তু ঈশ্বরকে দেও।

প্র°। ভাল, এ কথা শুনিয়া উহারা কি করিল?

উ°। তাহাদের কথার এইমত প্রকারান্তরে উত্তর হওয়াতে বড় আশ্চর্য্য করিয়া মানিল, কিন্তু তাঁহার অব্যক্ত ভাবে বলাতে তাঁহার কথাতে ছিদ্র ধরিতে পারিল না; ইহাতে ফল এই বুঝা যায়, যে কাইসরকে কর দেওয়া তাহাদের কর্ত্তব্য, যে হেতুক তাহাদের দেশ চলন রৌপ্যাদি মুদ্রাতে তাহার মূর্ত্তি ছিল; অতএব বিষয় কর্ম্মেতে সেই মূর্ত্তি তাহার কর্ত্তৃত্বের চিহ্ন স্বরূপ জানিয়া ঐ সকল বিষয়ে তাহাকে তাহাদের মান্য করা উচিত কি না? দেশ ব্যবস্থানুসারে তদ্বস্তু তাহাকে দেওয়া তাহাদের কর্ত্তব্য, কিন্তু ঈশ্বরের বস্তু যে অন্তঃকরণ তাহা তাঁহার প্রতি অর্পণ করা ভাল।

প্র°। ইহাতে কি শিক্ষা পাই?

উ°। চারিটা শিক্ষা পাই।

প্রথম এই, যে খ্রীষ্ট যেমন সেই সকল লোকদের কাল্পনিকতা জানিয়া তদনুসারে তাহাদিগকে উত্তর দিলেন,তেমনি তিনি আরং দুষ্ট লোকদেরও কাল্পনিকতা ও দুষ্টতা জানিয়া তদনুসারে প্রতিফল দিবেন।

দ্বিতীয়, তিনি যে তাহাদিগকে স্পষ্ট উত্তর দিলেন না, ইহাতে বোধ হয়, যে যাহারা পারমার্থিক উপদেশ দিতে নিযোজিত হয়, রাজ কর্ম্মের সহিত

তাহাদের কোন সম্বন্ধ নাই; অতএব তদ্বিষয়ে তাহাদের কোন ভার লওয়া উচিত নয়।

তৃতীয়, অনেকে জিজ্ঞাসা করে, যে কি করা কর্ত্তব্য? কিন্তু জানিতে পারিলে তদনুসারে কর্ম্ম করে না। দেখ, খ্রীষ্ট যদি তাহাদের কর্ত্তব্য বিষয় স্পষ্ট রূপে কহিতেন, তবে তদনুরূপ কদাচ না করিয়া বরং তৎ কথনেতে কেবল তাঁহার একটা দোষোল্লেখ করিত।

চতুর্থ, অনেক লোক খ্রীষ্টের কথাতে আশ্চর্য্য জ্ঞান করে, অথচ বিশ্বাস করে না; কিন্তু কেবল আশ্চর্য্য জ্ঞান করাতে তাহাদের ত্রাণ হইবে না, তন্নিমিত্তে বিশ্বাসের আবশ্যকতা আছে। ফল, লোক বিশ্বাস রহিত হইয়া যত অধিক আশ্চর্য্য জ্ঞান করিবে, সেটা কেবল তাহাদের অতিশয় দণ্ডবৃদ্ধির কারণ হইবে।

প্রঃ। ভাল, ঐ কথাতে কি আর কিছু শিক্ষা পাই?

উঃ। হাঁ, আর দুইটা শিক্ষা পাই।

প্রথম এই, যে পারমার্থিক বিষয়ে শিক্ষাতে নিযোজিত লোকদের আসল যদি দুষ্ট হয়, তবে তাহাদের সেই দুষ্টতার বিজাতীয় ফল হইবে; ইহার প্রমাণ ঐ অধ্যাপক ও ফারূসীদের আচরণেতেই প্রত্যক্ষ হইতেছে, যে হেতুক উহারা ধর্ম্ম শিক্ষক নামে খ্যাত হইয়াও সর্ব্বদা কেবল প্রতারকতা ভাবে বেড়াইয়া পরের দোষানুসন্ধানের চেষ্টাতেই ফিরিল।

দ্বিতীয়, যাহারা ঈশ্বরীয় লোক হয়, তাহারা দুষ্ট লোকদের হিংসা আর ঈর্ষা কদাচ এড়াইতে পারে না, কি না তাহারা অবশ্য দুর্জ্জনদের হিংসাদি পাত্র হইবে। দেখ দেখি, খ্রীষ্ট শুদ্ধসত্ত, নির্ম্মল, অহিংসক,

ও পাপি লোকহইতে বিভিন্ন হইলেও সর্ব্বদা দুষ্ট লোকদের ঘৃণাস্পদ ছিলেন।

প্রঃ। ভাল, তাহার পরে কোন লোকেরা খ্রীষ্টের নিকটে আইল?

উঃ। সাদুকিরা আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, যে হে গুরো; মোশহ্ আমাদের প্রতি এই কথা লেখিলেন, যে যদি কাহার ভাই স্ত্রীকে রাখিয়া নিঃসন্তানে মরে, তবে তাহার ভ্রাতা তাহার স্ত্রীকে গ্রহণ করিয়া আপন ভ্রাতার কারণ বংশোদ্ভব করিবে; কিন্তু আমাদের মধ্যে এক জন এক স্ত্রীকে বিবাহ করিয়া সন্তানোৎপত্তির পূর্ব্বেই মরিল; তাহার পর তাহার আর সাত ভাই ঐ স্ত্রীকে ক্রমেং ঐ রূপে বিবাহ করিয়া সকলেই নিঃসন্তানে মরিল, অতএব জগতের শেষ দিনে যখন মানুষের শরীর আপনং আত্মাতে সংযুক্ত হইয়া পুনরুত্থিত হইবে, তখন সে কাহার স্ত্রী হইবে?

প্রঃ। উহারা ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিল কেন?

উঃ। কারণ এই, যে উহারা এক প্রকার নাস্তিক ছিল, যে হেতুক পরকাল ও পুনরুত্থান যে আছে, তাহা উহারা মানিত না; অতএব মনে করিল, যে ইনি এই কথার উত্তর দিতে পারিবেন না।

প্রঃ। ভাল, তবে ইনি তাহাদের কথার কি উত্তর দিলেন?

উঃ। কহিলেন, যে তোমরা গ্রন্থের কথা ও ঈশ্বরের শক্তি না জানিয়া ভ্রান্ত আছ, কেননা যখন তাহারা মৃত্যুহইতে উত্থান করে তখন তাহারা বিবাহ করে না, বিবাহিতও হয় না।

প্রঃ। ইহাতে কি বোধ হয়?

উঃ। দুইটা বোধ হয়।

প্রথম এই, যে পারমার্থিক বিষয়েতে লোকদের অনেক ভ্রান্তি আছে, কিন্তু তাহাদের সেই ভ্রান্তির মূল হইয়াছে ধর্ম্ম পুস্তকের অনালোচনা। ফল, এতদ্দেশস্থ লোকেরা যদি ঈশ্বরের ধর্ম্ম গ্রন্থের বিষয় অবগত থাকিত, তবে পারমার্থিক বিষয়ে তাহাদের এত ভ্রান্তি হইত না, বরং সেই ধর্ম্ম পুস্তকহইতে তাহারা উত্তম শিক্ষা পাইয়া দেবপূজাদি ত্যাগ করিত, এবং খ্রীষ্টকে ত্রাণকর্ত্তা জানিয়া নিশ্চয় তাঁহার উপর বিশ্বাস করিত।

দ্বিতীয়, শাস্ত্রেতে লিখিত নানা কর্ম্মের মধ্যে কোনং কর্ম্ম কি প্রকারে ঘটিবে ইহা আমাদের বুঝিতে অসাধ্য হইলেও অগ্রাহ্য করা অকর্ত্তব্য, বরং সেই সকল ঈশ্বরের বাক্য এমত নিশ্চিত প্রমাণ পাইলে তাহা কিসেতে পূর্ণ হইবে, ইহা যদ্যপিও আমরা স্থির করিতে না পারি, তথাপি তাহাতে বিশ্বাস রাখা আমাদের উচিত; যে হেতুক আমরা যাহাং বুঝিতে না পারি সর্ব্ব শক্তিমান্ ঈশ্বর সে সকলি বুঝিতে পারেন, এবং আমাদের অসাধ্য কর্ম্ম তিনি অনায়াসে করিতে পারেন। দেখ, ঐ সাদুকীরা মৃত লোকদের পুনরুত্থান হওয়া অসাধ্য জ্ঞান করিলে খ্রীষ্ট তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন, যে অজ্ঞানতা প্রযুক্ত তাহাদের এমত বোধ ছিল, কি না ঈশ্বরের অসাধারণ শক্তি না জানিয়া তাহারা এমত ভাবিল।

প্রঃ। ভাল, পরকাল ও পুনরুত্থান যে আছে ইহা বুঝাইবার নিমিত্তে তিনি তাহাদিগকে কোন কথা কহিলেন কি না?

উ°। হাঁ কহিলেন, যে মৃত লোকদের পুনরুত্থানের বিষয়ে তোমরা কি মোশার পুস্তকে পাঠ কর নাই, যে ঈশ্বর তাহাকে কি পুকার কহিলেন, যে আমি আবরহামের ঈশ্বর, ও য়িশহাকের ঈশ্বর, ও য়াকবের ঈশ্বর? তিনি মৃত লোকের ঈশ্বর নহেন, কিন্তু জীবিতদের ঈশ্বর।

প্র°। ভাল, পরকাল আছে, এ কথাতে কি প্রমাণ পাওয়া যায়?

উ°। আবরহামের মৃত্যুর পরে ঈশ্বর আপনাকে আবরহামের ঈশ্বর করিয়া কহিলেন, কিন্তু ঈশ্বরতো মৃত লোকদের ঈশ্বর নহেন, অতএব ইহাতে বোধ হয় যে আবরহামের শরীরের নাশ হইলেও তাহার জীবাত্মা জীয়ন্ত ছিল; ইহাতেই জানা যায় যে পরকাল আছে, নতুবা শরীরের সহিত তাহার জীবাত্মাও নষ্ট হইত।

প্র°। এ কথাতে কি শিক্ষা পাই?

উ°। এই শিক্ষা পাই, যে পারমার্থিক বিষয়ে লোকদের যে নানা ভুল ভ্রান্তি তাহা দূর করিবার নিমিত্তে ধর্ম্মশাস্ত্রের পাঠ ও তদর্থ জ্ঞানের আবশ্যকতা আছে, কিন্তু ধর্ম্মাত্মাদ্বারা তাহা শিক্ষিত হইবার জন্যে ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করা উচিত, যে হেতুক তদর্থ বুঝিবার নিমিত্তে ধর্ম্মাত্মা প্রাপ্ত হইবার অপেক্ষা করে, এবং প্রার্থনা করিলে ঈশ্বর ধর্ম্মাত্মা দিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। ফল, লোকদের নরকে যাইবার মূলকারণ হইয়াছে যে সকল ভ্রমাদি, তাহা দূরীকৃত না হইলে তাহারা কোন ক্রমে নরকপথ ত্যাগ করিতে পারি-

যে না; অতএব তদ্ভ্রান্তি ঘুচাইবার নিমিত্তে প্রার্থনা পরম উপকারক জানিয়া একান্ত ভাবে তাহাতে থাকা সকলের কর্ত্তব্য।

[দ্বাদশ অধ্যায়ের ২৮ পদ অবধি ৪৪ পদ পর্য্যন্ত।

পরে এক জন অধ্যাপক আসিয়া তাহাদের উত্তর প্রত্যুত্তরে বিচার শুনিয়া, এবং তাহাদের প্রতি তিনি বিলক্ষণ উত্তর দিয়াছেন ইহা বুঝিয়া, সে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, যে আজ্ঞা সকলের মধ্যে কোন আজ্ঞা শ্রেষ্ঠ? য়িশু তাহাকে উত্তর দিলেন, যে সকল আজ্ঞার মধ্যে শ্রেষ্ঠ আজ্ঞা এই, যে হে য়িশরাএল, অবধান কর; আমাদের ঈশ্বর প্রভু একই প্রভু আছেন, এবং তুমি প্রভু আপন ঈশ্বরকে আপনার সকল মনে ও সকল প্রাণে ও সকল অন্তঃকরণে ও সকল সামর্থ্যেতে প্রেম করিবা, এই প্রথম আজ্ঞা আছে। এবং দ্বিতীয়াও তাহার সদৃশী এই, যে তুমি আপন পড়সিকে আত্মবৎ প্রেম করিবা। এই দুই আজ্ঞাহইতে আর কোন আজ্ঞা বড় নহে। তখন সে অধ্যাপক তাহাকে কহিল, সত্য, গুরো, আপনি বিলক্ষণ কহিলেন; কেননা এক ঈশ্বর আছেন, এবং তাঁহা ব্যতিরেক আর কেহ নাই।

এবং তাঁহাকে সকল মন ও সকল বুদ্ধি ও সকল প্রাণ ও সকল সামর্থ্য দিয়া প্রেম করা এবং আপন পড়সিকে আত্মবৎ প্রেম করা, ইহা যাবদীয় সম্পূর্ণ হোম যজ্ঞ বলিদানাদি হইতে বড় আছে। তখন য়িশু তাহার সুবুদ্ধি রূপ উত্তর করা দেখিয়া তাহাকে কহিলেন, তুমি ঈশ্বরের রাজ্যহইতে দূর নহ। এবং তাহার পরে তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে কাহার সাহস হইল না। অনন্তর য়িশু মন্দিরের মধ্যে শিক্ষাইতেং প্রশ্ন করিয়া কহিলেন, যে অধ্যাপকেরা কেমন করিয়া বলে, যে খ্রীষ্ট দাউদের সন্তান? কেননা দাউদ আপনি ধর্ম্মাত্মাহইতে কহিলেন, যে প্রভু আমার প্রভুকে কহিলেন, যে আমি যদবধি তোমার শত্রুদিগকে তোমার পায়ের পীড়ি না করিয়া দেই তাবৎ তুমি আমার দক্ষিণ পার্শ্বে বসিয়া থাক। অতএব দাউদ আপনি তাঁহাকে প্রভু করিয়া কহেন, তবে তিনি কেমন করিয়া তাহার পুত্র হন? এবং ইতর লোকেরা তাঁহার কথা শ্রদ্ধা পূর্ব্বক শুনিল। এবং শিক্ষার মধ্যে তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, যে অধ্যাপকদের প্রতি সাবধান থাক; তাহারা যাতায়াতে দীর্ঘপরিচ্ছদ, ও বাজারেতে প্রণাম, ও

ভজনালয়ে প্রধান আসন, ও ভোজন নিমন্ত্রণে শ্রেষ্ঠ স্থান আকাঙ্ক্ষা করে। তাহারা বিধবার ঘর খাইয়া ফেলে, এবং ছল করিয়া দীর্ঘ আরাধনা করে। তাহারা অধিক দণ্ড পাইবে। অনন্তর যিশু ভাণ্ডারের সম্মুখে বসিয়া লোক সকল ভাণ্ডারের মধ্যে টাকা কড়ী কি রূপ দিতেছে তাহা দেখিলেন; এবং অনেক ধনিরা যথেষ্ট রাখিয়া দিল। পরে এক জন দরিদ্র বিধবা আসিয়া দুই পয়সা, যাহাতে অর্দ্ধ আনা হয়, তাহা রাখিয়া দিল। তখন তিনি আপন শিষ্যদিগকে ডাকিয়া কহিলেন, সত্য আমি তোমাদিগকে কহি, যে ভাণ্ডারের মধ্যে যত লোক রাখিয়া দিয়াছে, সে সকল লোকহইতে এই দরিদ্র বিধবা অধিক ফেলিয়া দিয়াছে, কেননা তাহারা আপনাদের ধনের বাহুল্যহইতে যৎকিঞ্চিৎ দিয়াছে; কিন্তু সে আপনার দৈন্যহইতে আপন সর্ব্বস্ব বরং আপন দিনপাতের দ্রব্য সকলি দিয়াছে।

প্রশ্ন। এক জন অধ্যাপক খ্রীষ্টের উত্তর প্রত্যুত্তর শুনিয়া কি করিল?

উত্তর। তিনি বিলক্ষণ উত্তর দিয়াছেন ইহা বুঝিয়া সে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, যে আজ্ঞা সকলের মধ্যে কোন আজ্ঞা শ্রেষ্ঠ?

প্র°। ইহাতে কি বোধ হয় ও?

উ°। এই বোধ হয়, যে দুষ্ট লোক যখন খ্রীষ্টের কথা শুনে তখন তাহারা তাঁহার কথাতে দোষ দিবার জনেই কেবল বাদানুবাদ করে, কিন্তু যাহারা সরলভাবেতে শুনিবে তাহারা অবশ্য বিলক্ষণ জ্ঞান করিবে। অতএব শুনিবার সময়েতে আমরা যে কি ভাবেতে শুনিতেছি এতদ্বিষয়ে সচেতন থাকা কর্ত্তব্য।

প্র°। ঈশ্বরের আজ্ঞার মধ্যে কোন আজ্ঞা শ্রেষ্ঠ? এ কথা জিজ্ঞাসা করাতে কি এমন বোধ হয়, যে আজ্ঞার মধ্যে কাহার শ্রেষ্ঠতা, কাহার বা অশ্রেষ্ঠতা আছে।

উ°। না, তাহা নাই, তাঁহার সকল আজ্ঞাই সমান, কিন্তু তুমি প্রভু আপন ঈশ্বরকে আপনার সকল মনে ও সকল প্রাণে ও সকল অন্তঃকরণে ও সকল সামর্থ্যেতে প্রেম করিবা, এবং আপন প্রতিবাসিকে আত্মবৎ প্রেম করিবা; খ্রীষ্ট এই দুইটী আজ্ঞাকে প্রধান করিয়া কহিলেন, যে হেতুক এই দুই আজ্ঞা হইয়াছে মূল, কি না এই দুইটী আজ্ঞাহইতে তাবৎ আজ্ঞা উদ্ভূত হইয়াছে এ নিমিত্তে শ্রেষ্ঠরূপে আমাদের মানা কর্ত্তব্য।

প্র°। হে য়িশরাএল, অবধান কর, আমাদের ঈশ্বর প্রভু একই প্রভু আছেন, খ্রীষ্ট অগ্রে এই উক্তি করিয়া পশ্চাৎ সেই দুইটী আজ্ঞা কহিলেন কেন?

উ°। কারণ এই, যে ঈশ্বর যখন মোশহদ্বারা য়িশরাএলের নিকটে আপন আজ্ঞা সকল ব্যবস্থা রূপে প্রচার করিলেন, তখন আজ্ঞা বলিবার পূর্ব্বে ঐ কথা কহিয়া পশ্চাৎ আজ্ঞা প্রচার করিলেন, অতএব খ্রীষ্টও তদনুরূপে বলিলেন।

প্র°। ভাল, আজ্ঞা দিবার পূর্ব্বে এ কথা কহাতে আমরা কি শিক্ষা পাই ?

উ°। দুইটী শিক্ষা পাই।

প্রথম এই, যে আজ্ঞা প্রচার করিবার পূর্ব্বে তিনি যে কহিলেন, হে য়িশরাএল, অবধান কর, ইহাতে এই বোধ হয় যে ঈশ্বরের আজ্ঞার্থ বুঝিবার জন্যে প্রচার হওন সময়ে আমাদের অতি মনঃসংযোগ পূর্ব্বক শুনা উচিত।

দ্বিতীয়, প্রভু ঈশ্বর যদি একই প্রভু হইলেন তবে কেবল তাঁহার উপাসনা করাই আমাদের কর্ত্তব্য; অতএব যাহারা তাঁহাকে তদনুরূপে জানিয়াও নানা দেব দেবীর সেবা করে তাহারা নিশ্চয় অতি বড় পাপী, এবং তৎসেবাদ্বারা ঈশ্বরের সেই আজ্ঞা লঙ্ঘন করাতে তাহাদের অবশ্য সমুচিত দণ্ড হইবে।

প্র°। ভাল, আর ২ অধ্যাপকেরা যখন খ্রীষ্টকে কোন কথা জিজ্ঞাসিল, তখন তিনি তাহাদিগকে প্রায় কোন স্পষ্ট উত্তর দিলেন না; কিন্তু এই ব্যক্তিকে যে স্পষ্ট রূপে কহিলেন, ইহার ভাব কি ?

উ°। ভাব এই, যে উহারাও কেবল কাল্পনিকতা ভাবে জিজ্ঞাসিল, কিন্তু বোধ হয় যে এই ব্যক্তি সদ্ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, এবং তাহার জিজ্ঞাসা অতি ভারি এবং ধর্ম্মের মূল বিষয়ে ছিল, এই হেতুক খ্রীষ্ট তাহাকে এতদ্রূপ স্পষ্ট উত্তর দিলেন; অতএব ইহাতে এই জানা যায়, যে যাহারা শুদ্ধ ভাবে ধর্ম্ম জানিতে কোন প্রশ্ন করে তাহাদিগকে শিষ্ট রূপে উত্তর দিয়া তদ্বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য; কিন্তু যাহারা কেবল

বাদানুবাদ করিতে জিজ্ঞাসা করে তাহাদের কথার উত্তর দেওয়া সর্ব্বদা অপ্রয়োজন।

প্রঃ। ভাল, ঐ দুই আজ্ঞাকেই কেমন করিয়া মূলাজ্ঞা ও শ্রেষ্ঠ বলা যায়?

উঃ। কারণ এই, যে লোকেরা ঐ দুই আজ্ঞাকে মান্য করিয়া পালন করিলে তবে আর কোন আজ্ঞাকে লঙ্ঘন করিবে না। দেখদেখি, লোক সকল যদি সর্ব্বতোভাবে ঈশ্বরকে প্রেম করে, তবে তাঁহার কোন আজ্ঞার বিরুদ্ধ ভাবে কদাচ চলিবে না; এবং উহারা যে নানা প্রকার পাপ করে সে কেবল তাহাদের অন্তঃকরণেতে ঈশ্বরীয় প্রেম না থাকা প্রযুক্ত। আর প্রতিবাসিকে আত্মবৎ প্রেম করিলে তবে আর কদাচ তাহাদের কোন বিষয়ে মন্দ ও ক্ষতি করিবে না, অতএব এই দুই আজ্ঞা প্রকৃত রূপে পালন করিলেই ফলতঃ সকল আজ্ঞার পালনসিদ্ধ হইবে।

প্রঃ। ভাল, প্রতিবাসিকে আত্মবৎ প্রেম কর, এই আজ্ঞা সিদ্ধ করিতে কি২ চাই? ইহাতে কি এমন বুঝায়, যে ধনবান্ লোক আপনার সকল ধন ব্যয় করিয়া আপনাকে আপনি দরিদ্র করিবে?

উঃ। না, তাহা বুঝা যায় না, কিন্তু এই বুঝা যায়, যে মনুষ্য সকল সর্ব্বদা পরের প্রতি দয়াবান্ থাকিবে, এবং আবশ্যক হইলে প্রাণ পণে পরের উপকার করিবে, এবং সর্ব্ব প্রকার সাংসারিক কর্ম্ম শাস্ত্রীয় ব্যবস্থানুসারে কিম্বা অবশ্য কর্ত্তব্যত্বে বুঝিয়া লোকেরা যাহাদের প্রতি যেমত করিতে বাঞ্ছা করে, তাহারা ও বিবেচনা করিয়া সেই মত সর্ব্ব কর্ম্ম বিষয়ে তাহাদের প্রতিও

করিবে; কেননা এই হইয়াছে ব্যবস্থা ও ভবিষ্যৎ গ্রন্থের সার।

প্র°। ভাল, ঐ অধ্যাপক খ্রীষ্টের উত্তর শুনিয়া কি কহিল?

উ°। কহিল, যে সত্য গুরো, আপনি বিলক্ষণ কহিলেন, কেননা এক ঈশ্বর আছেন, এবং তাঁহা ব্যতিরেক আর কেহ নাই। এবং তাঁহাকে সকল মন ও সকল বুদ্ধি ও সকল প্রাণ ও সকল সামর্থ্য দিয়া প্রেম করা, এবং আপন পড়সিকে আত্মবৎ প্রেম করা, ইহা যাবদীয় সম্পূর্ণ হোম যজ্ঞ বলিদানাদি হইতে বড় আছে।

প্র°। ইহাতে কি বোধ হয়?

উ°। এই বোধ হয়, যে যাহারা হোম যজ্ঞ বলিদানাদিকে সকল ধর্ম্মের সার জ্ঞান করে, তাহারা বড় ভ্রান্ত, যে হেতুক অন্তঃকরণেতে ঈশ্বরীয় প্রেম না থাকিলে এ সকলতো কিছুই নয়। ফল, এইক্ষণে ঐ হোমাদি করার কিছুই আবশ্যক নাই, অতএব লোক সকল যে এইক্ষণেও এ সকল করিয়া থাকে, সেটা কেবল তাহাদের বুদ্ধির ভ্রান্তি প্রযুক্ত। খ্রীষ্টাবতারের পূর্ব্বে ঐ সকল হোমাদি কর্ম্ম ঈশ্বরের ব্যবস্থাতে নিরূপিত ছিল বটে, কিন্তু সেই সকল খ্রীষ্টের প্রতি কেবল দৃষ্টান্ত স্বরূপে স্থাপিত হইল; অতএব ইনি যখন অবতীর্ণ হইলেন তখনি সে সকল লুপ্ত হইয়া গেল। কিন্তু এক্ষণে ঐ সকল হোমাদি কারকদের ঐ ভ্রান্তি ছাড়া আরো এক খান অতি বড় ভ্রম হইয়াছে, কি না যাহার দ্বারা ধর্ম্মের মূল বিকৃত হয় ও ঈশ্বরের ব্যবস্থানুসারে যে কর্ম্ম কখন হইল না, এমত যে হোম যজ্ঞাদি ও নানা দেব দেবীর উদ্দেশে করা, তাহা উহারা করিয়া থাকে।

অতএব ঐ সর্ব্বনাশক ভ্রান্তিতে যাহারা পড়িয়াছে তদ্দ্বারা জনিত তাহাদের যে পাপ, ঈশ্বর সেই পাপ ক্ষমা করিয়া মনের পরীবর্ত্ত করণ পূর্ব্বক সেই কু উপাসনাহইতে তাহাদিগকে বিমুখ করান, এই প্রার্থনা সকলের করা উচিত; যে হেতুক ধর্ম্মের ছায়ামাত্র যে হোম যজ্ঞাদি কর্ম্ম, হারা উদ্দেশে তারা গণার মত তৎপ্রতি আর আঁকুবাঁকু না করিয়া বরং তাহা ছাড়িয়া ধর্ম্মের প্রকৃত মূল যে খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস, তাহা তাহাদের করা কর্ত্তব্য।

প্রঃ। ভাল, খ্রীষ্ট ঐ অধ্যাপকের উত্তর শুনিয়া কি কহিলেন?

উঃ। তাহার সুবুদ্ধি লোকের মত উত্তর দেওয়াতে তাহাকে কহিলেন, যে তুমি ঈশ্বরের রাজ্যহইতে দূর নহ।

প্রঃ। ইহাতে কি শিক্ষা পাই?

উঃ। এই শিক্ষা পাই, যে একব্রহ্ম দ্বিতীয়ো নাস্তি, সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়া তাঁহাকে প্রেম কর, ও প্রতিবাসিকে আপনার তুল্য জ্ঞান কর, ইহা সকল ধর্ম্মের সার, এমত জানিতে যাহাদের বুদ্ধি আছে তাহারা এক প্রকার ঐ ব্যক্তির মত, কি না স্বর্গরাজ্যহইতে দূর নহে; অথচ এমত অনেক লোক আছে, যে স্বর্গরাজ্যে কখন প্রবেশ করিতে পারিবে না; যেহেতুক পূর্ব্বোক্ত বুদ্ধানুসারে কর্ম্ম না করিয়া ঠিক বিরুদ্ধাচারী হয়, অতএব তাহাদের সেই বুদ্ধি কেবল অধিক দণ্ডের বিষয় হইবে।

প্রঃ। ভাল, ইহার পর লোকেরা খ্রীষ্টকে আর কোন বিষয়ের কথা জিজ্ঞাসা করিল কি না?

উ। না, তাঁহার উত্তর শুনিয়া আর কিছু জিজ্ঞাসিতে কেহ সাহসিক হইল না, অতএব তিনি তাহাদিগকে নীরব থাকিতে দেখিয়া একটা জিজ্ঞাসা করিলেন, যে অধ্যাপকেরা কেমন করিয়া বলে, যে খ্রীষ্ট দাউদের সন্তান, কেননা দাউদ আপনি ধর্ম্মাত্মাহইতে কহিলেন, যে প্রভু আমার প্রভুকে কহিলেন, যে আমি যদবধি তোমার শত্রুদিগকে তোমার পায়ের পীড়ি না করিয়া দেই তাবৎ তুমি আমার দক্ষিণ পার্শ্বে বসিয়া থাক; অতএব দাউদ আপনি তাঁহাকে প্রভু করিয়া কহেন, তবে তিনি কেমন করিয়া তাহার পুত্র হন ?

প্র। এই কথার ভাব কি ?

উ। ভাব এই, যে খ্রীষ্টেতে ঈশ্বরত্ব ও মনুষ্যত্ব এই দুই ছিল, কি না তিনি মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া দাউদের বংশে উৎপন্ন হইলেন, এ প্রযুক্ত দাউদের সন্তান ছিলেন; কিন্তু তাঁহাতে ঈশ্বরত্ব থাকাতে তিনি দাউদের প্রভুও ছিলেন। অতএব এই উপদেশ যে অধ্যাপকেরা লোকদিগকে দিত, সে সত্য বটে; কিন্তু উহারা ইহার এই ভাব ভাঙ্গিয়া বলিতে পারিত না, একারণ তাহাদের অজ্ঞানতা প্রকাশ করণদ্বারা অহঙ্কার যেন চূর্ণ হয়, এ নিমিত্তে খ্রীষ্ট এ কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। ফলতঃ, বোধ হয় যে খ্রীষ্ট এ কথা বলিবার আর একটা কারণও ছিল, কি না প্রভু আমার প্রভুকে কহিলেন, যে আমি যদবধি তোমার শত্রুদিগকে তোমার পায়ের পীড়ি না করিয়া দেই, তাবৎ তুমি আমার দক্ষিণ পার্শ্বে বসিয়া থাক, এ কথা খ্রীষ্টের প্রতি উক্ত ছিল; অতএব তাহার উপর ঐ অধ্যাপকদের শত্রুতা থাকাতে এই কথার দ্বারা তিনি কটাক্ষ

ভাবে তাহাদিগকে এই জানাইয়া দিলেন, যে শেষে তিনি কর্ত্তা হইবেন, এবং উহারা তাঁহার পায়ের পীড়ি হইয়া ঐ লিখিতানুসারে সর্ব্বনাশে পড়িবে।

প্রঃ। তাঁহার ঐ শিক্ষা লোকদের মনে কেমন বোধ হইল?

উঃ। অধ্যাপকদের গায়েতে সেটা যেন কাটা ঘায়ে লুণের ছিটা স্বরূপ হইল, কিন্তু আর২ লোকেরা তাঁহার কথা শ্রদ্ধা পূর্ব্বক শুনিল; যে হেতুক অধ্যাপকেরা অতি অহঙ্কারী, এ প্রযুক্ত তাহাদের মনহইতে ইতর লোকদের মন সত্য কথা গ্রহণ করিতে অধিক নির্ম্মল ছিল। ফল, অধ্যাপকদের মত ইতর লোকদের অহঙ্কার নাই, এবং অধ্যাপকদের সত্য পথে চলাতে যেমন লাভ ও মান ও সম্ভ্রমাদির ক্ষতি বিষয়ে ভয় আছে, সেই মত ভয়তো ইতর লোকদের কিছুই নাই, এই হেতুক সত্য কথা গ্রহণ করিতে অধ্যাপকদের মত তাহাদের কোন বাধা হয় না।

প্রঃ। ভাল, খ্রীষ্ট আপনি শিক্ষাইতে২ অধ্যাপকদের প্রতি কর্ত্তব্যতা বিষয়ে লোকদিগকে কি কোন স্পষ্ট কথা কহিলেন?

উঃ। হাঁ কহিলেন, যে অধ্যাপকদের প্রতি সাবধানে থাক, তাহারা যাতায়াতে দীর্ঘ পরিচ্ছদ ও বাজারেতে প্রণাম ও ভজনালয়ে প্রধান আসন ও ভোজন নিমন্ত্রণে শ্রেষ্ঠ স্থান আকাঙ্ক্ষা করে, তাহারা বিধবার ঘর খাইয়া ফেলে, এবং ছল করিয়া দীর্ঘ প্রার্থনা করে, তাহারা অধিক দণ্ড পাইবে।

প্রঃ। ইহাতে কি বোধ হয়?

উঃ। এই বোধ হয়, যে যাহারা ঐ সকল কথিতানুসারে আচারী হয়, তাহারা অধ্যাপক নামে খ্যাত হইয়াও

অথচ আসলে কেবল শয়তানের কর্ম্মকারী, অতএব তাহাদের শিক্ষার বিষয়ে লোকদের অবশ্য সাবধানে থাকা কর্ত্তব্য ; যে হেতুক লোকদের হিতার্থে তাহারা কিছুই করে না, সে সকল দূরে থাকুক, বরং কেবল ছল করিয়া আপনাদের লাভের চেষ্টাতেই থাকে, অতএব উহারা সামন্য লোকহইতে অধিক পাপী হইয়া শেষে অধিক দণ্ড অবশ্য পাইবে।

প্রঃ। ভাল, খ্রীষ্ট ভাণ্ডারের সম্মুখে বসিয়া কি দেখিতে পাইলেন?

উঃ। এই দেখিতে পাইলেন, যে অনেক লোক ভাণ্ডারের মধ্যে টাকা কড়ী রাখিতেছে, এবং অনেক ধনিরা যথেষ্ট ধন রাখিল ; কিন্তু এক জন বিধবা দুইটী পয়সা রাখিয়া দিল। তখন তিনি আপন শিষ্যদিগকে ডাকিয়া কহিলেন, যে সত্য আমি তোমাদিগকে কহি যে ভাণ্ডারের মধ্যে যত লোক রাখিয়া দিয়াছে সে সকল লোকহইতে এই বিধবা স্ত্রী অধিক দিয়াছে ; কেননা তাহারা আপনাদের ধনের বাহুল্যহইতে যৎ কিঞ্চিৎ দিয়াছে, কিন্তু সে আপনার দৈন্যহইতে আপন সর্ব্বস্ব এবং দিনপাতের দ্রব্য সকলি দিয়াছে।

প্রঃ। ইহাতে কি শিক্ষা পাই?

উঃ। তিনটী শিক্ষা পাই।

প্রথম এই, যে খ্রীষ্টের বিচার আর মনুষ্যের বিচার অতি বিভিন্ন, যে হেতুক মানুষের বিচারে যাহারা অধিক দেয় তাহারাই প্রশংসনীয় ; কিন্তু খ্রীষ্টের বিচারে দরিদ্র লোক যদি আপন২ শক্ত্যনুসারে কর্ম্ম করে তবে অধিক প্রশংসনীয় হইয়া ধনি লোকাপেক্ষা বরং তাহারাও তাহাদের দানেতে গ্রাহ্য

হইবে। দেখদেখি, মনুষ্যেরা সেই দুঃখিনী স্ত্রীকে দুইটি পয়সা দিতে দেখিলে তাহারাতো সেই দানকে তুচ্ছ বোধ করিত, কিন্তু খ্রীষ্ট তাহা না করিয়া সেই দানকে তাহার প্রশংসার বিষয় করিয়া জানাইয়া দিলেন।

দ্বিতীয়, পারমার্থিক কোন কর্ম্ম করিতে গেলে সর্ব্ব সাধ্যেতে করিতে হইবে, যে হেতুক ঈশ্বর লোকদের সেই পারমার্থিক কর্ম্মের ছিদ্রা ছিদ্র কেবল বিবেচনা করেন তাহা নয়, কিন্তু কারকদের সাধ্যের বিবেচনা করিয়া তাহাদিগকে তৎ সাধ্যানুসারে দোষী কিম্বা নির্দ্দোষী রূপে গণিত করিবেন।

তৃতীয়, খ্রীষ্ট ঐ সকল লোকদের কর্ম্মের প্রতি মনোযোগী হইয়া যেমত বিচার করিলেন, তেমনি এইক্ষণে জগৎস্থ তাবৎ লোকদের মতি ও সাধ্য ও কর্ম্মাদির প্রতি মনোযোগী হইয়া শেষ দিনে তাহার বিচার করিয়া যে যেমন কর্ম্ম করিয়াছে তাহাকে তদনুসারে প্রতিফল দিবেন।